উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৭,১৮৬.৭৪ (-৩১৯.২২)
নিফটি : ২৩,৩৬১.০৫ (-১২১.১০)

সংসদে কুম্ভ কাণ্ড
মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে উত্তাল হল সংসদের দুই কক্ষ। বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভের জেরে বাধা পায় লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজকর্ম। » ৭

সংঘর্ষে ইন্ধন বীরেনের!
মণিপুরে হিংসার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের ইন্ধন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই। একটি বিতর্কিত অডিও টেপ নিয়ে এবার পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

অভিষেকের বাবা কৃতজ্ঞ দর্শকের কাছে » ১১

২১ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 4 February 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 256

কথায় কথায়

খরচ দেখে দলগুলোর আয় স্পষ্ট বোঝা যায়

আশিস ঘোষ

টাকা আসে কোথা থেকে তা ঠিকঠাক ঠাহর করা খুবই কঠিন। যারা দেয় তারা বলে না। যারা পায় তারাও না। রাজনৈতিক দলগুলোর কথা বলছি। ইলেক্টোরাল ফান্ড খোলসা হওয়ার পর তার কিছুটা সামনে এসেছে। কিন্তু সেটাই বা কতটুকু, কে জানে। বছর বছর সে টাকা দিচ্ছে কারা তা অজানা। তবে শুধুমাত্র খরচখরচার বহর দিয়ে বোঝা কঠিন নয় কার ট্যাঁকের জোর কত।

লোকসভার নির্বাচন শেষ হওয়ার তিন মাসের ভিতরে সব পার্টিকে তাদের ভোটের খরচের হিসেব অডিট করে নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হয়। বিধানসভার ভোটের ক্ষেত্রে সময়সীমা ৭৫ দিন। গতবছরের ভোটে খরচের অডিট রিপোর্ট কমিশনে জমা করেছে সব দল। গত বৃহস্পতিবার সে রিপোর্ট সামনে এসেছে। আর তা থেকেই একটা আন্দাজ করা যেতে পারে, দেশে দারিদ্র্য যাই থাক, আমাদের গণতন্ত্রের জলহাওয়ায় পুষ্ট দলগুলোর হাতে রেস্ত কেমন।

নতুন বছর, নতুন আশা
আমাদের পুঁজি
পাঠকের ভালোবাসা

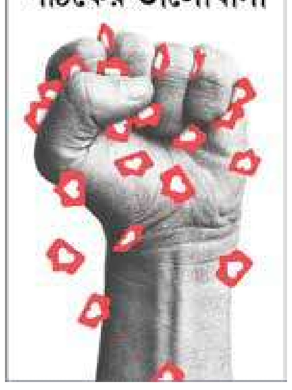

ঠিকঠাক হিসেবমতো গতবছরের লোকসভা ভোটে লড়তে বিজেপি খরচ করেছিল ১৭৩৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। বাকি অন্তত সাতটি বিরোধী দল যা খরচ করেছে তার মোট যোগফলেরও বেশি। নির্বাচন কমিশনের কাছে যে অডিট রিপোর্ট বিজেপি জমা দিয়েছে তাতে জানা গিয়েছে এই অঙ্কটা। তার পাঁচ বছর আগে বিজেপি যে খরচ করেছিল গতবছরের ভোটে তা বেড়েছে পাঁচগুণ। তাদের ৪৪১ জন প্রার্থীর জন্য খরচ দেখানো হয়েছে ২৪৫ কোটি টাকা।

বিজেপি যে ৬১১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করেছে তার মধ্যে গত মার্চ থেকে জুনে তারা ১৫৭ কোটি দিয়েছে গুগল ইন্ডিয়াকে। ফেসবুককে দিয়েছে ২৪ কোটি ৬৩ লাখ। এছাড়াও পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পোস্টার, কাটআউট, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, শাড়ি, রিস্ট ব্যাজ, স্টিকারেই খরচ করেছে ৫৫ কোটি ৭৫ লক্ষ। নমো স্টলের জন্য গিয়েছে ১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। দু'বার সমীক্ষা করাতে খরচ করেছে সাড়ে ১৯ কোটি। *এরপর দশের পাতায়*

ভারতীয় ঘরানার গানের জাদুতে ভুলিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। ৭১ বছর বয়সে এসে জীবনের প্রথম গ্র্যামি জিতলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সংগীতশিল্পী চন্দ্রিকা ট্যান্ডন (ডানে)। লস অ্যাঞ্জেলসে পুরস্কার প্রাপ্তির পর।

রেলমন্ত্রীর কাঠগড়ায় রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বাজেটে উপেক্ষিত রেল, বঞ্চনা বাংলাকে- গত কয়েকদিনের এসব আলোচনায় জল ঢাললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। উলটে তাঁর অভিযোগ, কলকাতার মেট্রো সহ বিভিন্ন রেলপ্রকল্পের জট কাটছে না রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায়।

নয়াদিল্লিতে সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোনও উপেক্ষা নেই, বাংলার জন্য রেলে বরাদ্দ হয়েছে ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় সেই অর্থ কাজে লাগানো যাবে কি না, তা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে নিজেদের অসহায়তাও উঠে এসেছে বৈষ্ণোর মুখে। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁরা শুধু আবেদনই করতে পারেন।

আইনশৃঙ্খলা এবং জমি অধিগ্রহণজনিত সমস্যার কারণে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক রেলপ্রকল্প বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চাইলেন। জানালেন, আগেও বহুবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং রেলের আধিকারিকরা গিয়ে বৈঠক করেছেন। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ফের তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।

বঞ্চনা নয়, অসহযোগিতায় আটকে প্রকল্প

জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় ৬১টি প্রকল্প আটকে রয়েছে বলে রেলমন্ত্রী হিসেব দেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন, যাতে প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করে বাংলার রেল পরিকাঠামোয় উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়। রেলমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে ৬৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে রেলে।

যদিও রেলমন্ত্রীর দাবি উড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি থেকে লড়াই করে উঠেছেন, তাই তিনি মাটির সমস্যাটা বোঝেন। অশ্বিনী বৈষ্ণো আমলা ছিলেন, তিনি মাটির সমস্যাটা বোঝেন না। বাংলায় মেট্রো নিয়ে প্রথম ভাবনাচিন্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করেছিলেন। অশ্বিনী বৈষ্ণোর তাঁর সম্বন্ধে এসব কথা বলা ঠিক নয়।'

আরেক তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার হাজার হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই সমস্ত কথা বলছে।' তবে সোমবার বাংলায় রেলে উন্নতির পরিসংখ্যান ছিল রেলমন্ত্রীর মুখে। যেমন, এ রাজ্যে ১০১টি স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পে নতুনভাবে বানানো হবে। বাংলায় আসতে চলেছে বন্দে ভারত স্লিপার কোচ, নতুন অমৃত ভারত ও নমো ভারত ট্রেন।

প্রতিযোগিতা শুরু আমার প্রস্তাবেই

ডঃ সুখবিলাস বর্মা

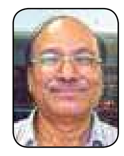

১৯৭৩-এ আইএএস-এ যোগদানের পর প্রশাসনিক বিভিন্ন ট্রেনিং শেষ করে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার এসডিও হিসাবে ১৯৭৫ সালে আমার আমলা জীবনের শুরু। ট্রেনিং জীবনে মুসৌরীর অ্যাকাডেমির সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ আমাকে, আমার সংস্কৃতিকে, লোকসংস্কৃতিকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। ট্রেনিংয়ের সঙ্গীরা সবাই বড় বড় শহরের মানুষ। আমার লোকসংগীত নিয়ে তাঁদের মুগ্ধতা এবিষয়ে আমার ভালোবাসাকে আরও অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছিল। কাটোয়া ছোট্ট শহর। কাজে যোগ দিয়েই সেখানে পেলাম এক ডজন সংগীতপ্রেমী মানুষ। তাঁদের বেশিরভাগেরই রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, আধুনিক গানে আগ্রহ। মাত্র দুজন লোকসংগীতে আগ্রহী। কাটোয়ার সুদপুর (রণপা নৃত্যখ্যাত), দাইহাট এলাকা লোকসংগীত নৃত্যে সমৃদ্ধ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ভাদু টুসু সহ লোকসংগীতের নানা আঙ্গিক নিয়ে বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি জগৎ অনেকটাই ভরপুর। সবার সহযোগিতায় জেলা লোকসংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজনে নেমে পড়লাম। সংগীতপ্রেমী এসডিওর উদ্যোগে কাটোয়া কলেজ মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া পড়েছিল।

১৯৮০-তে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক হিসেবে বালুরঘাট গেলাম। সেখানে একঝাঁক সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ। লোকসংগীতগায়ক জেলা শাসক পেয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। জনসংযোগের এই মাধ্যমকে আমিও কাজে লাগালাম। মন্মথ রায়, ভগীরথ মিশ্র, সুধীর করণ, অজিতেশ ভট্টাচার্যের মতো গুণীদের সঙ্গে আলাপ হল। *এরপর দশের পাতায়*

গরহাজির উদয়ন, জগদীশ ও অভিজিৎ

ভাওয়াইয়া উৎসবেও দ্বন্দ্ব

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ছায়া এসে পড়ল এবার রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতায়। প্রায় নজিরবিহীনভাবে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ চেয়ারম্যান হওয়ায় সোমবার রাজ্য ভাওয়াইয়ার সরকারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকলেন না উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। তৃণমূলের তিন বিধায়কও অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির সদস্য হলেও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকও অনুষ্ঠানে আসেননি। রবীন্দ্রনাথ ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করায় তাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'রবিবাবু নিজে চেয়ারম্যান। যদি ওঁর ভাওয়াইয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকত তাহলে কোনও খ্যাতনামা ভাওয়াইয়াশিল্পীকে দিয়ে এর উদ্বোধন করাতেন। নিজে উদ্বোধক হতেন না। এতেই বোঝা যাচ্ছে নামটা কে কামাই করতে চাইছে?' এই ঘটনায় সাংস্কৃতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিতর্ক উসকে দিয়ে বলেন, 'সবাইকে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভাওয়াইয়াকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা আজকের দিনে কেউ ঘরে বসে থাকতে পারবেন না।'

রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর বিগত বছরগুলির মতো এবারও ৩৬তম রাজ্য ভাওয়াইয়ার চেয়ারম্যান হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দেয়। তিনি কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুরে এবারের প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। যা ভাওয়াইয়ার তীর্থভূমি হিসেবে পরিচিত। কারণ আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, নায়েব আলি টেপু, প্যারীমোহন দাসের মতো প্রবাদপ্রতিম শিল্পীরা এই এলাকা থেকেই সংগীত সাধনা করেছেন। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে জেলার মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতাদের একাংশ অনুপস্থিত থাকতে পারেন বলে আগেই জল্পনা ছড়িয়েছিল। কারণটা, শাসকদলের সাম্প্রতিক গোষ্ঠীকোন্দল। এদিন সেই সেই জল্পনাই সত্যি হল। উদ্বোধনীতে অবশ্য অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট ও কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিনয়কৃষ্ণ বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্য স্তরের বহু অনুষ্ঠানে আমি থাকি। *এরপর দশের পাতায়*

ভাওয়াইয়া উৎসবের উদ্বোধন করছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। -সংবাদচিত্র

প্রকাশ্যে কোন্দল

- রবীন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান হওয়ায় অনুষ্ঠান বয়কট তৃণমূল নেতাদের
- রবীন্দ্রনাথের দাবি, সবাইকে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে
- উদ্বোধনে তৃণমূল নেতাদের একাংশ যে অনুপস্থিত থাকতে পারেন, সেই জল্পনা ছিলই
- কারণটা শাসকদলের সাম্প্রতিক গোষ্ঠীকোন্দল
- উদয়নের কটাক্ষ, রাজবংশী সংস্কৃতি বা ভাওয়াইয়া কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়

কুম্ভে 'তোতাস্নান'।। বসন্তপঞ্চমীতে পুণ্যস্নানে মেতেছেন সাধুরা। প্রয়াগরাজে সোমবার। -পিটিআই

নিশানায় বিদেশমন্ত্রীর মার্কিন সফর

রাগার মুখে নমোর 'হ্যাংলামি'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মোদির সাধের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' থেকে কেন্দ্রের চিন নীতি তো বটেই, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মার্কিন সফর নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন রাহুল গান্ধি যে, তোলপাড় হয়ে গেলে জাতীয় রাজনীতি। বিদেশে তিনি দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলেন বলে শোরগোল শুরু করেছে বিজেপি। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের মার্কিন যাত্রা কার্যত নরেন্দ্র মোদির হ্যাংলামির কারণে মন্তব্য করে লোকসভায় যেন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

উপলক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা। তাতেই একের পর এক কড়া বাক্যবাণ ছোড়েন রাহুল। তিনি বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ডিসেম্বরে আমেরিকা গিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী।' গত ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের শপথগ্রহণ ছিল। মোদি যাঁকে বন্ধু বলে পরিচয় দেন। সেই বন্ধুর শপথগ্রহণে ডাক না পাওয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অস্বস্তিকর ছিল বৈকি।

ফলে লোকসভায় বিরোধী দলনেতার ভাষণ শেলের মতো বিঁধেছে শাসক শিবিরকে। প্রায় তৎক্ষণাৎ তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'দেশের বিদেশনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ সংসদে করা যায় না।' বিজেপির অন্য সাংসদরা একযোগে প্রতিবাদ করেন এবং রাহুলের বিরুদ্ধে দেশের কূটনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তোলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে খোদ জয়শংকর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বিরোধী দলনেতা ইচ্ছাকৃতভাবে ২০২৪-এর ডিসেম্বরে আমার মার্কিন সফর নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি বাইডেন প্রশাসনের বিদেশমন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। *এরপর দশের পাতায়*

সংসদের বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন রাহুল গান্ধি।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

তৃণমূলে টাকার খেলা, ঝড় মদনের মন্তব্যে

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : পদ পেতে টাকা, পদ ব্যবহার করে মুনাফা- তৃণমূলের অন্দরের সংস্কৃতি বলে অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। তৃণমূল নেত্রীর ভাষায় 'কালারফুল' নেতা মদন মিত্রের কথায় সেই অভিযোগে সিলমোহর পড়ল। তাঁর মতে, যত নষ্টের গোড়া আইপ্যাক (তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা)। কিছুদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ছিল ইঙ্গিত, 'ওসব প্যাক-ট্যাক বুঝি না।' মদন যেন সেটাই খোলসা করে দিলেন।

মদনোচিত ভঙ্গিতে তিনি বলেছেন, 'আইপ্যাক তৃণমূলকে প্যাক-আপ করে দিতে চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে যেটুকু কালি লেগেছে, তা প্যাকওয়ালাদের জন্যই।' পাশাপাশি তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, তৃণমূলে পদ পেতে টাকা লাগে। দলে টাকার ঢালাও লেনদেন চলছে। যদিও এই মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুব্রত বকসিকে চিঠি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন মদন।

তাঁর কথায়, 'ধরুন আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না। রাতারাতি আমি একশো কোটি টাকার মালিক হয়েছি। এখন আমার পদ চাই। আমি বললাম, ভাই আমাকে মন্ত্রী করে দে। ভালো মন্ত্রী হতে গেলে ১০ কোটি লাগবে। আমি ১০ কোটি দিলাম। মন্ত্রী হলাম কি না, পরের কথা। হলে ১০ থেকে ২০ কোটি বানালাম। না হলে ১০ কোটি চলে গেল।' মদনের কথায় এই খেলার রহস্য এমনই যে, এফআইআর করা যায় না। কারণ নথি নেই। তাঁর কথায় শুধু মন্ত্রী পদের জন্য নয়, দলের নীচু স্তর থেকে ছাত্র পরিষদ পর্যন্ত পদ পেতে টাকা লাগে। ব্লক, সমিতি, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদে ১০ লক্ষ টাকায় পদ পাওয়া যায়। তৃণমূলে আইপ্যাক এসেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। একসময় সংগঠনে *এরপর দশের পাতায়*

ভালো মন্ত্রী হতে ১০ কোটি লাগে

ম্যাচিং শাড়ি-পাঞ্জাবিতে ভালোবাসার 'অষ্টমী'

দেবদর্শন চন্দ ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সকাল ছিল বসন্তপঞ্চমীর দ্বিতীয় দিন। আর পুজোর শেষ দিনের ভিড় যেন টেক্কা দিল প্রথম দিনকেও। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ পঞ্চমী শেষ হতেই কোচবিহার থেকে দিনহাটা এমনকি তুফানগঞ্জ শহরের স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে পার্কে ভিড় জমায় যুগলরা। রাস্তাগুলিও এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা। ম্যাচিং করা শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে জমিয়ে আড্ডা, ঘোরাঘুরি আর খাওয়াদাওয়া সেরে দু'দিনের সরস্বতীপুজোর আনন্দ উপভোগ করলেন সকলে।

এদিনের ভিড় যেন অষ্টমীর সকালকেও হার মানায়। সকাল সকাল পুজোর অঞ্জলি সেরে দুপুর থেকেই প্রেম দিবস উদযাপনের জন্য অনেকেরই ডেস্টিনেশন ছিল শহরের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি। কেউ আবার প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্কেও। প্রথম দিনের ভিড়কে দ্বিতীয় দিনের ভিড় যেন অনেকটা ছাপিয়ে যায়। দিনহাটা শহরের সংহতি ময়দানে প্রতিবছর সরস্বতীপুজোর আয়োজন করেন স্থানীয় কয়েকজন তরুণ মিলে। আর এই পুজোকে ঘিরে নবীন প্রজন্মের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সুন্দর মুহূর্তকে সেলফিতে ধরে রাখার পাশাপাশি অনেকেই অনুষ্ঠানেও মেতে উঠেছিলেন। আবার কারও গন্তব্য ছিল দিনহাটা কলেজ। কেউ বা এদিন বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালেন দিনহাটা কফি হাউসে। তবে এদিন স্টুডিওর আগের সেই ভিড় যেন উধাও ছিল।

রবিবার শহরের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসে পুজো হয়ে গেলেও এদিনও শহরের রামভোলা উচ্চবিদ্যালয়, সুনীতি অ্যাকাডেমি সহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুজো হয়। প্রথম দিনের মতোই এদিনও ভিড়ে ঠাসা ছিল এবিএনশীল কলেজ, ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ চত্বর। সকাল থেকেই শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলির ভিড় সামলাতে চলে পুলিশি টহলদারিও। বিনা হেলমেটে যাতায়াত করায় বহু রোমিও-জুলিয়েটদের জরিমানা করতে দেখা যায় পুলিশকে।

দুপুরে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে বন্ধুকে নিয়ে খাবার খেতে ঢুকেছিলেন সুস্মিতা দেব। সেখানের অধিকাংশ টেবিলই ভর্তি থাকায় খাবার খেতেও অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। সুস্মিতা বলেন, 'বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর এদিন রেস্টুরেন্টে জায়গা মেলে। সেভাবে সমস্যা না হলেও দুপুরের খাবার খেতে ৪টা পার হয়ে গিয়েছিল।'

প্রথম দিনের মতোই রাজবাড়ি পার্কে টিকিট কাটতে লাইনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে। শহরের তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার এমনকি গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ ও এদিন রাজবাড়িতে ভিড় জমান। ভিড়ে ঠাসা ছিল রসিকবিল মিনি জু, শহরের নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কও। প্রতিবছরই সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে মধুপুরধামের মেলা আয়োজিত হয়। সেই মেলা ঘুরতে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচুর দর্শনার্থীদের জমায়েত লক্ষ করা গিয়েছে। সন্ধ্যায় তোর্সা পাড়ের রেস্টুরেন্টে কিংবা সাগরদিঘির ফুড কোর্টেও ভিড় ছিল যথেষ্টই। বৈরাগীদিঘি থেকে শুরু করে সাগরদিঘির ঘাটগুলিও এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা।

সরস্বতীপুজোর দ্বিতীয় দিনে ভিড় উপচে পড়েছে এনএন পার্কে। কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

Walk In Interview

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur, Salugara, Siliguri invites eligible candidates for interview as per the following details to prepare the panel of part-time contract teachers for the session 2025-26 :

Post & Subject	Essential Educational Qualification	Consolidated Pay	Interview Date
PRT	1. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) 04 years Bachelor of Elementary Education (B.El. Ed) OR equivalent. 2. Qualified in the Central Teacher Eligibility Test (Paper-I) 3. Proficiency to teach through Hindi & English medium. Desirable: Knowledge of Computer Applications.	Rs. 21250/- per month	12.02.2025 From 9:00 AM
Staff Nurse	B.Sc. (Nursing) or Diploma in Nursing from any recognized University. Desirable: Experience and knowledge of computer operation.	Rs. 750/- per Day	
Special Educator	1. Bachelor's degree with 50% marks from a recognised University and B.Ed. (Special Education), B.Ed. with two year Diploma in Special Education, Post Graduate Professional Diploma in Special Education. 2. Proficiency to teach through Hindi & English medium.	Rs. 21250/- per month	
Yoga Teacher	Graduate degree in any subject from a recognized University or equivalent and minimum one year Diploma in Yoga from a recognized Institute.	Rs. 21250/- per month	
TGT:Hindi, English, Sanskrit, Maths and Science	1. Bachelor's Degree with at least 50% marks in the concerned subjects/ combination of subjects and in aggregate and B.Ed OR 04 year integrated degree from a recognized University. For subject combination details refer to KVS & School website. 2. Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) Paper-II 3. Proficiency in teaching in Hindi and English medium. Desirable: Knowledge of Computer Applications.	Rs. 26250/- per month	13.02.2025 From 9:00 AM
Computer Instructor	1. B.E or B.Tech (Computer Science/ IT) with at least 50% marks from a recognized University or equivalent Degree or Diploma from an institution/ university recognised by the Govt. of India Or equivalent Proficiency in teaching Hindi and English.	Rs. 26250/- per month	

1. Interview Venue: Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur (located in BSF Campus, just 01 Km from Salugara, Siliguri)
2. The prescribed proforma for application will be made available at the time of registration. Elegible applicants are requested to attend walk-in-interview with original certificates/documents and one set of self-attested Xerox certificates of essential qualifications and passport size photographs. It is mandatory to bring all original documents for verification.
3. No TA/DA or expenses will be paid for attending the interview.
4. The post is purely part time and will be valid for a maximum of one session or till a regular teacher joins, whichever is earlier.
5. The above post wise qualifications are in brief. The qualification required for part time teachers will be same as prescribed by KVS for recruitment of permanent teachers. For information regarding eligibility required for recruitment, visit KVS website https://kvsangathan.nic.in and for other information, visit the school website https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in

Principal

উত্তরবঙ্গ সংবাদের বাগরাকোট অফিসে সরস্বতী বন্দনা। -সংবাদচিত্র

গ্রেপ্তার আর্থমুভারচালক

ডামডিমে আহত হাতিটির সন্ধান মিলেছে। বুনোটি এখন আপালচাঁদের জঙ্গলে রয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। অভিযুক্ত আর্থমুভারচালককে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ডামডিমে হাতিকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় অভিযুক্ত আর্থমুভারচালককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আগেই আর্থমুভারটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি সোমবার আহত ওই হাতিটিকেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। মাল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই আর্থমুভারচালকের নাম আমন এক্কা। সে তারঘেরা গ্রামের বাসিন্দা। তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।'

পাশাপাশি আহত হাতিটিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। হাতিটি এখন আপালচাঁদের জঙ্গলে রয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বললেন, 'হাতিটির চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিমও গঠন করা হচ্ছে। ওই দলের নির্দেশ অনুযায়ী হাতিটির চিকিৎসা করা হবে।'

আর্থমুভার দিয়ে বুনোকে উত্ত্যক্ত করার সেই দৃশ্য। -ফাইল চিত্র

গত শনিবার সকালে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল বেরিয়ে ক্রান্তি ও মাল ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে বন দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন কোনওরকম খামতি রাখেনি। তার মাঝেই ডামডিম এলাকায় স্থানীয়রা হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করে। হাতিটিকে ঢিল ছোড়া থেকে লেজ ধরে টেনে উত্ত্যক্ত করে স্থানীয়রা। এমনকি আর্থমুভার দিয়েও বুনোটিকে হেনস্তা করা হয়। মেজাজ হারিয়ে আর্থমুভার ও পাকা টংঘরেও ধাক্কা মারে হাতিটি। এর জেরেই হাতিটির বেশ চোট লাগে। তারপর সে বিভিন্ন চা বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে। চা বাগানে থাকা ব্লেড তারে ক্ষতবিক্ষত হাতিটি। তার দ্রুত চিকিৎসার দাবি জানিয়েছে বন দপ্তর।

পরিবেশপ্রেমী নফসর আলি অভিযোগ করেন, 'মাস দেড়েক আগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এই হাতিটিও যেভাবে আঘাত পেয়েছে তাতে চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি ভয়ানক হবে। আমরা চাই বুনোটি সুস্থ হয়ে উঠুক।'

কালীবাড়ি লিজ না দেওয়ার দাবি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : আর লিজ নয়। উত্তরপ্রদেশের কোচবিহার মহারাজাদের বেনারস কালীবাড়ির সম্পত্তি সরাসরি দেবত্র ট্রাস্টি বোর্ড নিজে পরিচালনা করুক, এমনটাই চাইছেন কোচবিহারের মানুষ।

বেনারসে কোচবিহারের মহারাজাদের তৈরি একটি কালীবাড়ি রয়েছে। সেখানে কালী, শিব ও রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পাশাপাশি একটি হাওয়াখানা রয়েছে। সেই হাওয়াখানায় রয়েছে তিনটি থাকার ঘর ও বিরাট মাঠ। ২০১৫ সালে এই হাওয়াখানা এবং সামনের মাঠটিকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। দশ বছরের জন্য লিজ নিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ সরকার। জানুয়ারির ৩১ তারিখ সেই লিজের মেয়াদ ফুরোয়। তারপর থেকেই কোচবিহারবাসী দাবি তুলছেন বেনারসের সম্পত্তি ট্রাস্টি বোর্ড নিজেরাই পরিচালনা করুক। যদিও বিশ্বজিতের দাবি, 'অগাস্ট মাস পর্যন্ত লিজের মেয়াদ রয়েছে।' পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, 'ট্রাস্টি বোর্ড বেশ কয়েকটি শর্ত রক্ষা করেনি।'

লিজ দেওয়ার বিষয়টি সেসময় অনেকেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। তৎকালীন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রসেনজিৎ বর্মনের ছেলে প্রিয়ব্রত বর্মন জানালেন, এই লিজ দেওয়া নিয়ে আপত্তির কথা বাবার মুখে শুনেছেন।

তিনি বললেন, 'বাইরের কেউ লিজ পেলে সম্পত্তির ঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া কিংবা সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সব থেকে ভালো হয় নিজেদের সম্পত্তি নিজেরাই দেখভাল করুক ট্রাস্টি বোর্ড।'

লিজ দেওয়া নিয়ে প্রবল আপত্তি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ভূপালি রায়ের। তিনি বলেন, '২০১৯ সালে ওখানে গিয়ে দেখি বিয়ে বাড়ির জন্য ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। যা মোটেও ভালো লাগেনি।'

কোচবিহারের মানুষ চাইছেন কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র মৃদুলনারায়ণ বললেন, 'কোচবিহারের কাউকে দায়িত্ব দিলে সম্পত্তি রক্ষা ও একজনের কর্মসংস্থান হবে। আমার আশা এতে ট্রাস্টি বোর্ডের আয়ও বাড়বে।'

বন্ধুত্বের ২৫ বছরে অভিনব ভাবনা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বন্ধুত্বের ২৫ বছর উদযাপনে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন শিলিগুড়ির নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তনী। সেই ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব। তারপর নিজের ছন্দে এগিয়েছে সময়। কিন্তু কিংকর চট্টোপাধ্যায়, রিক্তম দাস, অসীম চক্রবর্তীর মতো প্রাক্তনীদের বন্ধুত্ব আজও অটুট। সেই বন্ধুত্বের এবার রজত জয়ন্তী। আর তা উদযাপনে প্রাক্তনীরা রক্তদান শিবির আয়োজন করতে চলেছেন। এখন তার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শিবিরটি আয়োজিত হবে বলে খবর।

কৈশোরে স্কুলে পড়ার সময় অনেকের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু জীবন যত এগোতে থাকে, ক্রমশ কমতে থাকে সেই বৃত্ত। ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলো, ওঠাবসা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও যেন হারিয়ে যেতে থাকে তারা। সম্পর্ক হতে থাকে ফিকে। তবে কিছু কিছু বন্ধুত্ব রয়ে যায় আজীবন। ঠিক যেমনটা কিংকর, রিক্তম, অসীমদের ক্ষেত্রে হয়েছে। তাঁরা আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগটা রয়ে গিয়েছে বরাবরের মতো।

বন্ধুত্বের ২৫ বছর একটু অন্যরকমভাবে উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন কিংকররা। ২৩ তারিখ সকালে তাঁরা স্কুল চত্বরে রক্তদান শিবির আয়োজন করবেন। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই কর্মসূচিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী কিংকরের কথায়, 'অনেকেই অনেক দিবস, উদযাপন করেন। কিন্তু আমরা বন্ধুত্বের ২৫তম বর্ষ উদযাপন করব বলে ঠিক করেছি।' অসীম চক্রবর্তী জানালেন, সমাজের স্বার্থেই তাঁদের এই উদ্যোগ।

বিক্রয়

শিলিগুড়ি নৌকাঘাট ব্রিজের কাছে 2 কাঠা জমি চার রুম, তিন কিচেন, তিন বাথরুম সহ পাকাবাড়ি বিক্রয়। (M) 9733190296. (C/114922)

টিউশন

Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. (M) 6295834400. (C/114921)

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/114815)

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB 63 20050957283) Liman Haque S/O Momenul Haque থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে ২২/০১/২০২৫ অ্যাফিডেভিট বলে Limon Hoque S/O Momenul Hoque হলাম। সাং-সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা। (S/M)

•

আমি Dipika Mandal Modak, Vill+P.O. Talukertari, P.S. Falakata, Dist. Alipurduar, ব্যাংকের কাগজে ভুল থাকায় গত 30.08.2024 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Dipika Modak, Dipika Mandal Modak এবং Dipika Madak একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত। (B/S)

•

I Sajjan Kr. Agarwal, S/o Late Ram Niwas Agarwal, Residing at West Ashram Para, Shanti Apartment, Ward No. 10 of S.M.C, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, Pin-734001, W.B. shall henceforth be known as Sajan Kumar Agarwal as declared before the Notary Public Siliguri Court, Darjeeling, W.B. vide affidavit No. 74AB 957699 Dated 01-02-2025. Sajjan Kr. Agarwal and Sajan Kumar Agarwal both are same and identical person. (C/114926)

অলোক কুণ্ডু।

গান, ক্রিকেটে 'সব্যসাচী' অলোক

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : পেশায় ব্যবসায়ী, নেশায় সংগীতশিল্পী অলোক কুণ্ডু। একসময় সঙ্গীদের নিয়ে ব্যান্ড খুলেছিলেন। তাঁর গান প্রতিবেশী রাজ্যেও জনপ্রিয় হয়েছে। সেসব অবশ্য প্রায় আড়াই দশক আগেকার কথা। তারপর ফেসবুকে নিজের পেজ খুলেছেন, সেই পেজেরও প্রায় ৮২ হাজার ফলোয়ার! এখন তিনি একটি রেকর্ডিং স্টুডিও বানিয়েছেন। কামাখ্যাগুড়িতে তো আর রেকর্ডিং স্টুডিও খুব একটা সহজলভ্য নয়। স্থানীয় শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সেই স্টুডিওতে বিনামূল্যে রেকর্ড করার সুযোগ করে দেন অলোক।

ছেচল্লিশ বছর বয়সি অলোক এখনও সংগীতচর্চার পাশাপাশি খেলাধুলো করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও তাঁর গান যথেষ্ট ভাইরাল। তাঁর গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সোশ্যাল মিডিয়ার নেটিজেনরা। শৈশবে তিনি গান শেখা শুরু করেন বাবা অচিন্ত্য কুণ্ডুর কাছে। এছাড়াও তাঁর গুরু হিসেবে তিনি আলিপুরদুয়ারের রবি ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ। ২০০০ সালে 'প্রথম শুকতারা' ব্যান্ড খুলেছিলেন তিনি। অলোক বলছিলেন, 'শিল্পকলার নির্দিষ্ট কোনও ভৌগোলিক সীমা থাকে না। ভালো কোনও শিল্প তৈরি করতে হলে একজন মানুষকে ভৌগোলিক সীমার বাইরে গিয়ে সবকিছু জানতে হবে, শেখার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমান প্রজন্মকে বলি মিউজিক শেখো, আনন্দে থাকো।'

এদিকে, গত বছর আলিপুরদুয়ার জেলায় সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। এখনও নিয়মিত ক্রিকেট খেলেন।

খবর নাও, খাবার দাও...

উত্তরবঙ্গ সংবাদ হাতে ধরিয়ে অন্যরকম লড়াই সবিতার

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : খেজুর ব দ অ অ অ ল... বলে গ্রামগঞ্জে আর হাঁক শোনা যায় না। অথচ একসময় এই হাঁক শুনেই ভরদুপুরে বাড়ি থেকে একবাটি ধান বা গম নিয়ে দৌড়ে আসত ছোট ছেলেমেয়েরা। সেই ধানের বিনিময়ে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে খেজুর কিনে খেত তারা। সেই দিন আজ অতীত। কাট টু 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'। কী আশ্চর্য! সেই প্রাচীন বিনিময় প্রথা আজও টিকিয়ে রেখেছেন বালুরঘাটের সবিতা বর্মন। দু'বেলা তিনি পেটের আহার জোগাড় করছেন এই বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই। তাঁর বিনিময়ের পণ্য সংবাদপত্র। তাও আবার উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

সবিতাকে এক ডাকেই চেনে গোটা বালুরঘাট শহর। কিঞ্চিৎ মানসিক ভারসাম্যহীন। ঠিকঠাক কথাও বলতে পারেন না। তিনকুলে স্বজন বলতে মা ও এক মাসি। এমন তরুণীর ভিখিরি হওয়াই ভবিতব্য হতে পারত। কিন্তু ভিখিরির জীবন পছন্দ নয় সবিতার। মানুষের কাছে হাত পেতে জীবন চালাতে নারাজ তিনি। তাহলে জীবন চলবে কী করে? কাজ করার ক্ষমতাও যে তেমন নেই! অবশেষে নিজের পথ নিজেই বেছে নেন বিশেষভাবে সক্ষম এই তরুণী। রোজ গোটা কতক 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' নিয়ে হাজির হন শহরের বিভিন্ন দোকানদার ও বাসিন্দাদের বাড়িতে। সংবাদপত্রের দাম হিসেবে কেউ নগদ টাকা দিতে চাইলে সটান 'না' বলে দেন সবিতা। একহাতে বাড়িয়ে দেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ,

উত্তরবঙ্গ সংবাদ কিনছেন সবিতা। বালুরঘাটে। - সংবাদচিত্র

অন্যহাতে গ্রহণ করেন খাদ্যদ্রব্য। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই বালুরঘাটের আমতলিতে বৃদ্ধা মাসির আশ্রয়ে থেকে জীবিকানির্বাহ করছেন হিলির বাবুপাড়ার বাসিন্দা সবিতা বর্মন।

প্রতিদিন সকাল হলেই ঘুম থেকে উঠে তিনি পায়ে হেঁটে চলে আসেন বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে। সংবাদপত্র বিক্রেতার দোকান থেকে টাকা দিয়েই কেনেন ১০-১৫টি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এরপর সেই পেপার বিভিন্ন বাজারে, রাস্তায় বিক্রি করেন তিনি।

সংবাদপত্র বিক্রেতা মাধব মৈত্র বলেন, 'সবিতা প্রতিদিন সকালে টাকা দিয়েই আমার কাছ থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ কেনেন। সেই পেপার বিক্রি করেই তিনি রোজকার খাবার সংগ্রহ করেন। তাঁকে দেখে সত্যিই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।'

দীর্ঘদিন ধরে সবিতাকে দেখছেন বালুরঘাটের বাসিন্দা বিপ্লবকুমার চন্দ। তাঁর কথায়, 'যেভাবে ও নিজে সুস্থ না হয়েও কাজ করে উপার্জন করার মানসিকতা রাখে, সেটাই আমাদের অনুপ্রেরণা।'

বালুঘাট বড়বাজারের সবজি ব্যবসায়ী নিখিল কুণ্ডুর বক্তব্য, 'সবিতা সকালবেলা পেপার নিয়ে দোকানে চলে আসে। তবে পেপারের দাম হিসেবে টাকার বদলে সবজি দিতে বলে।'

বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকার শাঁখা ব্যবসায়ী মিলন মালাকার জানান, 'পেপারের বদলে সে আমাকে তেল, লবণ, চাল, ডাল কিনে দিতে বলে। যেদিন যা দাবি করে, ওকে সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করি।'

কিন্তু বিনিময়ের পণ্য হিসেবে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কেই কেন বেছে নিলেন সবিতা? এর যথার্থ ব্যাখ্যা অবশ্য তাঁর জানা নেই। তবে পাশ থেকে ফুট কেটে এক বাসিন্দা বললেন, 'হয়তো তাঁর কাছে সকলে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'ই চান। তাই এই সংবাদপত্রকেই তাঁর সবচেয়ে সহজ ও ভালো বিনিময়যোগ্য পণ্য বলে মনে হয়েছে।'

সংশোধনী

এতদ্বারা পূর্বে জারি করা অনুসারে প্রশাসনিক কারণে ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৮/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫ যোগে উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন, মালিগাওঁ এর ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল৩৫২০২৪এমএলজির ডাক বন্ধের তারিখ/ডাক খোলার তারিখে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে।

বর্তমানের টেণ্ডার নোটিস নং. এবং ই টেণ্ডার নং. ডিসিবিএল/১৮/২০২৪/এমএলজি (ই-টেণ্ডার নং. ডিসিবিএল৩৫২০২৪এমএলজি)	এখন টেণ্ডার নোটিস নং. এবং ই টেণ্ডার নং. ডিসিবিএল/১৮/২০২৪/এমএলজি (ই-টেণ্ডার নং. ডিসিবিএল ৩৫২০২৪এমএলজি) এই রকমে পড়তে হবে।
ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৩-০২-২০২৫	ডাক বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০২-২০২৫

টেণ্ডারের নির্ধারিত করা আন সমস্ত শর্তাবলী এবং নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে এবং জিসিসি-২০২২অনুসারে অনুসরণ করা হবে। ইয়াত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে।

উপ. সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ইনসাইড- তিরুমালা তিরুপতি রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বচ্চন, দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৯.৩০ বৌমার বনবাস, ১২.২৫ রামধনু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রেম পূজারি, ১০.০০ বকুল প্রিয়া, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ জন্মদাতা, সন্ধে ৭.৩০ খোকাবাবু, রাত ১০.৩০ প্রেম আমার, ১.০০ আজব গাঁয়ের আজব কথা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩০ গুরু, সন্ধে ৭.৫০ পাগলু-টু, রাত ১০.৪৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কঠিন মায়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজ বউ

আকাশ আট :বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪০ সূর্য- দ্য সোলজার, বিকেল ৩.৪৫ শিরিভেনেলা, ৫.৩৯ রাধে, সন্ধে ৭.৫৫ আরআরআর, রাত ১১.৩৯ কালিদাস

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৬ ভালান্তি, দুপুর ১.৩৩ কোই মিল গ্যয়া, বিকেল ৪.৪৮ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.১২ বস্তর-দ্য নকশাল স্টোরি

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.০০ কাস্টডি, দুপুর ২.০০ ডাবল অ্যাটাক, বিকেল ৫.০০ বিবি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.০০ রোমিও, ১১.০০ উগ্রম

মুভিজ নাউ : সকাল ১০.৩৯ হারকিউলিস, দুপুর ১২.১৫ ক্রিড, ২.২৬ কোয়ান্টাম অফ সোলেস, সন্ধে ৭.০৬ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, রাত ৮.৪৫ টুমোরো নেভার ডাইজ, ১০.৪২ দ্য নিউ মিউট্যান্টস

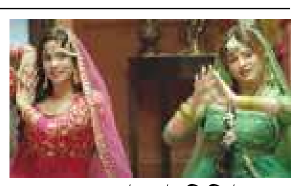

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড রাত ১০.৪৫ জলসা মুভিজ

রাধে বিকেল ৫.৩৯ জি সিনেমা

মডার্ন টাইমস দুপুর ১.০০ এমএনএক্স

দ্য জু বিকেল ৩.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। **বৃষ :** দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মিথুন :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিরোধিতার সামনে পড়তে হতে পারে। নতুন জমি কেনার সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** আজ কোনও নতুন কাজ আরম্ভ করতে পারেন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। **সিংহ :** বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **কন্যা :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। খেলোয়াড় ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **তুলা :** ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে আজ সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। **ধনু :** রাজনীতির ব্যক্তিরা আজ সংযত হয়ে কথা বলুন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। **মকর :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা চলবে। **কুম্ভ :** বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। **মীন :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৫ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২১ মাঘ, সংবৎ ৬/৭ মাঘ সুদি, ৫ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৫।২২। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ৭।৩৮ পরে সপ্তমী শেষরাত্রি ৫।১৭। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৪৮। শুভযোগ রাত্রি ৩।৮। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩৮ গতে গরকরণ রাত্রি ৬।২৭ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৫।১৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।৪৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৭।৩৮ গতে শেষরাত্রি ৫।১৭ মধ্যে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৭।৩৮ গতে বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৫।১৭ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৯ গতে ৮।৩৭ মধ্যে। যাত্রা – নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।২১ গতে ১০।৩৯ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।১৫ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৩ মধ্যে ও ৮।৫৩ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ১।৫৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দিকে দিকে জলের অপচয় ঠেকাতে সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমে উদ্যোগের শেষ নেই। তারপরেও কোচবিহারে প্রশাসনিক ব্যর্থতায় দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত মিশ্র চিত্র। কোথাও দেদারে জলের অপচয় হচ্ছে সচেতনতা বার্তা লেখা দেওয়ালের সামনে। কোথাও আবার পাশাপাশি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক জায়গায় জল 'অতিরিক্ত', কোথাও আবার দেখাই নেই।

জলের অপর নাম যন্ত্রণা

লজ্জা পাবে সচেতনতা বার্তাও

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাটির নীচের জল স্তর ক্রমশ নিম্নগামী। সেজন্য এখন থেকেই জল অপচয় রোধে সবাইকে সচেতন হতে সজাগ করছে সরকারি-বেসরকারি নানা সংস্থা ও সংগঠন। প্রশাসন থেকে পরিস্রুত পানীয় জলের পাম্পহাউসগুলির দেওয়ালে দেখা মিলছে নানা প্রচারমূলক সতর্কবার্তার। পিছিয়ে নেই রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর পরিচালিত পরিস্রুত পানীয় জলের পাম্পহাউসগুলি। তার দেওয়ালজুড়ে জলের অপচয় ও দূষণ রুখতে আঁকা রয়েছে নানা ছবি। স্থানীয়দের সচেতন করতে গোটা বাংলা হরফে লেখা, 'জল বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও'-এর মতো বহু সচেতনতার বার্তাও। অথচ সেই দেওয়ালেরই কয়েক হাত দূরে থাকা ট্যাপকল থেকে সমানে জল পড়ছে। দেদার অপচয় হচ্ছে পরিস্রুত পানীয় জলের।

দেদার জল অপচয়। কয়েক হাত দূরে দেওয়ালে জল বাঁচানোর বার্তা।

এমনই দৃশ্য দেখা গেল কোচবিহারের দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের কোয়ালিদহ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর পরিচালিত পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের ঠিক সামনেই। অথচ এনিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। অভিযোগ, একমাত্র এটিই নয়, এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের দিনহাটা ভিলেজ-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকুড়া, রাখালমারি ও পুঁটিমারি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়ালিদহের অধিকাংশ ট্যাপকলে বিবকক নেই। স্বভাবতই দৈনিক জল অপচয় তো হচ্ছেই, পাশাপাশি জনমানসে জল সংরক্ষণ ও সচেতনতার বার্তা কতটা পৌঁছাচ্ছে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

শনিবার বিকালে দিনহাটা যাচ্ছিলেন কোয়ালিদহের কলেজ পড়ুয়া টোটন বর্মন। তাঁর মন্তব্য, 'এই ছবিতে জল সচেতনতা বিন্দুমাত্র বাড়েনি। বিভিন্ন দপ্তর ও প্রশাসন নামসর্বস্ব প্রচার করেই দায় সারে। শুধু সাধারণ মানুষ নন, প্রশাসনেরও আরও বেশি দায়বদ্ধতা জরুরি।'

যদিও এবিষয়ে দিনহাটা-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতী রায়ের দাবি, 'বিষয়টি আমি আগে জানতাম না। জল অপচয় রোধ করতে পিএইচই দপ্তরে যোগাযোগ করব। সেইসঙ্গে আমার দপ্তরের তরফেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কোয়ালিদহে দিনহাটা-বলরামপুর রোডের ধারের পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পটি পরিত্যক্ত ছিল। জলজীবন মিশনে ২০২৩ সালে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির পুনরুজ্জীবন ঘটে। ফলে দিনহাটা ভিলেজ-২ ও পুঁটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার পরিবার পাইপলাইন ও ট্যাপকলরে মাধ্যমে জল পেতে শুরু করেন। অভিযোগ, এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা একাধিক ট্যাপকলে কোনও বিবকক নেই। এতে প্রচুর জলের অপচয় হচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ উদাসীন বলে অভিযোগ।

পথচারী আব্দুল আলমের কথায়, 'জলই জীবন, এমন বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছানো দূর অস্ত, নিজেরাই যে মানছে না তা পাম্পের সামনের দৃশ্যেই স্পষ্ট।' সাতকুড়ার মনতোষ বর্মন জানান, এখানকার অগভীর নলকূপের জলে প্রচুর আয়রন। অনেকেরই পরিস্রুত পানীয় জল কিনতে হয়। জল অপচয় রুখতে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়া জরুরি। নাহলে এই জলপ্রকল্পের ওপর নির্ভর করে থাকা মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না।

নজর নেই

- দেওয়ালজুড়ে জলের অপচয় ও দূষণ রুখতে আঁকা রয়েছে ছবি
- সচেতনতার লক্ষ্যে দেওয়ালে লেখা, 'জল বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও'
- অথচ তারই কয়েক হাত দূরে ট্যাপকল থেকে সমানে জল পড়ছে দিনহাটা-১ ব্লকের কোয়ালিদহে
- এভাবে জলের অপচয় হচ্ছে সাতকুড়া, রাখালমারিতেও

> বিষয়টি আমি আগে জানতাম না। জল অপচয় রোধ করতে পিএইচই দপ্তরে যোগাযোগ করব। সেইসঙ্গে আমার দপ্তরের তরফেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।
>
> **তপতী রায়,** *সভাপতি*
> *দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতি*

বক্সিগঞ্জে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে দেদার পানীয় জলের অপচয়। (ডানে) পারমেখলিগঞ্জে পাইপলাইন ফুটো করে পানীয় জল সংগ্রহ।

ঠিক যেন উলটপুরাণ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : পাশাপাশি দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত। এক জায়গায় যখন জলের জন্য হাহাকার। তখন আবার আরেক জায়গায় পানীয় জলের দেদার অপচয়। হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরলে দেখা যায় স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক নেই। ফলে অবিরত অপচয় হচ্ছে জল। অথচ পার্শ্ববর্তী পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রামের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। নিরুপায় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার জলের পাইপলাইন ফুটো করে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে তাঁদের।

পাশাপাশি দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জল পরিষেবার এরকম ভিন্ন চিত্র নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, হর ঘর জল, জল জীবন মিশন প্রকল্পে ব্লকে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এলাকার লোকজন। এতেই ক্ষোভে ফুঁসছে পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ নম্বর জঙ্গলবস, বোয়ালমারি ও বেলতলি গ্রামের বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা রায় জানালেন, পানীয় জল সংগ্রহের জন্য প্রায় দেড় কিমি দূরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের বোয়ালমারি মোড় এলাকায় ছুটতে হয় তাঁদের। আরেক বাসিন্দা বিষ্ণুপদ রায়ের অভিযোগ, পাইপলাইন ফুটো করে জল সংগ্রহ করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মানুষ একত্রে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বেলতলির বাসিন্দা দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য, এলাকার অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। সকলের পক্ষে জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই দূরবর্তী এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করে তা সাইকেল বা ভ্যানরিকশা করে বয়ে আনতে হয়। অন্যদিকে, বক্সিগঞ্জে পানীয় জলের অপচয় দেখেও ক্ষুব্ধ পারমেখলিগঞ্জের বাসিন্দারা।

বক্সিগঞ্জেরই বাসিন্দা আবদুল জলিল সরকার বলছেন, কোথাও পানীয় জলের অপচয় মানা যায় না। প্রশাসনের এব্যাপারে পদক্ষেপ করা উচিত। ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা লোকনাথ রায় বলেন, স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক না থাকায় জলের অপচয় যেমন হচ্ছে, তেমনই কলের মুখ খোলা থাকায় পোকামাকড় যে কোনও সময় ঢুকে যেতে পারে।

এব্যাপারে বক্সিগঞ্জের প্রধান স্বর্ণলতা মল্লিকের মন্তব্য, 'বাসিন্দারা সচেতন না হলে পানীয় জলের অপচয়ের মতো সমস্যা হবেই। কলের মুখে বিবকক লাগানো হলেই কিছুদিনের মধ্যে কে বা কারা সেগুলি খুলে নিচ্ছে।' হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শৈলবালা রায় জানান, পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছবাড়ি এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উচ্চ জলাধার নির্মাণ চলছে। নির্মাণ শেষ হলে ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

পরিষ্কার হয়নি স্টেডিয়ামের আবর্জনা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি : গত ১ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা পুঁটিমারি স্টেডিয়ামের মাঠে প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সমূহের মহকুমা ক্রীড়া পরিচালন সমিতির উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের পর ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মাঠে ফেলা টিফিনের প্যাকেট সহ অন্য বর্জ্য এখনও মাঠেই পড়ে রয়েছে। এর ফলে নিয়মিত ওই মাঠে নিজেদের সন্তানদের খেলতে নিয়ে আসা বাবা-মায়েরা যেমন বিপাকে পড়ছেন, ঠিক তেমনি সকাল-সন্ধে স্টেডিয়ামের মাঠে অনুশীলনে আসা সকলকে ওই আবর্জনার মধ্যেই নিজেদের শারীরিক কসরত সারতে হচ্ছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের পর যদি মাঠের এই হাল হয় তাহলে সেটা বাকিদের কাছে কী বার্তা দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিষয়টি খোদ আধিকারিকরাও কীভাবে এড়িয়ে গেলেন। যদিও এবিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) মৃণালকান্তি রায় সিংহকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ক্রীড়া কমিটির কোঅর্ডিনেটর সুজন বর্মনের কথায়, 'খেলা শেষ হতে হতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বিষয়টি নজর এড়িয়ে গিয়েছে, তবে মাঠ পরিষ্কারের বিষয়টি অবশ্যই আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

যদিও এই আশ্বাসে খুশি নন অভিভাবক অরিন্দম সাহা। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিনের মতো ছেলেকে মাঠে নিয়ে গেলে দেখতে পাই সেখানে যত্রতত্র খাবারের প্যাকেট সহ পলিথিন ক্যারিব্যাগ পড়ে আছে। যাঁরা আয়োজক ছিলেন তাঁদের তো পরের দিনই মাঠটি পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল।' তাঁর মতে, এধরনের ঘটনা সমাজের পক্ষে কখনোই ভালো বার্তা বহন করে না। একদিকে যখন মাঠের অভাবে দিনহাটার খেলাধুলো চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সংশয়, তখন একের পর এক মাঠের এরকম বেহাল দশায় ক্ষোভ ছড়াচ্ছে ক্রীড়াপ্রেমী মহলে। ক্রীড়াপ্রেমী চন্দন সেনগুপ্ত ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'শহরের খেলার মাঠ বলতে তো হাতেগোনা কয়েকটি রয়েছে। সেগুলির মধ্যে সংহতি ময়দান তো সারাবছর অনুষ্ঠানেই ব্যস্ত থাকে। সেখানে পুঁটিমারি স্টেডিয়ামও যদি একই কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সকলে যাবে কোথায়?' প্রশ্ন তাঁর। একই কথা শোনা যায় ক্রীড়া প্রশিক্ষক অজিত বর্মনের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'বর্তমান প্রজন্ম এমনিতেই খেলাধুলোবিমুখ হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় যেখানে আরও মাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেখানে প্রশাসনের তরফে এই গাফিলতি মেনে নেওয়া যায় না।'

পুটিমারি স্টেডিয়ামে পড়ে থাকা আবর্জনা। সোমবার। - সংবাদচিত্র

আবাসন চত্বর যেন বাঁশের গোডাউন

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের আবাসন চত্বর এখন বাঁশ রাখবার গোডাউনে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বাঁশ রাখা হলেও বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। সরকারি জায়গায় কীভাবে, কার অনুমতিতে সেসব রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে দপ্তরের আধিকারিকরাও। সীমানা প্রাচীর ঘেরা এই আবাসন চত্বরে বাইরের জিনিসপত্র থাকায়, কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

শহরের সিলভার জুবিলি রোডের পাশে এমজেএন স্টেডিয়ামের ঠিক উলটো পাশে রয়েছে পূর্ত দপ্তরের অফিস। অফিসটির ঠিক পেছনে রয়েছে দপ্তরের কোয়ার্টার। সেই কোয়ার্টারগুলিতে এখনও কয়েকজন আধিকারিক থাকেন। কয়েকটি কোয়ার্টার অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে বহু বাঁশ স্তূপাকারে রাখা হয়েছে। ওখানকার বাসিন্দারা জানান, বাঁশগুলি ডেকোরেটারদের। আর এখানেই প্রশ্ন, সরকারি জায়গায় ডেকোরেটারদের বাঁশ কীভাবে রাখা হয়েছে? তাহলে কি সেগুলি রাখবার জন্য ওই ডেকোরেটারদের থেকে প্রতি মাসে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে? সেটা না হলে কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে চুপ কেন? তাহলে কি এর পেছনে কারও মদত রয়েছে?

ওখান থেকে এগোলেই দেশবন্ধু মার্কেট। ওই বাজারে বেশ কিছু ডেকোরেটার রয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন বললেন, 'কোয়ার্টারে কেউ থাকে না। সেজন্য লোকজনকে বলেই বাঁশগুলি ওখানে রাখা হয়েছে। যেদিন তাঁরা বলবেন, সেদিনই বাঁশগুলি সরিয়ে নেওয়া হবে।' বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

কালভার্ট হয়নি মহিষচরুতে

এই স্থানে কালভার্ট তৈরির দাবি উঠেছে। মহিষচরুতে।

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : করুণ ছবি। দিনকে দিন তা আরও কষ্টকর হয়ে চলেছে।

সোমবার শীতের দুপুরে ছোট্ট এক সাঁকোর ওপর দিয়ে সাইকেল ঠেলে অজিত বর্মন নদী পার হচ্ছিলেন। পাড়ে উঠে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'বছরের পর বছর নদী পারাপারের যন্ত্রণা ভোগ করছি। কতদিনে এই যন্ত্রণা ঘুচবে জানা নেই। সাধারণ মানুষ নিত্যদিন নদী পারাপারের নরকযন্ত্রণা ভোগ করলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোলই নেই।' এই যন্ত্রণা শুধু অজিতের নয়, এলাকার আরও অনেকেরই। দীর্ঘদিন ধরে দাবি উঠলেও স্থানীয় মহিষচরু নদীর ওপর কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষচরু বুথে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। নদী পারাপারে দ্রুত কালভার্ট তৈরির দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। এলাকার বাসিন্দা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ ধনীরাম বর্মনের অবশ্য বক্তব্য, 'ওখানে কালভার্ট তৈরির বিষয়টি বাজেটে ধরা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ হবে।'

উত্তর মহিষচরু ও দক্ষিণ মহিষচরু বুথের মাঝে মহিষচরু নদী বয়ে গিয়েছে। ওই নদী পারাপারের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ওই পথেই স্থানীয়দের একাংশ ময়নাতলি বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুর্শামারি বাজার, শিকারপুরে বিডিও অফিস সহ অন্যত্র যাতায়াত করেন। বৃহত্তর স্বার্থেই প্রশাসনের এখানে কালভার্ট তৈরি করা উচিত বলে দেবেন্দ্র বর্মন, হরচন্দ্র বর্মনের মতো স্থানীয়দের অনেকেই মনে করেন।

সমস্যা মেটাতে কালভার্ট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান আশ্বাস দিয়েছেন।

যেখানে ভোগান্তি

- উত্তর মহিষচরু ও দক্ষিণ মহিষচরু বুথের মাঝে মহিষচরু নদী বয়ে গিয়েছে
- শুখা মরশুমে হাঁটুসমান জল থাকলেও বর্ষায় এই নদী ফুলেফেঁপে ওঠে
- আগে নদী পারাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হত
- কয়েক বছর ধরে সাঁকো তৈরি করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ
- বাধ্য হয়ে বাসিন্দাদের নিজেদের উদ্যোগে সাঁকো তৈরি করতে হয়

বেপরোয়া নাবালকদের আটক পুলিশের

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিশৃঙ্খলা এড়াতে সরস্বতীপুজোর দিন দিনহাটার বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা কারণে ১০ থেকে ১২ জন নাবালককে আটক করল পুলিশ। স্কুল বা কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে বরাবরই এদিনের উৎসবকে ঘিরে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। বাইকের বেপরোয়া গতি, হেলমেটহীন যাত্রা সহ আরও কিছু কারণে তাদের এদিন আটক করে দিনহাটা থানার পুলিশ। পরে অবশ্য কোনও আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে অভিভাবকদের ডেকে বুঝিয়ে সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিন এলাকার বিভিন্ন রাস্তাতেই দেখা যায়, দুরন্ত গতিতে বাইক চালাচ্ছে কিছু নাবালক। আবার কোথাও একই বাইকে হেলমেটহীন অবস্থায় তিন-চারজন সওয়ার। পুজোর দিনে যাতে এলাকার কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যই শহরের প্রত্যেকটি জায়গায় বিশেষ নজরদারি চালায় পুলিশ। থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানান, দিনহাটা শহরের গার্লস স্কুল ও তার সামনের এলাকা এবং গোসানিমারি শাল বাগান থেকেও কয়েকজন নাবালককে আটক করা হয়েছিল।

এইভাবেই দিনভর কড়া হাতে ধরপাকড় করতে দেখা গেল দিনহাটা থানার পুলিশকে। দিনহাটা গার্লস স্কুল, সংহতি ময়দান, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়, থানার দিঘি মোড় সহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের টহলদারি চলেছে। আইসি ও তাঁর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় হেঁটেও ঘোরেন। তাঁদের এই উদ্যোগে স্বস্তি পেয়েছেন অভিভাবকরা। পাপিয়া রায় নামে এক অভিভাবক জানান, পুলিশের টহলদারির প্রয়োজন ছিল। নাহলে প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর দিন রাস্তাঘাটের যে অবস্থা থাকে তাতে রীতিমতো চিন্তায় থাকতে হয়।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

এত্তা জঞ্জাল!! *ইসলামপুরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে ছবিটি তুলেছেন শুভম শর্মা।*

হাল ধরল দুই ছাত্র

বারবিশা, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রায় চারদিন আগে থেকে কাজ করে পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখতে চায়নি বারবিশা হাইস্কুলের পড়ুয়া কিংশুক, গৌতম, গার্গি, সানভি, কোয়েলরা। গত রবিবারই চলে এসেছিল প্রতিমা। সোমবার সকালেই পঞ্চমী শেষ। সমস্ত উপকরণও ছিল তৈরি। শুধু আসার সময় পেরিয়ে গেলেও এলেন না পুরোহিত। অপেক্ষা করতে করতে সকলেই যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তখনই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহ ও সাহসে পুজোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে তাক লাগাল স্কুলেরই দুই পড়ুয়া। স্কুলের সরস্বতীপুজো করতে রাজি হয় নবম শ্রেণির ছাত্র কৌশিক চক্রবর্তী এবং একাদশের গৌরব সাহা। তাদের পৌরোহিত্যেই শুরু হয় বাণীবন্দনা।

সরস্বতীপুজোর ব্যবসা হারিয়েছে স্টুডিও

দেবাশিস দত্ত ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

পারডুবি ও মেখলিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : কয়েক বছর আগে পিছিয়ে যাওয়া যাক। ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাবা-মা সেজেগুজে রাস্তায় বেরিয়েছেন। উদ্দেশ্য কী? না স্টুডিও গিয়ে ছবি তোলা। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। আজ থেকে ২০ বছর আগে পিছিয়ে গেলেও এই কথা পড়ে কারোরই বিশেষ ভ্রূ কুঁচকে উঠত না। শুধু কি এখানেই শেষ? এরপর বাড়ির সকলের অধীর অপেক্ষা কবে সেসব ছবি হলুদ বা সাদা খামে করে দোকান থেকে নিয়ে আসা হবে। সেই সঙ্গে সামর্থ্যে কুলোলে যদি একটা অ্যালবাম কেনা যেতে পারে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এরপর চা, মুড়ি-চানাচুর নিয়ে পুরো পরিবার বসে পড়া হবে সেসব ছবি দেখতে।

সময় বদলেছে। প্রযুক্তির দৌলতে একসময়ের মহার্ঘ ক্যামেরা এখন মুঠোফোনের সৌজন্যে সকলের কাছে। পাল্লা দিয়ে কদর কমেছে স্টুডিওরও। একসময় যেখানে সরস্বতীপুজোর দিন কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গার স্টুডিওগুলোতে উপচে পড়া ভিড় দেখা যেত বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের, সোমবার সেখানে বেশিরভাগ কার্যত শুনসান অবস্থাতেই পড়ে রইল। স্টুডিও ব্যবসায়ী অজয় বর্মন জানান, আগে যখন রিল ক্যামেরায় ছবি তোলা হত তখন সরস্বতীপুজোর দিনে ২৫-৩০টা রিল শেষ হওয়া ছিল সাধারণ বিষয়। খুব কম হলেও আট-দশ হাজার টাকার ব্যবসা নিশ্চিত ছিল। এবার সেখানে কোনওক্রমে ব্যবসা হয়েছে সাকুল্যে দুই-তিন হাজার। এবিষয়ে কথা হচ্ছিল তরুণ মৈনাক সরকারের সঙ্গে। তাঁর স্পষ্ট জবাব, 'এখন ফোন দিয়ে যখন খুশি পছন্দমতো ছবি তোলা যায়। স্টুডিওতে যাওয়ার প্রয়োজন কী?'

পারডুবিতে এক স্টুডিওতে ফোটো তোলার কাজে ব্যস্ততা।

> ১৯৮৫ সালে কলেজের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েই স্টুডিও খুলেছিলাম। সেই থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। মোবাইল এসে ব্যবসার দফারফা করে ছাড়ল।
>
> **শ্যামল নাহা**
> *ফোটোগ্রাফার*

অবশ্য মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি এবং মেখলিগঞ্জে এরকম স্টুডিও-এর অস্তিত্বই রয়েছে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি। শেষ কয়েক বছরে বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে অন্য পেশাকেও বেছে নিয়েছেন। যেমন- স্টুডিও ব্যবসায়ী ভগবান বর্মন এখন চারাগাছ, মাছের চারাপোনা এবং রেডিমেড ফোটো ফ্রেম বিক্রি করে রুজিরুটি চালান। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে এদিন দোকানের ঝাঁপ খুলেছিলেন। যদিও ব্যবসার হাল বিশেষ সন্তোষজনক নয়।

এরপরও অবশ্য শুধুমাত্র পেশার প্রতি ভালোবাসার টানে আজও স্টুডিও আঁকড়ে বেঁচে রয়েছেন অনেকে। যেমন ফোটোগ্রাফার শ্যামল নাহার কথায়, '১৯৮৫ সালে কলেজের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েই স্টুডিও খুলেছিলাম। সেই থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। মোবাইল এসে ব্যবসার দফারফা করে ছাড়ল।' তারপরও পেশার প্রতি ভালোবাসার কারণে ময়নাগুড়ি থেকে মেখলিগঞ্জে নিজের দোকানে আসেন বলে তিনি জানান। একই সুর শোনা যায় আরেক ফোটোগ্রাফার বিদ্যুৎ সরকারের গলাতেও। অবশ্য এদের খানিক আশ্বস্ত করেন তন্ময় দাসের মতো তরুণরা। যাঁর কথায়, 'স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলায় একটা ব্যাপার আছে। স্মার্টফোনে যেটা নেই। এবারেও সরস্বতীপুজোয় স্টুডিও গিয়ে ছবি তুললাম।'

রাজ্য সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত এক

পুণ্ডিবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সন্ধ্যায় পুণ্ডিবাড়ি-সোনাপুর রাজ্য সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। আর একজন এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার শুটিং ক্যাম্প এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম আনোয়ারা বিবি (৬৫)। তাঁর বাড়ি ওই এলাকাতেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন আনোয়ারা গোরু নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেসময় একটি ছোট গাড়ি পুণ্ডিবাড়ি থেকে সোনাপুরের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে একটি বাইক গলি থেকে রাস্তায় উঠে পড়লে ছোট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বাইকে ধাক্কা মারে এবং পরে ওই মহিলাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। বাইকচালক অলিয়ার রহমান গুরুতর আহত হয়েছেন।

ঘটনার পর ওই ছোট গাড়ির চালক পালিয়ে যান। স্থানীয়রা আহতকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। গাড়িটির চালক পালিয়ে যাওয়ায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তাড়া খেয়ে পালাল তোলাবাজরা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি : সারাবছর যে শিশু উদ্যানের খোঁজ রাখে না প্রশাসন, সরস্বতীপুজোয় সেই ফাঁকা পড়ে থাকা উদ্যান ঘিরে তোলাবাজির অভিযোগ উঠল স্থানীয় একাংশের বিরুদ্ধে। ঘটনা তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট শিশু উদ্যানকে ঘিরে। তুফানগঞ্জ-২ বিডিও দালাকি লামা জানান, অভিযোগ খতিয়ে দেখে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।

দীর্ঘদিন ধরেই উদ্যানটি অযত্নে-অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সোমবার সরস্বতীপুজোর ভিড় বাড়তেই সেখান থেকে মুনাফা আদায়ের জন্য কোমর বাঁধে স্থানীয়দের একাংশ। এর পেছনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্যের মদত রয়েছে বলেই গুঞ্জন ছড়িয়েছে। রীতিমতো রসিদ ছাপিয়ে সাইকেলস্ট্যান্ডের নাম করে পর্যটকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। উদ্যানের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি। ফলে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবেই ওই চক্র কাজ করল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনায় তৃণমূলের নাম জড়ানোয় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের শাসক শিবির।

বাম আমলে ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বক্সিরহাট শিশু উদ্যান গড়ে তোলা হয়। সেখানে রয়েছে খেলার নানা সরঞ্জাম। শুরু থেকেই উদ্যানটি দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। একটা সময় সকাল-সন্ধ্যা উদ্যানে ভিড় জমাতেন বক্সিরহাট সহ আশপাশের লোকজন। এরপর প্রশাসনিক উদাসীনতার জেরে ধীরে ধীরে বেহাল হয়ে পড়ে উদ্যানটির পরিকাঠামো। বছরভর তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকলেও শুধু বিশেষ দিনে খুলে দেওয়া হয় উদ্যানের গেট। তাতে অবশ্য পার্কে ঢুকতে কোনও টাকাপয়সা লাগত না। অভিযোগ, এদিন সরস্বতীপুজোর ভিড়ের সুযোগে ওই উদ্যানে দেদারে টাকা তোলা হচ্ছিল। সাইকেলস্ট্যান্ডের ভুয়ো রসিদ ছাপিয়ে পর্যটকদের কাছে ১০-২০ টাকা করে তুলছিলেন স্থানীয় কয়েকজন তরুণ-তরুণী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই কার্যত দৌড়ে পালিয়ে যান তাঁরা। যখন পর্যটকরাও ঠকে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন, তাঁরাও সেই তরুণ-তরুণীদের পিছনে ধাওয়া করেন। টাকা ফেরতের দাবি তুলেছেন পর্যটকরা।

জাল রসিদ হাতে বক্সিরহাট শিশু উদ্যানে। সোমবার। - সংবাদচিত্র

সুযোগ বুঝে

- বছরভর তালাবন্ধ থাকলেও শুধু বিশেষ দিনে খুলে দেওয়া হয় উদ্যানের গেট
- অভিযোগ, এদিন সাইকেলস্ট্যান্ডের ভুয়ো রসিদ ছাপিয়ে ১০-২০ টাকা করে তুলছিলেন কয়েকজন স্থানীয়
- ব্যাপারটি ধরতে পারলে ওই টাকা আদায়কারীরা পালিয়ে যান

এক পড়ুয়া দেব বর্মন বলে, 'বন্ধুদের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে এসেছিলাম। সাইকেলস্ট্যান্ডের রসিদ দিয়ে প্রত্যেকের থেকে ১০ টাকা করে নিয়েছে এক দিদি। আমরা টাকা ফেরত চাইলে সে পালিয়ে যায়।' একই অভিযোগ বাকিদেরও। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত বর্মনের কথায়, 'উদ্যানটি বক্সিরহাটবাসীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। প্রশাসনিক অবহেলার কারণে সেটির করুণ দশা। সরস্বতীপুজোয় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এভাবে রসিদ ছাপিয়ে পর্যটকদের কাছ থেকে টাকা তোলা কখনোই কাম্য নয়।'

ঘটনায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আনোয়ার হোসেনকে কাঠগড়ায় তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সুর চড়িয়েছেন বিজেপির তুফানগঞ্জ-৩ মণ্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন। তিনি বলেন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তোলাবাজির আখড়ায় পরিণত করেছে তৃণমূল। প্রশাসনের নাকের ডগায় তোলাবাজি চলল। শাসক নেতা জড়িত বলেই দর্শকের ভূমিকায় প্রশাসন।'

যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আনোয়ারের মন্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। অভিযোগ শুনে আমি ঘটনাস্থলে যাই। আমিও চাই বিষয়টির তদন্ত হোক।'

টুকরো খবর

আহত পাঁচ

কোচবিহার ব্যুরো

৩ ফেব্রুয়ারি : পৃথক চারটি পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন পাঁচজন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকাগুলিতে। রবিবার রাতে দিনহাটা-চৌধুরীহাট রাজ্য সড়কের দু'নম্বর পুল এলাকায় টোটো ও লরির সংঘর্ষে আহত হলেন নিগমনগরের বাসিন্দা পম্পা আর্য। অপরদিকে, খেরবাড়িহাট-বামনহাট সড়কের ওপর দিয়ে মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন কিশামত দশগ্রামের বাসিন্দা অনুকূল বর্মন। রাস্তায় একটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন তিনি। এদিকে, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটমাইল সংলগ্ন এলাকায় মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন দুজন।

ঝুলন্ত দেহ

শীতলকুচি, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটিয়াবাড়ি নেপরা গ্রামে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম জ্যোতিষচন্দ্র বর্মন (৫৫)। পরিবারের সদস্যরা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে জ্যোতিষ মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এদিন পরিবারের সদস্যরা বাড়ির পাশে একটি আম গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পুলিশে খবর দেওয়া হলে শীতলকুচি থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়। এ ব্যাপারে ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুজোয় প্রদর্শনী

তুফানগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীবাড়ি এলাকায় স্কাই ভিউ পাবলিক স্কুলের তরফে সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। এদিন বিজ্ঞানের উপর ১২টি মডেল উপস্থাপন করে স্কুলের পড়ুয়ারা। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে চারাগাছ হওয়া, জল বাষ্প হয়ে মেঘ তৈরি ও তা থেকে বৃষ্টি হওয়া, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ, মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান সহ বিভিন্ন বিষয় ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে পড়ুয়ারা। এমন সুন্দর প্রদর্শনী দেখে খুশি সকলে।

কর্মসূচি

জামালদহ, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার জামালদহ জুনিয়ার বেসিক স্কুল ময়দানে বিএসএফের ১৫৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হল। উপস্থিত ছিলেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট শ্রী সৌরভ, ইনস্পেকটর বিনোদকুমার মিনা, জামালদহ পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা বর্মন, উপপ্রধান গোপালচন্দ্র রায় প্রমুখ। সেখানে বেসিক ও গার্লস স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পপি নষ্ট

গোপালপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট পখিহাগা এলাকায় পপিখেত ধ্বংস করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অভিযান চালিয়ে ওই এলাকার পাঁচ বিঘা জমির পপি নষ্ট করা হয়েছে। লাগাতার এমন অভিযান চলতে থাকবে।

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে সিপিএমের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মহম্মদ সেলিম। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

সেলিমের নিশানায় প্রশাসন, পুরসভা

হল মেলেনি, মাঠে বামেদের সম্মেলন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ফেব্রুয়ারি : সিপিএমের আমলে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়েছিল। অথচ সেখানে তাঁরা সম্মেলন করার অনুমতি পেল না। বাধ্য হয়ে রাসমেলার মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ ও সম্মেলন করতে হচ্ছে বলে তা জানিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন। সোমবার সিপিএমের সমাবেশে যোগ দিয়ে তিনি কোচবিহারের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও পুরসভার সমালোচনা করেন। পাশাপাশি সেলিম তৃণমূল-বিজেপির আঁতাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূলকে পেছন থেকে আরএসএস পরিচালনা করছে। তৃণমূলের অন্দরে যত ঝামেলা হচ্ছে তা আরএসএস করাচ্ছে। এটাই আরএসএস-এর পলিসি।'

সোমবার ও মঙ্গলবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে সিপিএমের ২৩তম জেলা সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ। নেতৃত্বের অভিযোগ, এর আগে কোচবিহারের অডিটোরিয়ামগুলিতে এই কর্মসূচির চেষ্টা করা হলেও প্রশাসনের তরফে নানা অজুহাতে তা করতে দেওয়া হয়নি। তাই রাসমেলা মাঠে এই কর্মসূচি হচ্ছে। এদিন মরাপোড়া চৌপথি থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে রাসমেলা মাঠে শেষ হয়। সেলিমের পাশাপাশি দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় সহ অন্যরা মিছিলে পা মেলান। এরপর রাসমেলা মাঠে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশের পর সেখানে প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। মঙ্গলবার জেলা কমিটি গঠন হবে। দলের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব কে পাবেন তা তখন নির্বাচন করা হবে। তবে, সেই দায়িত্ব কে পাবেন তা নিয়ে এদিনও কানাঘুষো চলেছে। সম্পাদকের দৌড়ে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা এগিয়ে রয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

কাঠগড়ায় তৃণমূল

- সিপিএমের আমলে কোচবিহারে রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়েছিল
- সেখানে তারা সম্মেলন করার অনুমতি পায়নি
- বাধ্য হয়ে রাসমেলার মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ ও সম্মেলন করতে হয়েছে বলে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের দাবি

এদিন অনুপ্রবেশ নিয়ে বিএসএফ ও পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সেলিম বলেন, 'সীমানায় বিএসএফ পাহারায় রয়েছে। অথচ তাঁরা অনুপ্রবেশ, পাচার বন্ধ করতে পারছেন না। উলটে সীমান্তের বাসিন্দাদের নানাভাবে হেনস্তা করছেন। পুলিশও তাঁদের কাজ ঠিকমতো করছেন না। তাঁরা শুধু শাসকদলের দাসত্ব করছেন।'

বামেরা অনেকদিন পর কোচবিহারে বড় কোনও কর্মসূচি করছে। এদিন রাসমেলা মাঠে প্রায় ৩ হাজার মানুষের ভিড় হয়। দলীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সম্মেলন শেষে ৩০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হবে।

এদিনের সমাবেশে মূলত সেলিম ও অনন্ত রায় ভাষণ দেন। অনন্ত জানান, সম্মেলনের পর কোচবিহারের স্থানীয় ইস্যুর পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের নানা ইস্যু নিয়ে সিপিএমের তরফে জোরদার আন্দোলনে নামা হবে। কোচবিহারের ক্ষেত্রে ফাঁসিরঘাটে তোর্ষায় দ্বিতীয় সড়কসেতু তৈরির দাবি রয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের নিরাপত্তা, দুর্নীতি রোধ ও বেকারত্ব মেটানো সহ নানা দাবি রয়েছে।

এদিন দূরদূরান্ত থেকে দলের অনেক পুরোনো নেতা-কর্মী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। যদিও সিপিএমের অভিযোগ, অনেক জায়গায় তাঁদের কর্মীদের শাসকদলের নেতারা ভয় দেখিয়েছেন। না হলে আরও বেশি ভিড় হত বলে তাঁদের দাবি।

বসন্তপঞ্চমীতে গন্তব্য জয়ী সেতু

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজো মানেই বাঙালির 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। হলুদ শাড়ি, হলুদ পাঞ্জাবি পরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো, প্রসাদ নেওয়া। পাশাপাশি রয়েছে দেদার আড্ডা। মেখলিগঞ্জে বিদ্যালয় ও পাড়ার ছোটখাটো কয়েকটি সরস্বতীপুজো ছাড়া তেমন একটা চোখে পড়ে না। পুর এলাকায় প্রবীণ ও শিশুদের জন্য দুটি উদ্যান থাকলেও তরুণ-তরুণীদের সময় কাটানোর তেমন জায়গা নেই। কিন্তু তাতে কি, শহর থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বে রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতু। ওই সেতুই এখন পর্যটনের নয়া ডেস্টিনেশন। আর বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে তাই মেখলিগঞ্জের তরুণ-তরুণী থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সময় কাটানোর মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে জয়ী সেতু।

সোমবার সকাল থেকেই জয়ী সেতুতে তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমতে থাকে। সেতুর পাশেই বসেছে গোলাপ ফুল সহ রকমারি খাবারের দোকান। গোলাপ হাতে অনেক তরুণ-তরুণীকে সেতুর ওপর হাঁটতে দেখা যায়। বিকেলের

দিকে পরিবার নিয়ে অনেকেই জয়ী সেতুতে ঘুরতে আসেন। চলে দেদারে ছবি তোলা সহ সামাজিক মাধ্যমের জন্য রিলস বানানো। সেতুর উত্তর দিকের পাড়বাঁধে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে পিকনিকে মেতেছিলেন মানুষজন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকেও এদিন প্রচুর মানুষ জয়ী সেতুতে হাজির হয়েছিলেন সেতুর ওপর প্রিয়জনের সঙ্গে নিয়ে সময় কাটানোর জন্য। এত মানুষের ভিড় তাই যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেতুতে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল।

মেখলিগঞ্জ মহকুমার বাসিন্দা রিমি বেগম বলেন, 'মেখলিগঞ্জবাসীর কাছে এখন আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু জয়ী সেতু। পুজো দেখার পর তাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জয়ী সেতুতে আড্ডা দিতে আসা।' জলপাইগুড়ির তরুণ সায়ন পালের কথায়, 'জয়ী সেতুর নাম অনেকদিন ধরে শুনেছিলাম। এটা এখন রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু। তাই সকাল সকাল পুজো সেরে বন্ধুবান্ধবরা মিলে জয়ীতে ঘুরতে চলে এসেছি। কিছুটা সময় কাটালাম। এখানে প্রচণ্ড ভিড় রয়েছে।'

কম্বল বিতরণ

হাসিমারা ও জয়গাঁ, ৩ ফেব্রুয়ারি: কালচিনি ব্লক ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল টিমের উদ্যোগে সোমবার মধ্য সাতালি গ্রামের তুরিপাড়ায় দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের কম্বল বিতরণ করা হল। এছাড়াও এলাকার ৫০ জন দুঃস্থ পরিবারের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাতা, কলম সহ পাঠ্যসামগ্রী। স্থানীয় ৩ জন বিশেষভাবে সক্ষম সহ প্রায় ২০ জনকে কম্বল দেওয়া হয়।

ডিজেল পুড়িয়ে সেচ। সোমবার হলদিবাড়িতে। - সংবাদচিত্র

সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা চায় হলদিবাড়ি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রান্তিক ব্লক হলদিবাড়ির ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। উত্তরবঙ্গের 'সবজি ভাণ্ডার' বলে পরিচিত এই ব্লকের আধুনিক সেচব্যবস্থার করুণ দশা কৃষকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরুপায় হয়ে উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে ডিজেল বা ইলেক্ট্রিকচালিত মোটর ব্যবহার করছেন। এতে অনেকাংশে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ব্লকের সর্বত্র সরকারি উদ্যোগে সুষ্ঠু সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে এলাকার কৃষকরা সরব হয়েছেন। এবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক বলেন, 'বন্ধ থাকা সেচপ্রকল্পগুলি চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।'

দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক নিতাই মণ্ডল, পবিত্র রায় ও শামিম মহম্মদরা জানান, সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল পেতে নিজেদের ডিজেলচালিত পাম্পসেট অথবা বিদ্যুৎচালিত পাম্পসেটের উপর নির্ভর করতে হয়। বেশ কয়েক বছর আগেও এলাকায় সরকারি সেচব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু কয়েকবছর ব্যবহার করার পর তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরপর আর ঠিক করা হয়নি। সেচের বিকল্প ব্যবস্থা করতে গিয়ে ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক আবদুল

> প্রায় সাত বছর আগে এলাকায় দুটি সরকারি সেচঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এখনও সেই কাজ শেষ হয়নি। বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে চাষের জন্য নিজ খরচে ডিজেলচালিত পাম্পসেটের উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করতে হচ্ছে।
>
> **আবদুল জলিল সরকার**
> *কৃষক, বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত*

জলিল সরকারের কথায়, 'প্রায় সাত বছর আগে এলাকায় দুটি সরকারি সেচঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। অজ্ঞাত কারণে এখনও সেই কাজ শেষ হয়নি। বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে চাষের জন্য নিজ খরচে ডিজেলচালিত পাম্পসেটের উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করতে হচ্ছে।' একই বক্তব্য আরেক চাষি মকবুল হকের।

হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষি আশরাফুল হক, প্রদীপ রায়দের কথায়, সরকারি সেচব্যবস্থা থাকলে ফসলের উৎপাদন খরচ কম হয়। ডিজেল পুড়িয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে উৎপাদন খরচ বেশি লাগছে। ফলে কৃষিপণ্য বিক্রি করে তাঁদের লাভের মুখ কম দেখতে হচ্ছে।

কৃষকদের অভিযোগ, রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদল হলেও সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সেচের অভাবে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। বাম আমলে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি অগভীর সেচপ্রকল্প স্থাপন করা হয়েছিল। ব্যস ওইটুকুই। এই সরকারের আমলে বড়মাপের একটিও সেচপ্রকল্প তৈরি হয়নি। পুরোনোগুলির সংস্কার করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। চাষিরা নিজ উদ্যোগে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে চাষাবাদ করছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শৈলবালা রায়ের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের তরফে বিভিন্ন এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।'

বাড়ির সামনে থেকে চুরি ট্রাক

চ্যাংরাবান্ধা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ট্রাক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের শর্মাপাড়া থেকে রবিবার রাতে একটি ট্রাক চুরি যায়। ট্রাকটি ওই পাড়ার বাসিন্দা সবিতা শীলের।

ওইদিন ট্রাকটি তাঁর বাড়ির সামনে থেকে চুরি যায়। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'ট্রাক চুরি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতে আমাদের তদন্ত এগোবে।'

সবিতা বলেন, 'রবিবার রাতে প্রায় সাড়ে ১২টার পর আমরা বাড়ির সামনে কুকুরের ডাক শুনে আলো জ্বালিয়ে বাইরে আসি। ভেবেছিলাম বাড়ির সামনে রাখা ট্রাক থেকে কেউ ব্যাটারি চুরি করতে এসেছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়।

বাড়ির সামনে দেখি ট্রাকটি উধাও। চালক নিয়ে গেলে তো আমাদের বলতেন। ওঁর বাড়ি কাছে। এরপর ওঁকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করি। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বাড়িতে চলে আসেন।

তাঁর সংযোজন, 'অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ট্রাকটি পাইনি। এরপর চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বিষয়টি জানাই। তিনি আমাদের থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন। সোমবার এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। কীভাবে ট্রাকটি ফিরে পাব জানি না।'

এদিকে, এবিষয়ে সবিতার প্রতিবেশী কবিতা রায়ের মন্তব্য, রবিবার রাতে ট্রাকটি যখন বেরিয়ে যায় আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা ভেবেছিলাম ট্রাক হয়তো ট্রিপে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওঁদের আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে জানতে পারি যে ট্রাকটি চুরি হয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদের বক্তব্য, 'বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই চুরি যাওয়া ট্রাকের নম্বর ও ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি। কেউ সন্ধান পেলে তাঁকে যোগাযোগ করতে বলেছি।'

গদাধরের ভাঙনে সংকটে চিলাখানা শ্মশান

তুফানগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : গদাধর নদীর পাড়ভাঙনে বিপর্যয়ের মুখে চিলাখানার পাকা শ্মশান। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গির চিলাখানা এলাকায় গদাধর নদীর পাড়ে প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই শ্মশানটি। পাঁচ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা এই শ্মশানের ওপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বছরে গদাধর নদীর পাড় ভাঙতে ভাঙতে এখন তা শ্মশানের মাত্র কয়েক হাত দূরে। তাই খুব শীঘ্রই নদীতে বাঁধ না দিলে আগামী বর্ষায় শ্মশানটি সম্পূর্ণ নদীগর্ভে চলে যেতে পারে বলেই আশঙ্কা এলাকাবাসীর।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা উপপ্রধান মোবারক হোসেন বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ এই শ্মশানটি এলাকার একমাত্র ভরসা। গত কয়েক বছরে যেভাবে নদী ভাঙছে, তাতে এটি তলিয়ে যাবে বলেই আমাদের আশঙ্কা।' তাই এই শুখা মরশুমেই বাঁধের কাজ শুরু করা উচিত বলে দাবি তাঁর। নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাড়ালজানি, জায়গির চিলাখানা, নাটাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা এই শ্মশানের ওপরেই নির্ভরশীল। নদীভাঙনের ফলে এখন শ্মশানে যাওয়ার রাস্তাটিও বিলীন। তাই যাতায়াতের ক্ষেত্রেও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। এছাড়া শ্মশানটিতে পানীয় জল, আলোর সমস্যা তো রয়েছেই।

আরেক বাসিন্দা বলরাম দাসের কথায়, 'সকলেই চান এই শ্মশান সংলগ্ন নদীবাঁধের কাজ হোক দ্রুত। তবে প্রশাসনকে জানিয়েও এবিষয়ে কোনও সুরাহা হচ্ছে না।' নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষিণী রায় জানিয়েছেন, বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছিল। আবারও জানানো হবে বলে তাঁর আশ্বাস। এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক সৌরভ সেন জানিয়েছেন।

অতীতের বাণিজ্যপথ গোদার স্রোত রুদ্ধ দখলদারিতে

আমাদের ছোট নদী

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩ ফেব্রুয়ারি : এক-একটা নদীর সঙ্গে এলাকার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেই নদী নিজেই ইতিহাস হতে বসলে আখেরে এলাকার ইতিহাসেরই সামগ্রিকভাবে দফারফা। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের গোদা নদীর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই হয়েছে।

একসময় খলিসামারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ধরলা থেকে এই নদীটির উৎপত্তি হয়েছিল। ধীরে ধীরে নদী এলাকার গর্বের বিষয় হয়ে ওঠে। বড়কৈমারিতে মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির সোনালি ইতিহাসের স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে এলাকার বাসিন্দা নিমাই রায় স্মৃতিসাগরে ডুব দেন, 'একটা সময় এই নদী সবসময়ই জলে পরিপূর্ণ থাকত। চাঁদ সওদাগরের নৌকা এই নদী দিয়ে চলাচল করত বলে জনশ্রুতি ছিল। আর এখন বছরের অধিকাংশ সময় নদীটির অস্তিত্ব কার্যত বোঝাই যায় না।' তাঁর মতোই এলাকার অনেকের একই দাবি। নিমাইয়ের কথায়, 'ধীরে ধীরে নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় এখন বর্ষাকাল ছাড়া নদীতে জলের দেখা মেলে না। নজরদারির অভাবে নদীবক্ষ দখলদারদের কবজায় চলে গিয়েছে। একসময়ের খরস্রোতা নদী আজকাল তিনফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে।' নদীর এমন জীর্ণ দশা দেখে অনেকেই এই বিষয়ে আগ্রহ হারিয়েছেন। ডাকঘরার তপন সিংহ বললেন, 'জলে ভরা নদীর বিষয়ে অনেকেরই আগ্রহ থাকে। কিন্তু জীর্ণ নদীর ক্ষেত্রে ঠিক উলটোটাই হয়। গোদার শুরু আর শেষ কোথায় তা আমাদের মতো পুরোনোদের জানা থাকলেও নতুনদের অনেকেরই তা জানা নেই।'

গভীরতা কমে গিয়েছে শীতলকুচি ব্লকের গোদা নদীর। - সংবাদচিত্র

নদী-কথা

- একসময় খলিসামারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ধরলা থেকে এই নদীটির উৎপত্তি হয়েছিল
- ধীরে ধীরে নদী এলাকার গর্বের বিষয় হয়ে ওঠে
- নদীটি বড়কৈমারিতে মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে

গোদা নদীর এহেন দশা খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ওয়াজেদ আলি মিয়াঁর মতো অনেককেই কষ্ট দেয়। তাঁর কথায়, 'জল টলটলে নদীর ধারে আজকাল চাষাবাদ হতে দেখে খুবই কষ্ট লাগে।' বড়কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা গোবিন্দ পালও মন-ডায়েরি ঘেঁটে গোদাকে ঘিরে কতই না সুখস্মৃতি আর মন খারাপের কথা জানালেন। বর্ষাকালে অবশ্য গোদা আগের মতোই কিছুটা ফুঁসে ওঠে। ২০১৭ সালের বন্যা পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা নদীর সেই রূপ দেখেছিলেন। বড়কৈমারি পালপাড়ার বাসিন্দা রূপন পাল জানালেন, সেবারের ঘটনায় কুড়ারপারের হিউমপাইপ কালভার্ট ভেঙে যায়। যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা হয়েছিল। ফের যাতে ওই সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য বাসিন্দারা ওই এলাকায় একটি সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছেন।

নদী যে সমস্যায় তা শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মনও মেনে নিয়েছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নাব্যতা কমে যাওয়ায় গোদা নদী কার্যত দোলাজমিতে পরিণত হয়েছে। তাতে কৃষিকাজ নদীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।' সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

গোদায় আবার দেখা যাবে চাঁদ সওদাগরের নৌকা। এলাকার পুরোনোরা স্বপ্ন দেখছেন।

পাহারায় পুজো

নদিয়ার হরিণঘাটা প্রাইমারি স্কুলেও কলকাতার যোগেশচন্দ্র কলেজের মতো পুলিশি প্রহরাতে সরস্বতীপুজো করা হল। এভাবে পুলিশ পাহারায় পুজো হওয়ায় অবাক অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

তরুণীকে মার

আইটি কর্মী এক তরুণীর সঙ্গে প্রেম হয়েছিল একটি সংস্থার ডেলিভারি বয়ের। আচমকা তাদের বিচ্ছেদ হতেই তরুণীকে মারধর করেন ওই তরুণ বলে অভিযোগ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

ডাকাতির ছক

কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিল ৫ জন। তাদের বড়বাজারে ডাকাতির ছক ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

নাবালকরা ধৃত

সরস্বতীপুজোয় স্কুল ছাত্রীকে কটূক্তি করেছিল তিন নাবালক। প্রতিবাদ করায় তারা মাথা ফাটাল বাবার। হাওড়ার রামরাজাতলায় এই ঘটনায় দুই নাবালক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নাচের তালে দেবীর বিদায়...

কলকাতার জাজেস ঘাটে বাগদেবীর প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে নাচে ব্যস্ত ছাত্রীরা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

হিন্দু ভোট একজোট করতে মরিয়া

‘সরস্বতী-রাজনীতিতে’ নতুন ছক শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে ক্ষমতা দখল করতে হিন্দু ভোটকে এক ছাতার তলায় আনতে হবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সেই জন্যই মেরুকরণের তাস খেলতে শুরু করেছে বিজেপি। সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনায় হামলা রুখে পুজো সফল করার মধ্যে হিন্দু ঐক্যের জয় হয়েছে বলে মনে করছে বিজেপি। সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে হিন্দু ঐক্য তথা হিন্দু ভোটের মেরুকরণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রামনবমীকে পাখির চোখ করছে বিজেপি।

কোথাও পুজো বন্ধ করার হুমকি, কোথাও মূর্তি ভাঙা। কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল’ কলেজে পুজো বন্ধের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের ছাত্র নেতা সাবির আলির বিরুদ্ধে। হরিণঘাটার দাসপোলডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে কয়েকবছর ধরেই পুজো বন্ধ। এবারেও সেই হুমকির অভিযোগ উঠেছিল সেই শাসকদলেরই বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত দু-জায়গাতেই পুলিশি নিরাপত্তায় পুজো হয়েছে।

নদিয়ার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাপড়ার কলিঙ্গ এলাকায় রবিবার রাতে দুষ্কৃতীরা দেবী মূর্তি ভাঙচুর করে। হুগলির হরিপালের একটি স্কুলে পুজো চলাকালীন হামলা করে পুজো বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু নদিয়ায় ভাঙা মূর্তি সরিয়ে নতুন মূর্তি বসিয়ে সুষ্ঠুভাবে পুজোর আয়োজন করেছে পুলিশ প্রশাসন। হুগলির হরিপালে হামলা রুখে দিতে সক্ষম হয় স্থানীয় মানুষ। খেজুরি মক্তব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪০ বছর পর এবারই প্রথম সরস্বতীপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু।

সোমবার আরামবাগে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ হলে যে আমরা

ঐক্যবদ্ধ হলে যে আমরা জিততে পারি এই চারটি ঘটনা তার প্রমাণ। এই ঘটনা প্রমাণ করে একতাই শক্তি। এক থাকলে আমরা সুরক্ষিত থাকব আর বিভাজিত হলেই বিপদ।

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা

জিততে পারি এই চারটি ঘটনা তার প্রমাণ। এই ঘটনা প্রমাণ করে একতাই শক্তি। এক থাকলে আমরা সুরক্ষিত থাকব আর বিভাজিত হলেই বিপদ।’ দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, ‘আমরা উৎসাহিত কারণ, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে বহুধা বিভক্ত যে হিন্দু সমাজ রাজনৈতিকভাবে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ নানা দলে বিভক্ত তারা এক জায়গায় আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও এরাজ্যে দুর্গা, কালী, সরস্বতীপুজো থেকে কার্তিক পুজো বন্ধ করতে জেহাদি হামলাকে রুখে দেওয়ার মধ্যে হিন্দুদের জাগরণ ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ মিলছে।’

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। আগামী এপ্রিল মাসে রামনবমী উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে আরও বড় মাপের কর্মসূচি নেওয়া হবে। দলের ৩৯ শতাংশ ভোটকে ৪৬ শতাংশে পরিণত করতে পারলেই আমরা রাজ্যের ক্ষমতায় পৌঁছে যাব। কিন্তু মেরুকরণের এই মন্ত্র জপের মধ্যেও বিজেপি, শুভেন্দুদের ভাবাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’, ‘বাংলা আবাস’-এর মতো সামাজিক প্রকল্প।

সেই কারণে এখন থেকেই কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, ‘ওদের বলুন আমরা ক্ষমতায় এলে ওডিশার বিজেপি সরকারের সুভদ্রা প্রকল্পের মতো আমরাও ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’কে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেব। ১ লাখি বাড়ির জায়গায় ৩ লাখের বাড়ি দেব। সঙ্গে নলবাহিত জল আর শৌচালয়। দেব নিখরচায় সৌরবিদ্যুৎ।’ রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, মূর্তি ভাঙার রাজনীতিকে হাতিয়ার করে হিন্দু ঐক্যের যে আশাই করুক না কেন বিজেপি, ভোটের ময়দানে সেই ঐক্য মমতার সামাজিক প্রকল্পের বিকল্প হয়ে উঠবে এমন গ্যারান্টি কোথায়?

বাঘা যতীন কাণ্ডে লিফটিং সংস্থার কর্তা গ্রেপ্তার

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : বাঘা যতীনে হেলে পড়া বহুতলকে সোজা করার দায়িত্বে থাকা সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করল নেতাজিনগর থানার পুলিশ। হরিয়ানা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে তাঁকে।

কিছুদিন আগে বাঘা যতীনে হেলে পড়েছিল একটি বহুতল। সেই বহুতলকে সোজা করার কাজ করছিল হরিয়ানার একটি সংস্থা। এক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার কোনও অনুমতি নেয়নি তারা। কিন্তু লিফটিংয়ের কাজ চলাকালীনই হেলে পড়ে ওই বহুতলটি। এর ফলে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোলের সৃষ্টি হয়। নড়েচড়ে বসে কলকাতা

দক্ষিণ কলকাতার বাঘা যতীনে সেই হেলে পড়া বাড়ি। - ফাইল চিত্র

পুরসভাও। এফআইআর দায়ের করা হয় হরিয়ানার ওই সংস্থার বিরুদ্ধে। দুর্ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালান ওই সংস্থার কর্ণধার অভিষেক নাগরা। পুলিশের অভিযোগ, নিরাপত্তার বিষয়ে ন্যূনতম ব্যবস্থা না নিয়েই কাজ করছিল ওই সংস্থা। যার ফলেই ওই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত অভিষেককে ধরতে হরিয়ানায় যায়। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। এখনও পর্যন্ত ওই নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে। এমনকি কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকেও নেতাজিনগর থানায় ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কিডনি বিক্রির টাকা হাতিয়ে ফেরার স্ত্রী

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সংসারের খরচ জোগাতে কিডনি বিক্রি করেছিলেন স্বামী। সেই টাকা নিয়েই প্রেমিকের সঙ্গে চম্পট দেন স্ত্রী। এই অভিযোগ নিয়েই স্ত্রীর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটতলা এলাকার বাসিন্দা পিন্টু বেজ। কিন্তু তাঁর মামলা খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতে করা আবেদনে পিন্টুর অভিযোগ, মেয়ের পড়াশোনা, বিয়ে, সংসার খরচের জন্য টাকার ব্যবস্থা করতে বলেন স্ত্রী সুপর্ণা বেজ। বারবার তাঁকে কিডনিও বিক্রি করতে বলেন। শেষমেশ স্ত্রীর কথা শুনে কিডনি বিক্রি করেন তিনি। কিডনি বিক্রির ১০ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান স্ত্রী। থানায় গিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তারপর কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস রিট আবেদন করেন তিনি। ফলে এই মামলায় অভিযুক্ত স্ত্রীকে খুঁজে এনে আদালতে হাজির করাতে

স্বামীর দায়ের করা মামলা খারিজ

হত পুলিশকে। কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট দিয়ে জানায়, ওই ব্যক্তির স্ত্রী তাদের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছেন। এখন প্রেমিকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকছেন। তাই আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্ত্রী নিখোঁজ নন, তাঁর হদিস পাওয়া গিয়েছে। তিনি যে স্বেচ্ছায় স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তা তিনি মুচলেকা দিয়ে জানিয়েছেন। তাই এই ক্ষেত্রে হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা রইল না। তারপর এক্তিয়ারের প্রশ্নে মামলাটি খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

যৌনাঙ্গ কাটা, মুণ্ডহীন দেহ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : নৃশংস ঘটনা। খুন করার পর তরুণের মুণ্ড কেটে নেওয়া হল। এমনকি ওই তরুণের যৌনাঙ্গও কেটে নেওয়া হয়। সোমবার সকালে কৃষিজমিতে তরুণের দেহটি উদ্ধার হয় উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানা এলাকায়।

এদিন সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে সর্বত্রই রীতিমতো খুশির আমেজ ছিল। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। এহেন পরিস্থিতিতেই সাতসকালে চাষের জমিতে তরুণের মুণ্ডহীন দেহ দেখে রীতিমতো আঁতকে ওঠেন স্থানীয় চাষিরা। তাঁরাই খবর দেন দত্তপুকুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পরে পুলিশ জানায়, উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার ছোট জাগুলিয়ার মালিয়াপুকুর বাজিতপুর এলাকা থেকে ওই দেহটি উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহের পাশেই ছিল মদের গ্লাস ও চিপসের প্যাকেট। তরুণের হাত ও পা বাঁধা ছিল। শুধু তাই নয়, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য তরুণের দেহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কাটা মুণ্ডটি উদ্ধার ও ওই তরুণের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

ভিড়ে বন্ধ মণ্ডপের দরজা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজোর জন্য মণ্ডপের সামনে সোমবার ডিজে বাজিয়ে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়েছিল উলুবেড়িয়ার কালীবাড়ির মণ্ডপে। বাজনার তালে নাচ করতে হাজির হয়ে যায় কাতারে কাতারে তরুণ-তরুণী। বাধ্য হয়ে মণ্ডপের দরজা বন্ধ করে দেন আয়োজকরা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমতো হিমসিম খায়। সরস্বতীপুজোয় ভিড়ের জন্য এই প্রথম রাজ্যে মণ্ডপ বন্ধ করা হল।

ব্যবহার শুধু দুটো ছবি

বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দিষ্ট দুটি ছবির অনুমোদন দিলেন শীর্ষ নেতৃত্ব। এবার থেকে দলীয় যে কোনও কর্মসূচিতে ওই ছবি দুটি ব্যবহার করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের বিধায়কদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে, সেখানেই দুটি ছবি পোস্ট করে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই নির্দিষ্ট ছবিগুলিই এবার থেকে ব্যবহার করতে হবে। দলীয় কর্মসূচির জন্য তৈরি পোস্টার, হোর্ডিংয়ে ওই দুটি ছবি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় বিধায়কদের জন্য বিশেষ এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিধায়কদের জন্য দলনেত্রীর কোনও বার্তা থাকলে তা ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মেম্বার্স’ নামে ওই গ্রুপে জানানো হয়। এই গ্রুপেই ছবি ব্যবহার করা

মুখ্যমন্ত্রীর এই দুই ছবি ছাড়া অন্য ছবির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা।

নিয়ে বার্তা দিয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর দুটি বিশেষ পরিচিত ছবি পোস্ট করা হয়েছে। একটি ছবিতে মুখ্যমন্ত্রী নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতজোড় করে রয়েছেন। অপর ছবিতে কোনও কর্মসূচিতে কথোপকথন করছেন তিনি। দুটি ছবিই মূলত জনসংযোগ ভিত্তিক। ছবি দুটি গ্রুপে দিয়ে জানানো হয়েছে, এখন থেকে মমতাদির এই দুটি ছবি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন রয়েছে। এছাড়াও ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট অধিবেশন। তার আগে বর্ধিত সভা ডেকে বছরভর কর্মসূচি ঠিক করে দেবেন তৃণমূলনেত্রী। এই প্রেক্ষিতে জনসংযোগকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দলনেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, দলের সংগ্রামের ইতিহাস ছাত্র-যুবদের জানাতে হবে। তা নিয়েই চলবে প্রচার। বিধানসভা নির্বাচন বিধায়কদের কাছে বড় পরীক্ষা। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাইছে শাসকদল। তাই জনসংযোগকে সামনে রেখেই বিধায়কদের বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আগে থেকেই জনসংযোগ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি করবেন বিধায়করা। তাই বিভিন্ন কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ ভিত্তিক ছবি দুটি ব্যবহার করতে বলা হয়।

জাতীয় রাজনীতিতে বেশি নজর অভিষেকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : আপাতত জাতীয় রাজনীতিতেই বেশি সময় দেবেন অভিষেক। সংসদে তৃণমূলের সাংসদ হিসাবে আরও বেশি সক্রিয় হবেন তিনি। চলতি বাজেট অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের সীমাহীন বঞ্চনা নিয়ে সোচ্চারও হবেন তিনি। তৃণমূল সূত্রে খবর, পরোক্ষে তাঁকে এমনই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রীর এই নির্দেশের বিষয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে তাঁর একপ্রস্থ কথাও হয়ে গিয়েছে। সোমবার তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের অন্দরে এই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি রাজ্য রাজনীতিতে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের গুরুত্ব কমছে? দলের অন্দরমহলে এখন জোর চর্চা, নেত্রী সরাসরি যেভাবে একাই দলের স্টিয়ারিং ধরে একের পর এক পদক্ষেপ করছেন, তাতে অভিষেকের ভূমিকা আগের মতো থাকছে না। আশ্চর্যজনকভাবে অভিষেকও দলের কাজকর্ম নিয়ে অস্বাভাবিক নীরব রয়েছেন। তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার নিয়ে তিনি যতটা সক্রিয়, তুলনায় ততটাই নিষ্ক্রিয় দলের সামগ্রিক কাজকর্ম নিয়ে। মাঝেমধ্যে কোনও কোনও বিষয় ও ইস্যুতে তাঁর প্রতিক্রিয়া সমাজমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। সেই তাঁর চোখের চিকিৎসার কারণে বিদেশযাত্রার পর কলকাতায় ফিরে দীর্ঘদিন তাঁকে দলের কাজে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। আর এটাই এখন কৌতূহল বাড়িয়ে চলেছে তৃণমূলের ঘরে-বাইরে।

সোমবার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ দলের এক শীর্ষনেতা এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বস এখন দিল্লির কাজ নিয়েই ব্যস্ত। সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে দলের ভূমিকার ওপর নিজেকে তৈরি রাখছেন। সম্ভবত রাজ্য রাজনীতি নিয়ে এখন মাথা না ঘামিয়ে দলনেত্রী তাঁকে দিল্লির ব্যাপারে আপটুডেট থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সেটাই করে যাচ্ছেন।’

তৃণমূলের রাজ্য রাজনীতিতে অভিষেকের গুরুত্ব কি কমছে? এই প্রসঙ্গে দলের এক প্রবীণ শীর্ষ সাংসদের এদিনের বক্তব্য, পরপর দলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ঘটনা পরম্পরায় যা কিছু হচ্ছে, তাতে সেই সম্ভাবনা বাড়ছে বই কমছে না। প্রায় সাত মাস আগে অভিষেক দলে রদবদলের সুপারিশ করলেও এখনও তা অনুমোদন করেননি মুখ্যমন্ত্রী। অথচ অভিষেক প্রকাশ্যে বলেছিলেন তিনমাসের মধ্যে তাঁর সুপারিশ কার্যকর হবেই। এরপরেও এখনও সেই দাবি করে যাচ্ছেন তিনি। অতিসম্প্রতি দলবিরোধী কাজের জন্য দলের অন্যতম নেতা শান্তনু সেন সহ একাধিক নেতা ও বিধায়কের বিরুদ্ধে নেত্রীরই নির্দেশে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাঁরা দলে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এই নিয়ে এবারের জন্য এখনও মুখ খোলেননি তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। সব শেষে তৃণমূলের পরামর্শদাতা আইপ্যাক। অভিষেকের হাত দিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে আইপ্যাক (পিকের প্রাক্তন সংস্থা) তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরে একেবারে জাঁকিয়ে বসে। অথচ হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আইপ্যাকের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিষেকের আস্থাভাজন আইপ্যাকের লোকেদের এভাবে নেত্রীর নির্দেশে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ঘটনাও দলের অন্দরে প্রশ্ন তুলেছে, তবে কি এইসব ঘটনায় তৃণমূলের রাজ্য রাজনীতিতে অভিষেককে আপাতত গুরুত্বহীন করে রাখারই পরোক্ষ বার্তা দলনেত্রীর?

সরস্বতীপুজোয় দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে আরতিতে ব্যস্ত অভিষেক।

মমতাকে চিঠি

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েত এলাকায় ৩,৩৩৯টি নতুন মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিবাদ চিঠি পাঠালেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মদ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী কমিটি। কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, ‘এর ফলে সমাজজীবনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওই চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে, অবিলম্বে জনস্বার্থ বিরোধী ওই সিদ্ধান্ত যেন প্রত্যাহার করা হয়।’ নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে রাজস্ব সংগ্রহের কার্যত সিংহভাগ আসে আবগারি দপ্তরের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বারবার প্রতিবাদ জানালেও রাজ্য নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।

উজ্জ্বলা গ্যাস নিয়ে ঘাসফুল-পদ্মে তর্জা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের ১৪ লাখ গরিব মানুষকে কেন্দ্রের উজ্জ্বলা প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ বিজেপির। সোমবার রাজ্যসভায় এক বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের জেলাভিত্তিক উজ্জ্বলা কমিটি তৈরি না করায়, গরিব মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প উজ্জ্বলায় এই রাজ্যের ১৪ লাখ গরিব মানুষের আবেদনের নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। সংসদে দেওয়া তথ্য অনুসারে, এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে রাজ্যের ১ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষ সস্তায় রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন। সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেরও বহু মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন। এখনও পর্যন্ত এই রাজ্য থেকে প্রায় ১৪ লাখ মানুষের আবেদন জমা পড়েছে। সারা দেশের আবেদনকারীর বিচারে যা প্রায় ৫৫ শতাংশ। রান্নার গ্যাস বিলি বণ্টনে স্বচ্ছতা আনতে রাজ্যকে জেলাভিত্তিক উজ্জ্বলা কমিটি তৈরি করতে নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। কিন্তু ২০১৪ থেকে সেই কমিটি এখনও তৈরি না হওয়ায় আবেদনের কোনও সুরাহা করা যায়নি। যদিও, বিজেপির এই দাবি খারিজ করে তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, গত ’১৯-এর লোকসভা ভোটের মুখে এ নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ আসে। রাজ্যের আবেদনে সাড়া দেয়নি পেট্রোলিয়ামমন্ত্রক।

নর্দমায় মৃত্যুতে ঠিকাদার গ্রেপ্তার

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ম্যানহোলে কাজে নেমে তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতের নাম আলিমুদ্দিন শেখ। মুর্শিদাবাদে তাঁর বাড়ি। এই ঘটনায় কেমডিএ-এর কোনও আধিকারিকের গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রবিবার কলকাতার লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে সেক্টর-৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথিরিটির অধীনে সাফাইয়ের কাজ চলছিল। পাইপলাইন থেকে ট্যানারি পর্যন্ত বর্জ্য পরিষ্কারের কাজে প্রথমে একজন শ্রমিক নামেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাড়াশব্দ না পাওয়ায় আরও দুই শ্রমিক নামেন। কিন্তু তাঁদেরও কোনও সাড়া মেলে না। শুরু হয় তল্লাশি। পরে তিনজনেরই দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় মৃত্যু হয় সুমন সর্দার, ফরজেম শেখ ও হাসি শেখ নামে তিন শ্রমিকের। তিনজনেই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। মুর্শিদাবাদেরই ঠিকাদার আলিমুদ্দিন তাঁদের কাজের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তদন্তে নেমে পুলিশ আলিমুদ্দিন শেখকে গ্রেপ্তার করে। তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণার করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

সিপিআইয়ের সমাবেশ কাল

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : একক শক্তি প্রদর্শন করতে চাইছে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিকদল সিপিআই। বামফ্রন্ট সরকার পতনের পর এই প্রথমবার এককভাবে সমাবেশ করতে চলেছে তারা। বুধবার রানি রাসমণি রোডে সভা করতে চলেছে সিপিআই। সমাবেশে থাকবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, পল্লব সেনগুপ্ত, মহিলা নেত্রী ভ্রান্তি অধিকারী সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিআইয়ের একক সমাবেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

শতবর্ষে এসেও দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি ক্রমশ তলানিতে

ঠেকেছে। এরাজ্যে সেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে জনসংযোগ। চলতি বছরের ডিসেম্বরে সিপিআইয়ের একশো বছর পূর্তি হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই গত বছরের নভেম্বর থেকে ব্লক, পঞ্চায়েত, জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করেছে তারা। বিভিন্ন জেলায় সমাবেশও হয়েছে। এবার কেন্দ্রীয়ভাবে রানি রাসমণিতে সমাবেশ হবে। সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘স্বাধীনভাবে কর্মসূচির উদ্যোগ থাকলেও আর্থিক কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু দলের একশো বছর হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে মাঠে নামতেই হত।’ সমাবেশ থেকে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরোধিতা করা হবে। সিপিএম এরাজ্যে কংগ্রেসের হাত ধরলেও শরিকদের অন্দরে আগে থেকেই এই নিয়ে ক্ষোভ ছিল। এই সমাবেশ থেকে সেই বার্তা দিয়েই বামঐক্য শক্তিশালী করার কথা বলবে তারা।

সিধো-কানহো ডহরে ছবির প্রদর্শনী

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : একপাশে মহানায়ক উত্তমকুমার। অন্য পাশে অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। মাঝখানে সত্যজিৎ রায়। সাদাকালো দিনের সেই ছবি ফিরে দেখার সুযোগ করে দিলেন চিত্র সাংবাদিকরা। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতায় সিধো-কানহো ডহরে চলছে কলকাতার বিখ্যাত চিত্র সাংবাদিকদের ছবির প্রদর্শনী ‘চিত্র যেথা ভয়শূন্য’।

প্রথম দিন থেকেই দুর্লভ এইসব ছবি দেখতে ভিড় জমান বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় আসা লোকজন। পাশেই ডেকার্স লেন। সাদা-কালো যুগের ছবির কোনওটিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে হেসে কথা বলছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও ইন্দিরা গান্ধি। কোনও ছবিতে আছেন অসুস্থ মাদার টেরেজা, মহানায়ক উত্তমকুমারের শেষযাত্রা বা ভোটার কার্ডের জন্য ক্যামেরার সামনে ‘স্বেচ্ছাবন্দি’ সুচিত্রা সেন।

তেমনভাবেই আছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন মুডের ছবি। কোনওটিতে তিনি ছবি আঁকছেন, কোথাও কথা বলছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। কোনও ছবিতে ধরা আছে মমতার গালে তাঁর মায়ের স্নেহস্পর্শ। এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মোট ১৩০ জন চিত্র সাংবাদিকের ২৭২টি ছবি ঠাঁই পেয়েছে প্রদর্শনীতে।

রাজভবনের পূর্ব গেটের সামনে চিত্র সাংবাদিকদের প্রদর্শনী।

বইমেলায় বুদ্ধ-স্মরণ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা বইমেলায় সিপিএমের ছাত্র-যুবদের স্টলেও বুদ্ধ-স্মরণ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা বই, তাঁর ছবি দেওয়া কফি মগ, চাবির রিং রাখা হয়েছে স্টলে। আর তা কিনতে বেশ ভিড়ও জমছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণের ৬ মাস কেটেছে। তবুও দলের ছাত্র-যুবদের কাছে তিনিই আইকন। তাই আসন্ন রাজ্য সম্মেলন থেকে শুরু করে বইমেলাতেও তাঁকেই স্মরণ করা হচ্ছে। সামনে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। তার প্রচারেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্লোগান, ‘কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ’ সমাজমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি এসএফআই, ডিওয়াইএফআইয়ের স্টলে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করাও হয়েছে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ মাঘ ১৪৩১

বাংলায় বিপদ

মুষলপর্ব ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় একে। মালদা জেলায় এক মাসে তিনটি ঘটনা তৃণমূল বনাম তৃণমূল বিরোধের তীব্রতা বেআব্রু করে দিল। প্রথম ঘটনাটি ইংরেজবাজারের কাউন্সিলার বাবলা সরকারের হত্যাকাণ্ড। সুপারি দিয়ে তাঁকে খুন করার অভিযোগে তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির গ্রেপ্তারি দলের অন্তর্বিরোধ কতটা চরমে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এরপর কালিয়াচকে শাসকদলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখের ওপর হামলাতেও নাম জড়াল দলের কিছু নেতার।

সর্বশেষ ঘটনাটি মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রর গাড়িতে রহস্যজনক ধাক্কা এবং অনুসরণ করার অভিযোগ। সাবিত্রী নিজেই এর পিছনে যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাতে গোষ্ঠী বিরোধ স্পষ্ট। সবদিক থেকেই মালদা জেলা এখন তৃণমূলের গোষ্ঠী হিংসার হটস্পট হয়ে উঠেছে। অন্য জেলায় হিংসার চেহারাটা এখনও প্রাণঘাতী না হলেও ভয়ংকর। কোচবিহার জেলায় সরাসরি দুটি গোষ্ঠী একে অপরকে যে ভাষায় আক্রমণ করছে, তাতে মনে হয় না তারা একই দলে আছে।

কোচবিহারের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আশঙ্কা করছেন, এই প্রবণতার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। যে ভাষা পরস্পরের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীগুলি ব্যবহার করছে, তা সবসময় প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ হয় না। যাতে নিহিত রয়েছে পারস্পরিক হিংসার বীজ। জলপাইগুড়ি জেলায় মাল পুরসভায় চেয়ারম্যানকে অপসারণ করলেও তাঁর উত্তরাধিকারী বাছাই নিয়ে তৃণমূলে অন্তর্বিরোধ ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে।

শাসকদলের মধ্যে বিদ্বেষের মাত্রা বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক বিরোধকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি আঁচ করে তৃণমূল সরকারের নির্দেশে পুলিশ শাসকদলের অনেক নেতার নিরাপত্তা বাড়িয়েছে, অনেক নেতার জন্য নতুন করে রক্ষীর ব্যবস্থা করেছে। তাতেও পরিস্থিতি সামলানো যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে। নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সাবিত্রী মিত্রের গাড়িতে হামলা ঘটেছে। অন্তত উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতে বিরোধী শিবিরের হাতে শাসকপক্ষের লাঞ্ছনার এ রকম নিদর্শন খুব কম আছে।

ইতিমধ্যে কামারহাটির বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের মন্তব্য তৃণমূলের সাংগঠনিক চেহারা সম্পর্কে বিস্ফোরক বললেও কম বলা হয়। তিনি বলেছেন, ১০ লক্ষ টাকা দিলেই তৃণমূলে পদ পাওয়া যায় এবং এ রকম সাংগঠনিক পদ পেতে একদল ব্যবসায়ী মুখিয়ে রয়েছেন। নীচুতলায় টাকার বিনিময়ে পদ বিলোনোর এই রীতি মাত্রাতিরিক্ত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। বিভিন্ন নেতাকে ঘিরে অনুগামীদের বলয় তৈরি হচ্ছে যা দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

এই ভরকেন্দ্রে কখনো-কখনো আঘাত লাগছে অন্য নেতার অনুগামী বলয় থেকে। সেই আঘাত লাগার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ স্বার্থ, যার সঙ্গে দলের সার্বিক স্বার্থের যোগ থাকছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যে কারণে দুয়ারে সরকার বা আবাস যোজনার মতো কর্মসূচি থেকে তিনি দলীয় নেতাদের দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই নির্দেশ অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। নেতারা নানাভাবে সরকারি কর্মসূচিতে নাক গলানোর চেষ্টা করছেন ব্যক্তি বা তাঁর গোষ্ঠীর স্বার্থে। সবচেয়ে বড় কথা, তৃণমূল নেত্রীর এই নির্দেশে গোষ্ঠীতন্ত্রের রোগ নিরাময় হচ্ছে না। দলের অভ্যন্তরীণ মূল সমস্যা এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ তাই মালদার মতো ঘটনায় লাগাম টানতে পারছে না। বরং ওই রোগ অন্য জেলায় ছড়িয়ে পড়ার বিপদ ডেকে আনছে।

বাংলায় বিরোধী রাজনীতির সুর এখন অনেক নীচু তারে বাঁধা। আরজি কর মেডিকেলে নির্যাতিতার ধর্ষণ-মৃত্যু পরবর্তী নাগরিক প্রতিবাদও হারিয়ে গিয়েছে। বিরোধীদের এমন কোনও আন্দোলন নেই যা সরকারকে বিপাকে ফেলতে পারে। রাজনৈতিকভাবে এমন আপাত স্থির বাংলায় এখন অশান্তির মূল কারণ হয়ে উঠেছে তৃণমূলের অন্তর্বিরোধ যা দিন-দিন চরম আকার নিচ্ছে। এই অশান্তির পরিণতি যদি মালদার মতো হিংসাত্মক হয়, তবে তা সার্বিকভাবে রাজ্যের জন্য ভালো নয়।

অমৃতধারা

জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময় সুযোগ নষ্ট করা কারও পক্ষে সমীচীন নয়। প্রশান্ত সুমেরুর ন্যায় প্রসন্নচিত্তে সতত অবস্থান করিতে হইবে। অধ্যবসায় সহকারে চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভে পুনঃপুন চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ সম্পন্ন হওয়াই সাধকের মহত্ব। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

ভোগ্যপণ্যের হাতছানিতে হারে সততা

জীবনে নৈতিকতার জোর এবং তা নিয়ে অহংকারের ছটা, বাজার অর্থনীতি-বেসরকারিকরণের জোড়া ধাক্কায় ধূলিসাৎ।

সেবন্তী ঘোষ

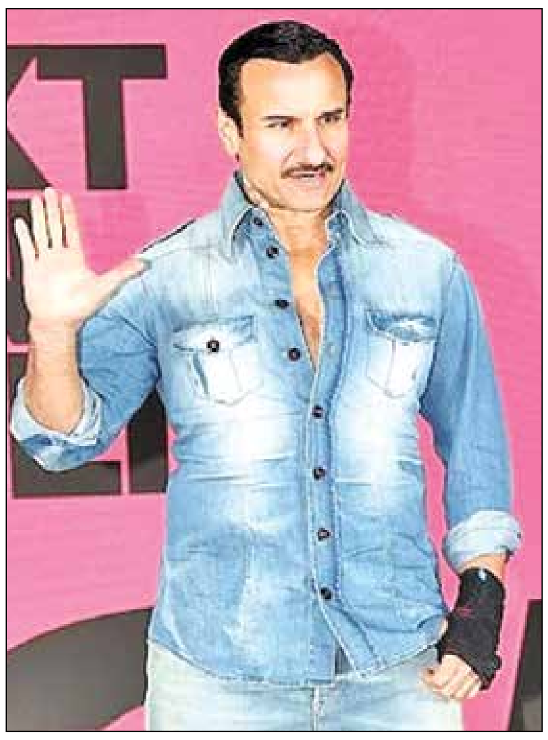

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার নিয়ে তর্ক শেষ হওয়ার নয়। যা ইচ্ছে তাই, চরিতার্থ করার একটা প্রবণতা চতুর্দিকে। আর চলে সেটিকে নানাপ্রকারে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ সমর্থন জোগানো। অতি সফল ক্রীড়াবিদ, গায়ক, অভিনেতা, লেখক, বান্ধবী, স্ত্রী, কন্যা এবং মাকেও বিভিন্ন প্রকারে নিগ্রহ করছে, মানসিক তো বটেই, কখনো-কখনো চূড়ান্ত শারীরিক আক্রমণ, এ আমরা হর-হামেশা দেখছি। অধিকাংশ পুরুষ তার গুরুত্ব উপলব্ধিই করে না, এমনকি মেয়েরাও এমন গুণী ও খ্যাতনামা মানুষটিকে মাথায় করে রাখে। আলাপ করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়।

মিসোজিনির ছায়ার ভেতর থাকা লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের আঁচ এসে পড়ে তার চিত্রিত চরিত্রেও। আমরা বাস্তব অবস্থার দোহাই দিয়ে সে লেখার গদ্য, প্লটের, চরিত্রায়নের স্বাদ নিই। ভাবি, সমাজে যেমনটা ঘটবে তেমনটাই তো লিখবেন লেখক।

বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাহত হবে এমন কল্পিত আখ্যান ফাঁদবেন কীভাবে? যেমন একসময় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলা হত তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি যে কোনও শ্রেণি ভেদে বা পেশায় হোক না কেন, বড় পরিশীলিত, তুলনায় শরৎচন্দ্রের চরিত্র খাঁটি ও রক্তমাংসের, জীবনের পাপপুণ্যে মাখা। এই যে তথাকথিত পাপের প্রতি আমাদের এক ধরনের আকর্ষণ, সমর্থন, মেনে নেওয়া, প্রতিভার প্রশংসার পাশে দোষগুলিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, এই প্রচ্ছন্ন মান্যতাই শিল্পীদের স্বাধীনতার বদলে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে গল্পের কসাই চরিত্রটি, জমির দালাল, চোরা চালানকারী, গোরু পাচারকারী কীভাবে কথা বলবে? ‘যদি কিছু মনে না করেন আমি পশুটিকে ‘খাদ্য নিমিত্ত হত্যা করছি’ বা ‘মার্জনা করবেন নিছক পেটের দায়ে সুপারি গোরু-মোষ আদানপ্রদান চলছে’, এমন পলিটিকালি ভুলভাল সংলাপ হলে গল্প উপন্যাসের সাড়ে সর্বনাশ হয়।’ ‘স্পাইস অফ লাইফ’ না থেকে সব চরিত্র একরৈখিক আর সাদা হয়ে গেলে জীবনের মালঞ্চে জুঁই জাতি যূথী চলে গিয়ে থেকে যাবে শুধু গোলাপবালা!

তবে সমস্যা উত্থাপিত হলেই যে তার সমাধান দ্রুত সম্ভব এমনটা নয় কিন্তু। তবুও মানুষ যখন তার অপরিসীম মহাকাশছোঁয়া কল্পনায় শরীরে ও মনে দুর্গম গিরি কান্তার মরু জয় করেছে, অসম্ভবকে বাস্তব রূপ দিয়েছে, তাহলে সে কেন পারবে না, মনের জঞ্জালমুক্ত শিল্পীকে দুধভাত মনে না করে, স্বাভাবিক মনে করতে?

ভগীরথ মিশ্র বইকথার একটি সাক্ষাৎকারে লিখছেন, ‘শোষিত ও শাসক বলে আলাদা কোনও শ্রেণি নেই। দুর্বলের ওপর শাসন চলে সবলের, ফলে প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনে রক্ষক, প্রয়োজনে আবার ভক্ষক।’ শিল্পীর স্বাধীন মনোভাব স্বেচ্ছাচারে যে সামাজিক নীতিনিয়মের বন্ধন অস্বীকার করে তা যেন আমাদের শেখায় শৃঙ্খলায় প্রকৃত মোক্ষ নেই। অথচ একটি শিশুকে বড় করে তোলার মূল লক্ষ্য সমাজ উপযোগী করা। সেখানে কষে তার জীবনে শৃঙ্খলে লাগাম পরানোর চেষ্টা হয়। আর এখানেই তৈরি হয় ভ্রান্তিবোধ।

সমাজের নীতিনিয়মে বদ্ধ মানুষটি আদর্শবান হওয়ার চেষ্টা করে আর নিগড়ের বাইরে যাওয়া শিল্পী স্বভাবটি সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজের শৃঙ্খলে সে বাধা পড়ল না, ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে যথেচ্ছাচার করল। অথচ নিয়ম পালন করা মানুষটি বা তার সন্তানরা তথাকথিত সফল মানুষটিকে আদর্শ ভাবতে শুরু করল। ব্যক্তি ও তার কাজ আলাদা করে দেখার চেষ্টা শুরু হল আমাদের। খ্যাতনামার একাধিক বিবাহ, নতুন সম্পর্কে যাওয়ার সময় পুরোনো সম্পর্কে মিথ্যাচার, প্রতারণা নিষ্ঠুরতা হয়ে থাকল ব্যক্তিগত মাত্র।

হাঁসের দুধ খাওয়ার মতো তার জীবনের ভালোর দিকে তাকাতে বললেন গোপালের মা। একদিন কি তাহলে গোপালের মনে হবে না, রাখাল বলে মন্দ কী ছিল? পাবলো পিকাসো হলে, মির্জা গালিব হতে পারলে, লক্ষ্মী পুরুষটির জীবনে কী ছাই এমন ক্ষতি হত?

দুঃখের বিষয়, গোপালকে স্তোক দেওয়ার জায়গায় আর আমরা নেই। সাধারণ জীবনের নীতিনিয়ম যে শ্রদ্ধেয়, সেটি আর আজকাল ফলাও করে বলার মুখ নেই। সাধারণ মানুষের জীবনে নৈতিকতার যে জোর ছিল, তার অহংকারের ছটা ছিল, তা বাজার অর্থনীতি আর বেসরকারিকরণের যুগপৎ ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। অল্প আয়ে খুশি থাকা সম্ভব হল না। সমান্তরালে যে সরকারি পরিষেবার জগৎ থাকতে পারত, তা ক্রমশ হীন থেকে হীনতর হয়ে এল।

অধিকাংশ সরকারি স্কুল শিক্ষক কৃচ্ছ্রসাধন করেও নিজের স্কুলে সন্তানকে না পড়িয়ে বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে থাকলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ত ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন নাচতে নাচতে হাজির হয়ে গেল। সর্বগ্রাসী এক বস্তু আকাঙ্ক্ষা, ক্রয়ের নেশায় আমরা সঞ্চয় ভুলে গেলাম।

সমাজের নীচুতলায় ঋণ-দেনার দায়ে আত্মহত্যার যে ঘটনাগুলি ঘটছে, খেয়াল করে দেখবেন, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে অল্প আয়ের মানুষগুলির ইএমআই-এর চক্করে সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা উঠে আসছে। ক্রমাগত ভোগ্যপণ্যের হাতছানিতে সৎমানুষটিও ফাঁদে পড়ছেন। যেনতেনপ্রকারেণ তাঁকে অর্থ উপার্জনে যেতে হচ্ছে। পরিবারের চাপ থাকছে। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে কর্মসহায়িকার, শ্রমিকের সন্তানের দরকার পড়ছে মহার্ঘ স্মার্টফোনের।

পাশাপাশি ঘুরছে রিল। একই সঙ্গে মুকেশ ও নীতা আম্বানির, আর পাড়ার চা দোকানির। পাশাপাশি হলিউডের আগুন গ্রাস আর নেতারহাটের জঙ্গলে বিড়ি থেকে লাগা আগুন। সিনেমায়, ওটিটিতে হা-হা-রি-রি করা শ্মশান মেকআপের সঙ্গে কুম্ভমেলার বিচিত্র রঙিন মহাত্মারা গুলিয়ে যাচ্ছেন। একটা স্পষ্ট শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি হয়েছে ভার্চুয়াল দুনিয়ায়, কিন্তু বাস্তবে এই ব্যবধান ক্রমশ দুস্তর হচ্ছে।

কুম্ভমেলার মালা বিক্রেতা মোনালিসা সইফ আলি খানকে পাল্লা দিয়ে সেলেব হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর গ্রামের খোয়া খাবলা ওঠা কাঁচা ইটের বাড়ির সামনে। অন্যদিকে, সইফ আলি খান ফিরেছেন তাঁর রাজদরবারে। যে কুম্ভমেলার আকর্ষণ ছিল শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের সাধুসন্ত, সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে হয়েছে বিক্রয়যোগ্য চিড়িয়া সংবাদ।

নীতি আদর্শ গিয়েছে চুলোয়, শান্তিও গিয়েছে সাধারণ মধ্য ও নিম্নবিত্তের। না হতে পারল সে আপদেবিপদে প্রতিবেশীর পাশে থাকা, সংসারে সন্তুষ্ট থাকা কর্তাগিন্নি। না হতে পারল মালাইকা, অর্জুন কাপুর। যথাসম্ভব ন্যায়নিষ্ঠ, অল্পে সুখী মধ্যবিত্ত গেরস্থকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারলাম না, পরকীয়ায় না জড়ানো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মশলাহীন বোরিং মনে করলাম, আদর্শবান চরিত্রকে হেলা শ্রদ্ধা করলাম বলেই শেষ অবধি আমাদের হাতে রইল পেন্সিল।

সিস্টেমের গলতাইকে প্রশ্ন অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার আমাদের এক নেই রাজ্যে পৌঁছে দেয়। মনে রাখা দরকার, পরিবার সমাজ ছাড়া এক বন্য জীবন থেকে আমরা ন্যূনতম শৃঙ্খলা নীতি আদর্শের মধ্যে দিয়েই উন্নত মানব জীবনে প্রবেশ করেছিলাম। স্বাধীনতার বদলে কোন ফাঁকে যে আমরা স্বেচ্ছাচারকে আশকারা দিয়ে অনাচারে প্রবেশ করেছি, সেটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নীতি পুলিশের ফাঁদে পড়ার আগে এই ফারাকটা আমাদের বুঝে নেওয়াতেই মঙ্গল।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

একটা স্পষ্ট শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি হয়েছে ভার্চুয়াল দুনিয়ায়, কিন্তু বাস্তবে এই ব্যবধান ক্রমশ দুস্তর হচ্ছে। কুম্ভমেলার মালা বিক্রেতা মোনালিসা সইফ আলি খানকে পাল্লা দিয়ে সেলেব হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর গ্রামের খোয়া খাবলা ওঠা কাঁচা ইটের বাড়ির সামনে। অন্যদিকে, সইফ আলি খান ফিরেছেন তাঁর রাজদরবারে।

আজ

১৯১৮

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

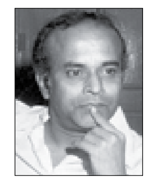

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট অভিনেতা রবি ঘোষ।

আলোচিত

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দূষিত জল কোথায়? কুম্ভমেলাতেই। প্রায় ১০০০ জন মারা গিয়েছেন। খবর চেপে দেওয়া হয়। এখানে অনেক মৃত মানুষকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় দুর্ঘটনার পরে। সেইজন্য জল দূষিত হয়ে গিয়েছে।

- জয়া বচ্চন

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের মিল্কিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন সপা সাংসদ ডিম্পল যাদব। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো সমর্থকদের দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আচমকা ভিড় থেকে একটি ফুলের মালা তাঁর গলায় পরতেই হাসি উধাও ডিম্পলের।

ভাইরাল/২

বিহারের নওদাবাজারের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। কিন্তু আসতে দেরি হওয়ায় গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেষে এক পরীক্ষার্থী গেটের তলা থেকে গলে সেখানে ঢুকে পড়েন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের সংস্করণ প্রয়োজন

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষায় সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অনেকখানি পিছিয়ে এমনটা একাংশ মানুষ মনে করেন। এই পিছিয়ে পড়ার মূলে অনেকগুলি কারণ দায়ী।

এমনিতে সরকারি স্কুলে পরিকাঠামোগত ত্রুটি ও ক্লাস প্রতি শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তবে যে বিষয়টির সত্বর সংস্করণ করা প্রয়োজন বোধকরি তা হল পাঠ্যপুস্তকের উন্নতিকরণ। সরকারি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তফাত

যে কেউ হাতে নিলেই বুঝতে পারবে। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দাবি, সরকারি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলি বিজ্ঞানসম্মত। তবুও বলা বাহুল্য, পাঠ্যপুস্তকের জন্যই সরকারি স্কুলের প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে। যেখানে বেসরকারি স্কুলের একজন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী অনেক বড় বড় অঙ্ক করছে, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানে আলাদা আলাদা করে সংজ্ঞা পড়ছে, বৈশিষ্ট্য জানছে, সেখানে অন্যদিকে সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা কাঠি নিয়ে অঙ্ক করছে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান আলাদা করতে পারছে না পঞ্চম শ্রেণি অবধি।

একজন শিক্ষার্থী প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। সর্বোপরি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে উত্তর মনে রাখতে পারে। কিন্তু সরকারি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে প্রশ্ন ও উত্তর নেই বললেই চলে। ইংরেজি গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি সরকারি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়েও যেসব শিক্ষার্থী মেধাতালিকায় নাম তোলে, খোঁজ নিলে জানা যাবে তাদের পড়ানো হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে।

প্রাথমিক শিক্ষা পার করে সরকারি-বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মিলিত হলে খুব সহজেই আলাদা করা যায় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের।

প্রাথমিক শিক্ষায় বলা হচ্ছে, শিশুমনকে চাপহীন অবস্থায় সহজ-সরল পাঠ্যপুস্তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মুশকিল তখনই যখন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছে সরকারি স্কুলের একক শিক্ষার্থী। ক্রমশ হীনমন্যতায় ভুগছে, যা ভাবার বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকদের বিষয়টি ভাবতে হবে শিক্ষার্থীদের অদূরভবিষ্যতের কথা ভেবে। দ্রুতগামী সভ্যতার বুকে দাঁড়িয়ে একটা অংশ যখন দ্রুত এগোচ্ছে, তখন চাপহীন সহজ-সরল পাঠ্যপুস্তক কতখানি বিজ্ঞানসম্মত তা ভাবার বিষয়।

রাসেল সরকার, মেখলিগঞ্জ।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলোও হঠাৎ স্তব্ধ

পিএফ দপ্তর ও দালালচক্রের অশুভ আঁতাত চা বাগানে। শ্রমিকদের প্রাপ্য নেপোয় মারছে। অসাধু মালিকরা সক্রিয়।

সুকান্ত নাহা

অনেকটা পথ চড়াই উতরাই পেরিয়ে লোকটা হেঁটে আসছেন। বয়স ষাটোর্ধ্ব এবং অসুস্থ। হাতে লাঠি। হাঁটতে কষ্ট হয়। পায়ের পেশিতে জেগে ওঠা ‘ভেরিকোস ভেইন’ হাঁটার কষ্টটা আরও বাড়িয়ে তোলে। তবু তাঁকে আসতে হয়। একটা ক্ষীণ আশা লোকটাকে বারবার টেনে আনে দূরের ওই অফিস ঘরটার দিকে। বকেয়া হকের টাকা যদি কিছু মেলে...!

সেখানে পৌঁছে বহুক্ষণ তিনি বসে থাকেন অফিসের বারান্দায়, ‘হুজুর’-এর সঙ্গে দেখা করে আর্জি পেশের আশায়। বিগত কয়েক বছর ধরে যেমনটা তিনি করে এসেছেন। হুজুর যথারীতি এলেন, কিন্তু এবারও কোনও আশার বাণী শোনাতে পারলেন না। দেখে মনে হয়, অদৃশ্যে কোথাও যেন তাঁরও হাত-পা বাঁধা। আশাহত মানুষটা উঠে দাঁড়ান। কোটরাগত শূন্য চোখে আচমকাই জেগে ওঠে জলের আভাস।

না, এ কোনও ছবির দৃশ্য নয়। ডুয়ার্স, তরাই, পাহাড়ের বহু চা বাগিচায় এ এক নিত্যকার চিত্রনাট্য।

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে- এ ছায়া চা শিল্পের আকাশে হঠাৎ এক করাল ছায়া। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে চা শিল্পে। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, কীভাবে বাঁচবে আগামীতে এই চা। বিশেষ করে একশো একরের ওপর বড় ‘শেড গার্ডেন’ অর্থাৎ কারখানা আছে, এমন চা বাগানের মালিকরা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।

কেন্দ্রের বাজেটে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প নিয়ে কোনও ঘোষণাই নেই। গত বছর আবহাওয়ার চরম বিরুদ্ধতা ও সহসা টি বোর্ডের জারি করা নতুন এক অধ্যাদেশের কারণে চায়ের উৎপাদন কমে। তদুপরি চায়ের দাম পড়ে যাওয়ায় কপালে ভাঁজ পড়েছে মালিকপক্ষের। ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে তাদের। শ্রমিকদের বেতন দিতেই হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আপাতত দূর অস্ত।

চা উপত্যকাজুড়ে জেগে ওঠা সার সার কবরের বুকে অগণিত অতৃপ্ত খোলা মুঠির হাহাকার, ‘মোর পৈসা দেই দে সাহাব, মোর পৈসা... ’

যে ছবিগুলো আঁকার কথা বলছিলাম, তা দীর্ঘকাল ধরে মঞ্চস্থ হয়ে আসছে উত্তরের চা বলয়ে কমবেশি অন্তত একশোটি চা বাগানে। শ্রমিক-কর্মচারীদের পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির টাকা মেরে কিছু অসাধু চা মালিক দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছেন। গোদের ওপর বিষফোড়া পিএফ দপ্তরের সঙ্গে দালালচক্রের অশুভ আঁতাত। চা শ্রমিক-কর্মচারীর রক্তজল করা পয়সা নেপোয় মেরে দিচ্ছে। অসাধু মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকার ব্যর্থ। অজ্ঞাত কারণে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলিও আশ্চর্যজনকভাবে স্তব্ধ।

শোলে ফিল্মের একে হাঙ্গল থাকলে হয়তো বলতেন, ‘ইতনা সন্নাটা কিঁউ হ্যায় ভাই।’ তবে কি কিছু ফাটকাবাজ, দায়বদ্ধতাহীন, সুযোগসন্ধানী মালিকদের পলায়নী মনোবৃত্তির ভয়ে অথবা নেপথ্যে অন্য কোনও কারণে সব পক্ষই স্তব্ধবাক? প্রশ্নটা হাওয়ায় ঘুরপাক খায় উত্তরবঙ্গে।

এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে তরমুজ বনাম ছুরির সমরে হতভাগ্য তরমুজই নিহত হয় বারংবার। মংরা-বুধনি, কাঞ্ছা-মাইলি অথবা হরিপদ কেরানিরা আওয়াজ তুললে শোনা যায় আকাশবাণী, ‘চোপ রও তুমি স্পিকটি নট’, চায়ে এখন ঘোর সংকট...।

(লেখক চা কর্মী ও সাহিত্যিক। নাগরাকাটার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৬

পাশাপাশি : ১। প্রকাশিত নয় গুপ্ত বিষয় ৩। নতুন পল্লব বা পদ্মরাগ মণি ৫। দরদর করে ঘামছে ৬। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ বা তরঙ্গ ৭। মুসলিম ঘরানার খাবার, মাংসের বড়া ৯। যেখানে অপরাধীর বিচার হয়ে থাকে, ফৌজদারি আদালত ১২। স্বীকার বা কবুল করা, অঙ্গীকার বা শর্ত ১৩। নীল রঙের পদ্মফুল।

উপর-নীচ : ১। মরচে পড়া ২। বাড়িতে ফরমাশ খাটার লোক বা কাজের লোক ৩। ঔদাসীন্য বা কাজের প্রতি অনীহা ৪। গমগমে আওয়াজ ৫। পণ্যের বিনিময় মূল্য বা দাম ৭। জ্যামিতির দুটি রেখা যেখানে মেশে ৮। বিত্তশালী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি ৯। অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা ১০। নিন্দামন্দ বা ছ্যাছ্যা করা ১১। রান্নার কাজ বা হাঁড়ি ঠেলা।

সমাধান ■ ৪০৫৫

পাশাপাশি : ১। চম্পক ৪। শিঞ্জন ৫। ধাবা ৭। মালদা ৮। বাহুডোর ৯। সারেগামা ১১। সাঙনা ১৩। দারু ১৪। শিবির ১৫। সরল।

উপর-নীচ : ১। চশমা ২। কশিদা ৩। জনসেবা ৬। বাজার ৯। সারদা ১০। মার্গশির ১১। সারস১২। নাবাল।

বিন্দুবিসর্গ

মৃতের 'আসল' সংখ্যার দাবিতে সংসদের দুই কক্ষে বিক্ষোভ বিরোধীদের

কুম্ভ কাণ্ড মামলা ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। তবে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি এলাহাবাদ হাইকোর্টে হওয়া উচিত। সোমবার কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে দায়ের হওয়া একটি আবেদন খারিজ করতে গিয়ে এমনই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ।

ঘটনাচক্রে এদিনই বসন্তপঞ্চমীর অমৃতস্নানে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে ৫ কোটির বেশি মানুষ স্নান করেছেন। ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যায় অমৃতস্নানের সময় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। আহত বহু। ওই ঘটনাকে সামনে রেখে কুম্ভে যোগ দিতে আসা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পদপিষ্টের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি।

রাজ্য সরকারের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি জানান, পদপিষ্টের ঘটনার পর দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে প্রশাসন। দুর্ঘটনার কারণ জানতে বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত একটি আবেদন পেশ করা হয়েছে। তাঁর সওয়ালের পরেই মামলাকারী আইনজীবীকে হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি খান্না বলেন, 'এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং উদ্বেগের বিষয়, তবে হাইকোর্টে আবেদন জানান। ইতিমধ্যেই একটি বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে।'

পুণ্যের ডুব... বসন্তপঞ্চমীতে মহাকুম্ভে স্নান পুণ্যার্থীদের। সোমবার প্রয়াগরাজে।

এদিকে কুম্ভ কাণ্ডকে সামনে রেখে সোমবার সংসদের দুই কক্ষে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের বিক্ষোভের জেরে বারবার বাধা পায় লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজকর্ম। কংগ্রেস, সপা, তৃণমূল, আরজেডি, এনসিপি-এসপি, শিবসেনা-ইউবিটি সাংসদদের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ সরকার ৩০ জনের মৃত্যুর কথা বললেও আদতে প্রাণহানির সংখ্যা অনেক বেশি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ইস্তফার দাবি জানান তাঁরা। লোকসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন উপদল নেতা গৌরব গগৈ। তবে হইচইয়ের মধ্যেই সভার কাজ চালিয়ে যান স্পিকার ওম বিড়লা। বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা মানুষের কথা বলতে এখানে এসেছেন। টেবিল ভাঙতে নয়। টেবিল ভাঙতে চাইলে আরও জোরে জোরে টেবিল চাপড়ান।' স্পিকারের উদ্দেশে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'আপনি ওঁদের (বিরোধী সাংসদ) বারবার শান্তি বজায় রাখার আবেদন করছেন। কিন্তু ওঁরা শুনছেন না।' মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় আলোচনা চেয়ে সংসদে নোটিশ জমা দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি, দিগ্বিজয় সিং, তৃণমূলের সাগরিকা ঘোষ, সপার রামজি লাল সুমন এবং সিপিআইএমের জন ব্রিটাস। দুপুরের দিকে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধী সদস্যরা।

সোমবার মহাকুম্ভে বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধু-সন্ন্যাসী অমৃতস্নানে অংশ নিয়েছিলেন। এদিন ভোর থেকে বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসীরা ত্রিবেণি সংগমের দিকে যাত্রা শুরু করেন। ভোর ৫টা থেকে চলে অমৃতস্নান। স্নানপর্ব নিশ্ছিদ্র করতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের ৬০ হাজার কর্মী ও আধিকারিককে মেলাপ্রাঙ্গণে মোতায়েন করা হয়। নজরদারির জন্য লাগানো হয়েছিল ৩ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক ভানু ভাস্কর নিজেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন। মেলা শেষ হতে এখনও ২৩ দিন বাকি। ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ত্রিবেণিতে স্নান করা মানুষের সংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

একনজরে

- কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক এবং উদ্বেগের বিষয়, জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট
- সংসদের দুই কক্ষে সরব বিরোধী সাংসদরা
- বসন্তপঞ্চমীর অমৃতস্নান উপলক্ষ্যে সোমবার প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে ৫ কোটির বেশি মানুষ স্নান করেছেন
- স্নানপর্ব নিশ্ছিদ্র করতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল

অনুষ্কাদের হারিয়ে গ্র্যামি জয়

ইতিহাস গড়ে অভিভূত চন্দ্রিকা

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩ ফেব্রুয়ারি : গত কয়েক দশক ধরে সুরের আকাশে শুকতারার মতো জ্বলেছেন। ভারতীয় ঘরানার গানের জাদুতে ভুলিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। এবার জীবনে প্রথমবার গ্র্যামি জিতলেন ৭১ বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন সংগীতশিল্পী তথা শিল্পোদ্যোগী চন্দ্রিকা ট্যান্ডন। ৬৭তম গ্র্যামিতে 'বেস্ট নিউ এজ', 'অ্যাম্বিয়েন্ট' এবং 'চ্যান্ট অ্যালবাম' বিভাগে 'সেরার সেরা' হল চন্দ্রিকার 'ত্রিবেণী' অ্যালবামটি। এই অ্যালবামে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁশিবাদক উটার কেলারম্যান এবং জাপানের সেলোবাদক ইরু মাৎসুমোতো।

রিকি কেজ এবং অনুষ্কা শংকরের মতো সংগীতশিল্পীকে হারিয়ে গ্র্যামি জিতে উচ্ছ্বসিত চন্দ্রিকা। লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্রিপ্টো ডটকম এরিনায় অনুষ্ঠিত ৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার হাতে নিয়ে তিনি বলেন, 'দারুণ লাগছে। সংগীত ভালোবাসা, আলো ও আনন্দের উৎস। সংগীত সবার মাঝে আলো ছড়িয়ে দেয়, যা আমাদের সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও পথ দেখায়। তবু মনে হচ্ছে, এতদিন সংগীতসাধনা করে আজ যেন প্রাপ্যের চেয়েও বেশি কিছু পেলাম। কারণ, এই বিভাগে একাধিক বড় বড় নাম ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ শিল্পী। ফলে এই পুরস্কার জয়ের আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।'

তবে কেবল সংগীতশিল্পীই নন, অন্য একটি পরিচয়ও রয়েছে চন্দ্রিকার। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম। পেপসিকো সংস্থার প্রাক্তন সিইও ইন্দ্রা নুইয়ির দিদি চন্দ্রিকা। তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা চেন্নাইতে। পড়াশোনা করেছেন মাদ্রাজ ক্রিস্টান কলেজে। স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন আইআইএম আহমেদাবাদ থেকে। কর্মজীবনে তিনি মার্কিন পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকিন্সে অ্যান্ড কোম্পানির প্রথম ভারতীয়-মার্কিন মহিলা অংশীদার হন।

> মনে হচ্ছে, এতদিন সংগীতসাধনা করে আজ যেন প্রাপ্যের চেয়েও বেশি কিছু পেলাম। কারণ, এই বিভাগে একাধিক বড় বড় নাম ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ শিল্পী।
>
> **চন্দ্রিকা ট্যান্ডন**

২০১১ সালে চন্দ্রিকার 'ওম নমো নারায়ণা: সোল কল' অ্যালবামটি 'বেস্ট কনটেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড মিউজিক অ্যালবাম' বিভাগে মনোনীত হয়েছিল। যদিও সে বছর শিকে ছেঁড়েনি তাঁর।

'বেস্ট নিউ এজ', 'অ্যাম্বিয়েন্ট', 'চ্যান্ট অ্যালবাম' বিভাগে পুরস্কারের দৌড়ে ছিল রিকি কেজের 'ব্রেক অফ ডন', রুইচি সাকামোতোর 'ওপাস', অনুষ্কা শংকরের 'চ্যাপ্টার ২: হাউ ডার্ক ইট ইজ বিফোর ডন' এবং রাধিকা ভেকারিয়ার 'ওয়ারিয়র্স অফ লাইট'। লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্রিপ্টো.কম এরিনাতে বসেছিল গ্র্যামি আওয়ার্ডের আসর।

নদীতে ফেলা হয়েছে পদপিষ্ট মৃতদেহ : জয়া

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের জল ভয়াবহভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে, কারণ মৌনী অমাবস্যার ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের দেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সংসদের বাইরে এমনই অভিযোগ আনলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ তথা অভিনেত্রী জয়া বচ্চন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে কোথায় সবচেয়ে বেশি জলদূষণ ঘটেছে? কুম্ভে। কারণ, পদপিষ্ট হয়ে যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের দেহ নদীতে ফেলা হয়েছে। এর ফলে জল ভয়ংকরভাবে দূষিত হয়েছে। অথচ প্রশাসন এ নিয়ে কিছুই বলছে না। সাধারণ মানুষের জন্যও কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

তিনি বলেন, 'এই দূষিত জলই এখন মানুষ ব্যবহার করছে। সরকার এ নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। বরং পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

মণিপুর নিয়ে ফরেন্সিক রিপোর্ট চাইল শীর্ষ আদালত

সংঘর্ষে ইন্ধন বীরেনের!

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংই কি গতবছর মণিপুরে জনজাতি হিংসায় ইন্ধন জুগিয়েছিলেন? এই ধরনের একটি সন্দেহ দানা বেঁধেছিল সেইসময় একটি অডিও টেপ ফাঁস হওয়ার পর। কুকিদের দাবি, ওই টেপে বীরেনের নিজমুখে 'স্বীকারোক্তি' রয়েছে। সেই অডিও টেপ নিয়েই এবার পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান গবেষণাগার (সিএফএসএল)-কে নির্দেশ দিয়েছে, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সঙ্গে সংযোগ থাকার অভিযোগ ওঠা অডিও ক্লিপগুলির ফরেন্সিক রিপোর্ট সিল করা অবস্থায় আদালতে জমা দিতে হবে। আগামী ২৪ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি, তখন আদালত সিদ্ধান্ত নেবে, এটি হাইকোর্টে পাঠানো হবে কি না।

কুকি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস ট্রাস্ট নামের একটি সংগঠন এই অডিও ক্লিপের নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল। সংগঠনের দাবি, এই রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং মণিপুরের জাতিগত সংঘর্ষ কীভাবে শুরু হল এবং কেন ঘটল, তা নিয়ে নিজেই কৃতিত্ব নিচ্ছেন।

আবেদনকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, স্বাধীন ফরেন্সিক সংস্থা ট্রুথ ল্যাবস পরীক্ষা করে ৯৩ শতাংশ নিশ্চিত হয়েছে যে, রেকর্ডিংয়ে শোনা যাওয়া কণ্ঠস্বর মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের। অডিওতে দাবি করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র নির্দেশ উপেক্ষা করে সংঘর্ষে 'বোমা' ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে হাজার হাজার অস্ত্র লুট করা ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন।

অন্যদিকে ২০২৩-এর অগাস্টে মণিপুর পুলিশ দাবি করেছিল, এই অডিও ক্লিপগুলি ভুয়ো এবং এগুলি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সোমবার বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার এবং প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। শুনানির শুরুতেই বিচারপতি কুমার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলাম। আমি কি শুনানি থেকে সরে দাঁড়াব?' মামলাকারীর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হওয়া নিয়ে তাঁদের আপত্তি নেই।

এর আগে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে অডিও টেপ মামলার শুনানি হয়েছিল। সেখানে কুকিদের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত দাবি করেন, ওই টেপে বীরেনের টেলি-কথোপকথন রেকর্ড করেছিলেন এক 'হুইসেলব্লোয়ার'।

জঙ্গি হামলায় মৃত প্রাক্তন সেনা

শ্রীনগর, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ে বাড়িতে ঢুকে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকে খুন করল জঙ্গিরা। গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন তাঁর স্ত্রী-মেয়ে। অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীর নাম মঞ্জুর আহমেদ ওয়াগে। সেনা মারফত জানা গিয়েছে বেহিবাগ এলাকায় তাঁদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা। পুলিশ জানিয়েছে, ওয়াগের পেটে গুলি লাগে এবং তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের গুলি লেগেছে পায়ে। দ্রুত তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ওয়াগের মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আপাতত বিপন্মুক্ত। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। আহতদের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা করেছেন এবং এই ধরনের হামলার নিন্দা করেছেন তিনি। লেফটেন্যান্ট গর্ভনর মনোজ সিনহা কড়া নিন্দা করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রচার শেষ, কাল ভোট রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : এবার দিল্লিতে ত্রিমুখী লড়াই। যুযুধান সেই তিনপক্ষের তুমুল চাপানউতোর ও পারস্পরিক আক্রমণের মধ্যেই সোমবার বিকালে শেষ হল রাজধানীর বিধানসভা ভোটের শেষবেলার প্রচার। কংগ্রেস লড়াইয়ে আছে বলে পূর্বাভাস নেই। এবার আপ নাকি বিজেপি, কারা আগামী পাঁচ বছর দিল্লি শাসন করবে, বুধবার তা ঠিক করে দেবেন দিল্লিবাসী।

সোমবার প্রচারের শেষ দিনে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার রাতে কমিশনের একাংশের মদতে 'হোম ভোটিং'-এর নামে কারচুপি করতে সক্রিয় হয়েছে বিজেপি। কেজরির দাবি, মঙ্গলবার দিল্লির বিভিন্ন বস্তির গরিব ভোটারদের কাছে কমিশনের নাম করে বিজেপির কর্মীরা নকল ইভিএম নিয়ে হাজির হবেন। তারপর সেই নকল ইভিএমের বোতাম টিপিয়ে আঙুলে 'আসল' কালি লাগিয়ে দেওয়া হবে! এর ফলে পরদিন (বুধবার) কারচুপির ঘটনা জানতে পারলেও ওই ভোটারদের ভোটদানে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত দিল্লি পুলিশের মদতে বিজেপি গুন্ডামি চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ কেজরির।

কেজরি নিশানা করতে ছাড়েননি নির্বাচন কমিশনকেও। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে কেজরি বলেন, 'আজ নির্বাচন কমিশন যেভাবে বিজেপির সামনে আত্মসমর্পণ করেছে, তাতে মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অস্তিত্বই নেই। এই আবহে জনগণের মনে প্রশ্ন জাগছে, এই মাসের শেষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরে কোন পদ পাচ্ছেন রাজীব কুমার!'

অন্যদিকে যমুনার দূষণ নিয়ে কেজরির উদ্দেশে রাহুল বলেন, 'আপনি যমুনার জল খান, আপনার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে যাব!' কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা জঙ্গপুরা আসনে 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার' চালানোর সময় অভিযোগ করেন, বিজেপি এবং আপ দু'পক্ষই দিল্লিতে ভোটের আগে 'ভয়ের বাতাবরণ' তৈরি করতে চাইছে।

সোমবার নয়াদিল্লির আরকে পুরমে নির্বাচনি প্রচারে আপ সরকারের আমলে শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চাৎপদ পড়ুয়াদের উন্নতি চায় না আপ সরকার। দশমের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য হলে আপ সরকারের খ্যাতি নষ্ট হবে। তাই নবম শ্রেণির পর দুর্বল পড়ুয়াদের দশম শ্রেণিতে পাঠানো হয় না।' শেষদিনের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'কেজরিওয়ালের জমানায় দুর্নীতির বন্যা হয়েছে দিল্লিতে। ওই দলকে আর কেউ ভোট দেবেন না।'

পুলিশ বন্দুকে রাশ টানার চেষ্টা বাংলাদেশে

ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারি : জুলাই-অগাস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় হাসিনা সরকারের পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। পালাবদলের পর এবার সেই 'ট্রিগার হ্যাপি' পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা শুরু হল বাংলাদেশে। পুলিশের গুলি চালানো ঠেকাতে একগুচ্ছ প্রস্তাব জমা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের তৈরি করা পুলিশ সংস্কার কমিশন। বিক্ষোভ দমনে পুলিশের বলপ্রয়োগ এবং গুলি চালানো বন্ধ করতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে সরকার। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনীর আচরণবিধি এবং ১৯৪৩-এর পুলিশ আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে বিক্ষোভ মোকাবিলায় পুলিশকে ৫টি ধাপ অনুসরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ করতে পারবে না পুলিশ। অশান্তি ছড়ালে বা ভাঙচুর হলে তবেই সক্রিয় হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী। জনতার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিক্ষোভ ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে পুলিশকর্মীদের। বন্দুকের ব্যবহার বাদে অন্যান্য কৌশলে (যেমন-জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, পেপার স্প্রে, শটগান, বৈদ্যুতিন পিস্তল ব্যবহার করে) জনতাকে ছত্রভঙ্গের চেষ্টা করতে হবে। বিফল হলে তবেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। প্রাণহানি এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে নিরাপত্তা বাহিনীকে। একমাত্র আত্মরক্ষা বা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হওয়া ঠেকাতেই একসঙ্গে গুলি চালাতে পারবেন পুলিশকর্মীরা।

চিন হটাও, খাল বাঁচাতে শর্ত ট্রাম্প সরকারের

ওয়াশিংটন, ৩ ফেব্রুয়ারি : কাগজে-কলমে পানামার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু পানামা খাল ও তার আশপাশের এলাকাগুলি আদতে চিনের দখলে রয়েছে। পানামার সঙ্গে জিনপিংয়ের দেশ এমন সব চুক্তি করেছে যার জেরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগকারী খালে পণ্য চলাচলের ওপরও প্রভাব খাটাতে শুরু করেছে তারা। পানামা সফরে গিয়ে এমন অভিযোগ করেছেন আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিও।

প্রথম বিদেশসফরে শনিবার পানামার মাটিতে পা রেখেছেন রুবিও। রবিবার তিনি সেদেশের প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনোর সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রুবিও জানান, পানামা খাল ও সংলগ্ন এলাকাগুলিকে চিনের প্রভাবমুক্ত করতে পানামার শীর্ষনেতাকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আমেরিকার উদ্বেগকে গুরুত্ব না দিলে পানামা খাল অধিগ্রহণের পথ খোলা রয়েছে বলেও ইঙ্গিত করেছেন বিদেশসচিব। একই সঙ্গে খাল দখলের জন্য পানামাকে বলপ্রয়োগের হুমকি দেওয়ার কথাও অস্বীকার করেন তিনি। রুবিওর কথায়, '১৯৯৯-এ পানামা খাল হস্তান্তরের সময় আমেরিকা এই এলাকায় চিনের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে পানামাকে সতর্ক করেছিল। অর্থাৎ, খালের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দায়িত্ব পানামার। এখানে চিনের প্রভাব প্রতিষ্ঠা অগ্রহণযোগ্য। পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটলে আমেরিকাকে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।'

মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুচ বলেন, 'চিন নিয়ন্ত্রিত হংকংয়ের একটি সংস্থা পানামা খালের প্রবেশপথে অবস্থিত ২টি বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। এই ধরনের স্থিতাবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। পরিস্থিতির দ্রুত বদল না ঘটলে চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকাকে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।' রুবিওর সফরের পর পানামা ও চিনের মধ্যে হওয়া চুক্তিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মুলিনো। পানামা থেকে আমেরিকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে পদক্ষেপের কথা বলেছেন। সমান্তরালে পানামা খাল আমেরিকাকে হস্তান্তরের ব্যাপারে ট্রাম্প বা কোনও মার্কিন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি।

আরও পড়ল টাকার দাম

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫-'২৬-এর বাজেট বক্তৃতায় টাকার দামের পতনের জন্য আন্তর্জাতিক সংকটকে দায়ী করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাঁর দাবি, ডলারের বিপরীতে টাকার দাম পড়লেও অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা স্থিতিশীল রয়েছে। তবে অর্থনীতিবিদদের উদ্বেগ বাড়িয়ে সোমবার আরও পড়েছে টাকার দাম। এক ডলারের বিপরীতে ৬৭ পয়সা কমে ৮৭.২৯ টাকায় পৌঁছেছে ভারতীয় মুদ্রা। সম্প্রতি কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসিয়েছে ট্রাম্প সরকার। চিনা পণ্যের ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ কর চাপিয়েছে আমেরিকা। পালটা মার্কিন পণ্যের ওপর চড়া হারে কর বসানোর ইঙ্গিত দিয়েছে ৩টি দেশ। বিশ্বে বাণিজ্য-যুদ্ধ নতুন মাত্রা নেওয়ার আশঙ্কা প্রবলতর হয়েছে। টাকার রেকর্ড পতনের জন্য এই ঘটনা দায়ী।

গ্রেপ্তার তিন

অযোধ্যা, ৩ ফেব্রুয়ারি : অযোধ্যায় দলিত তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিরোধীদের কাঠগড়ায় যোগী প্রশাসন। সোমবার ধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত দিগ্বিজয় এবং তার দুই সঙ্গী বিজয় সাহু ও হরিরাম কোরি- তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে যোগী পুলিশ। এসএসপি রাজকরণ নায়ার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত দিগ্বিজয় ও নিহত তরুণী একই গ্রামের বাসিন্দা। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ঘটনার দু-মাস আগে তরুণীর দাদা দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছিলেন। এরপর তিনি দিগ্বিজয়কে তরুণীর থেকে দূরে থাকতে বলেন ও অপমান করেন। সেই রাগ থেকেই অভিযুক্ত ওই তরুণীকে খুন করে বলে পুলিশের অনুমান।

একা থাকতে চান না, চুরি করে জেলে অশীতিপর জাপানি মহিলা

টোকিও, ৩ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘায়ুকে আশীর্বাদ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমী দেশ জাপান। সেখানে দীর্ঘ জীবন অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবীণদের কাছে। তাঁরা অনেকেই মনে করেন, নিঃসঙ্গ জীবনের চেয়ে জেলের ঘানি টানা ঢের ভালো।

জাপানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ প্রবীণ। প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজনের বয়স ৮০ বছর বা তারও বেশি। একাকিত্বের জ্বালায় এঁদের অধিকাংশের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আদৌ সুখে নেই উদীয়মান সূর্যের দেশের বুড়োবুড়িরা।

জাপানে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যার সংকট আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক বৃদ্ধার কারাবাসের ঘটনায়। একাকিত্বের জ্বালা সইতে না পেরে চুরি করে জেলে গিয়েছেন ৮১ বছর বয়সি আকিয়ো নামের এক মহিলা। তিনি জানিয়েছেন, অর্থসংকটে ভুগলেও চুরির ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু বহুকাল হল তাঁর ছেলে ছেড়ে গিয়েছেন তাঁকে। তিনি ভাবছিলেন, এমন নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়েই কি তাঁকে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে হবে! সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই চুরির পরিকল্পনা মাথায় আসে তাঁর।

দু'দশক আগে আকিয়োর বয়স তখন ছিল ষাটের কোঠায়। সেইসময় প্রথমবার খাবার চুরি করে তিনি জেলে যান। পরবর্তী সময়ে সামান্য পেনশনে জীবন চালানো কঠিন হয়ে গেলে তিনি আবার চুরির আশ্রয় নেন এবং শেষপর্যন্ত জাপানের বৃহত্তম মহিলা কারাগার তোচিগি উইমেন্স প্রিজন-এ

ঠাঁই হয় তাঁর। তিনি বলেন, 'চুরি করে জেলে যাওয়ার পর হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। এটা তো আমার স্বভাব ছিল না। আবার এও বুঝেছিলাম ছিঁচকে চুরি করে বেশিদিন জেলে থাকতে পারব না। আমার আর্থিক অবস্থা ভালো হলে কখনই এ রাস্তায় পা বাড়াতাম না।'

শেষবার জেলে যাওয়ার আগে আকিয়ো থাকতেন তাঁর বছর তেতাল্লিশের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু ছেলে সব সময় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখাতেন। যা মানসিকভাবে আর বহন করতে পারছিলেন না আকিয়ো। গত বছর অক্টোবরে কারামুক্তির পর লজ্জা ও একাকিত্ব গ্রাস করে তাঁকে। ছেলের কাছে যেতে না পারার দুঃখে কাতর প্রবীণা বলেন, 'জানি না ছেলে আমাকে কেমনভাবে নেবে। এমন অবস্থায় পড়ে গিয়েছি, যা বলার নয়।'

কারাগারের দিনগুলির সুখের স্মৃতিচারণ করে আকিয়ো বলেন, 'কারাগারে খুব ভালো মানুষ আছেন। আমি নিজের বাড়ির চেয়ে এখানে বেশি নিরাপদ।'

তোচিগি উইমেন্স প্রিজনের আধিকারিক তাকায়োশি শিরানাগা জানান, বাড়িতে একা একা চুপি চুপি মরে যাওয়ার চেয়ে কারাগারে বন্দিদশা অনেক বয়স্ক মানুষের কাছেই খুব কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। এমনকি কারাগারে থাকতে দেওয়ার বিনিময়ে প্রতি মাসে ২০ থেকে ৩০ হাজার ইয়েন (প্রায় ১১,২০০ থেকে ১৬,৮০০ টাকা) খরচ করতেও রাজি অনেকে।

গ্র্যামি ৬৭

গ্র্যামি বিজয়িনী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গী বিয়ন্সে

কাউবয় কার্টার। ২০২৪-এর অ্যালবাম। এর জন্য বিয়ন্সে মোট ১১টি মনোনয়ন পেয়েছিলেন। সেরা কান্ট্রি অ্যালবামের পুরস্কারও শেষমেশ এল তাঁর হাতে। এর ফলে অর্ধ শতাব্দী পার করে সংগীত বিভাগে কোনও কৃষ্ণাঙ্গী সেরা হলেন, তৈরি হল ইতিহাস। তিনি সেরা সেরা কান্ট্রি ডুয়ো, গ্রুপ উপস্থাপনার জন্যই বিজয়িনী হয়েছেন। ১১ মোস্ট ওয়ান্টেড-এ মিলে সাইরাসের সঙ্গে তিনি সেরা কান্ট্রি ডুয়ো, গ্রুপ উপস্থাপনা করেন। গ্র্যামির এই অনুষ্ঠানে লেডি গাগা ও ব্রুনো মার্স পারফর্ম করেন সম্প্রতি দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় দাবানলে মৃত ও আক্রান্ত মানুষদের উদ্দেশে।

উল্লেখ্য, দুজন সেরা পপ ডুয়ো, গ্রুপ পারফর্মেন্সের পুরস্কার পান। অনুষ্ঠানের আগে লেডি লিঙ্গান্তরিত মানুষদের প্রশংসা করে বলেন, 'লিঙ্গান্তরিতদের দেখা যায় না, তবে তাঁরাও ভালোবাসার যোগ্য। এই সম্প্রদায়কে সমাজে তুলে ধরতে হবে, সংগীতই এই ভালোবাসা জাগাবে।' প্রবাদপ্রতিম কুইন্সি জোনসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দারুণ অনুষ্ঠান করেছেন উইল স্মিথ। ইন্দো-আমেরিকান গায়িকা ও উদ্যোগী চন্দ্রিকা ট্যান্ডন সেরা নিউ এজ অ্যাম্বিয়েন্ট বা চ্যান্ট অ্যালবাম ত্রিবেণীর জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৯-এর সোল কল-এর পর এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যামি। এই বিভাগে মনোনীত হয়েছিলেন, রিকি রেজ, অনুষ্কা শঙ্কর ও রাধিকা ভেকারিয়াও। প্রয়াত মিউজিশিয়ান প্রিন্সকে অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কোল্ড প্লে-র ক্রিস মার্টিন ইন মেমোরিয়াম বিভাগে ওয়ান ডিরেকশনের লিয়াম পায়েনকে শ্রদ্ধা জানান।

গ্র্যামির অন্য বিজয়ীরা হলেন—সেরা পপ ভোকাল অ্যালবাম সাবরিনা কার্পেন্টারের শর্ট এন সুইট। সেরা গান কেন্ড্রিক ল্যামারের নট লাইক আস। এটি বছরের সেরা রেকর্ডের তকমাও পেয়েছে। সেরা নতুন শিল্পী চ্যাপ্পেলে রোয়ান। সেরা কমেডি অ্যালবাম ডেভ চ্যাপ্পেলের দ্য ড্রিমার। সেরা কান্ট্রি সোলো ক্রিস স্টেপলটনের ইট টেকস এ উওম্যান ইত্যাদি।

ল্যাটিন পপ অ্যালবামে সেরা শাকিরা

গ্র্যামি পুরস্কার। এবার ৬৭তম। সেরা ল্যাটিন পপ অ্যালবাম হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে লাস মুজেরেস ইয়া নো লোরান। এই কারণে জেনিফার লোপেজের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন শাকিরা।

মঞ্চে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন সংক্রান্ত নীতির জন্য রাজনৈতিক মহলে যে আলোড়ন উঠেছে, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে 'হোয়্যারএভার হোয়েনএভার'-এর গায়িকা শাকিরা তাঁর পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন অভিবাসী তকমা পাওয়া ভাই ও বোনদের। বলেছেন, 'এই পুরস্কার আমার অভিবাসী তকমা পাওয়া ভাই বোনদের। তোমাদের ভালোবাসি, তোমরা যোগ্যতম এবং তোমাদের জন্য আমি লড়াই করব।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই পুরস্কার সেই সব মহিলাদের, যারা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেকদিন পরিশ্রম করেন—আপনারাই প্রকৃত শি-উলভস।'

এর আগে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ট্রেভর নোয়া কলম্বিয়ায় হওয়া সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের নিন্দা করেন। শাকিরা কলম্বিয়ারই মানুষ। নোয়া, শাকিরাকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'প্রথম শ্রেণির অপরাধের জগৎ থেকে বার হয়ে আসা এক মানুষ।' শুধু মঞ্চেই নয়, শাকিরা রেড কার্পেটে ও মিডিয়ার সঙ্গে কথোপকথনের সময় অভিবাসন নীতি নিয়ে বলেন, 'আমিও অভিবাসনের মাধ্যমে এ দেশে এসেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে। জানি কত কষ্ট সহ্য করতে হয়, তবু হার মানি না আমরা। ল্যাটিয়নরা অপ্রতিরোধ্য। ওদের নিয়ে, ওদের জন্য লড়াই করে যাব আমি। সবাই মিলে বাঁচব।' উল্লেখ্য, এর আগে নোয়া বলছিলেন রেকর্ডিং অ্যাকাডেমির ১৩০০০ সদস্যদের ভোটে গ্র্যামি বিজয়ীরা নির্বাচিত হন। এই ভোটদাতাদের মধ্যে বহু অভিবাসীও আছেন।

নাচতে গিয়ে কঁকিয়ে ওঠেন সোনু

অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সোনু নিগম। এমনই অবস্থা যে, বিছানা থেকে উঠতেই পারছেন না তিনি। মঞ্চ থেকে সোজা বিছানায় শয্যাশায়ী সোনু। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী হল? জানা গিয়েছে, পুণেতে এক অনুষ্ঠানে শো করতে গিয়েছিলেন সোনু নিগম। চতুর্দিকে ভিড় ভিড়াক্কার। একের পর এক গানের অনুরোধ সামাল দিচ্ছিলেন সোনু। গানের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর নাচছিলেন তিনি।

এই অবধি চলছিল ভালোই। আচমকা নাচতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কঁকিয়ে ওঠেন সোনু। গায়কের ওই অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর টিম মঞ্চের ওপর ছুটে যায়। সোনু ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছেন। সোজা হতে পারছেন না। তাঁকে ধরে নামিয়ে আনা হয়। ডাক্তার বলেন যে, সোনুর মেরুদণ্ডে চোট রয়েছে। সোনু নিজেও জানেন, তাঁর মেরুদণ্ডে চোট। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগে সেই চোটকে পাত্তা দেননি তিনি। তবে নাচতে গিয়ে চোট বেড়ে যায়। গায়কের কথায়, তাঁর মনে হচ্ছিল যে, মেরুদণ্ডে কেউ ছুঁচ ফোটাচ্ছে। সোনু এরপর আর দাঁড়াতে পারেননি। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে। এখন সম্পূর্ণভাবে বিশ্রামে থাকতে হবে তাঁকে।

অনাহূত গায়ক-গায়িকা

গায়ক কেনি ওয়েস্ট ও তাঁর স্ত্রী বিনাকা সেনসোরি। তাঁরা নাকি বিনা নিমন্ত্রণে গ্র্যামির অনুষ্ঠানে চলে গিয়েছেন। বিনাকার 'পোশাক' সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। জানা গিয়েছে, রেড কার্পেটে ঢোকার পরই এসকর্ট দিয়ে তাঁদের ক্রিপ্টো, কম এরিয়া থেকে বার করে দেওয়া হয়। এঁরা র‍্যাপার। জানা গিয়েছে, ভালচার অ্যালবামের কভারের নকল করেই নাকি এইরকম পোশাকের কথা ভাবা হয়েছে। তিনি অডিটোরিয়ামে আসেন লম্বা কালো ফারকোট পরে। সেটি তিনি খুলে ফেললে দেখা যায় নীচে ভীষণ টাইট পোশাক রয়েছে। এই পোশাক দেখেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা শুরু হয় পোশাকের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে। গুঞ্জন, এই পোশাকের জন্যই দম্পতিকে হল থেকে বার করে দেওয়া হয়। কেনি, টি ডোলা সাইন-এর সঙ্গে কার্নিভ্যালে গান গেয়েছেন এবং সেরা মনোনীত হয়েছেন। তাঁকে ও বিনাকাকে অফিশিয়ালি অনুষ্ঠান থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

একনজরে সেরা ৫

বিস্মৃত জাকির

গ্র্যামির মঞ্চে ইন মেমোরিয়াম বিভাগে প্রয়াত শিল্পী যেমন লিয়াম পেইন, ক্রিস ক্রিস্টপারসন, সিসি হিউস্টন প্রমুখকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়, কিন্তু ৪ বারের গ্র্যামিজয়ী তবলা শিল্পী জাকির হুসেনকে এই তালিকায় আনা হয়নি। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে লেখেন, জাকির হুসেন কোথায়, গত বছরই তো তিনি গ্র্যামি পেয়েছিলেন।

অনুরাগ বললেন

আশিকি ৩ থেকে তৃপ্তি দিমরির বাদ পড়া নিয়ে পরিচালক অনুরাগ বাসু বলছেন, 'আমি ইমেজ দেখি না, কাউকে অন্য চরিত্রে অভিনয়ের ভিত্তিতে বিচার করি না। ও বিশাল ভরদ্বাজের ছবির শুটিং করছে, আশিকি ৩-এর শুটিং শুরু আগামী মাসে, তাই ডেট নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এবং এটাই স্বাভাবিক। আর এখনও ছবির নায়িকা ঠিক হয়নি।

নতুন নাম

স্বর্গীয় আইনজীবী ও দেশনেতা স্যার চেত্তুর শঙ্করণ নায়ারের বায়োপিকের নতুন নাম কেশরি ২। ছবিটি জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রেক্ষাপটে তৈরি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে মর্যাদা দিতেই প্রযোজক করণ জোহার ছবির নাম শঙ্করার বদলে এই নাম দিয়েছেন। তবে এই ছবির সঙ্গে প্রথম ছবির কোনও মিল নেই। অভিনয়ে অক্ষয় কুমার, অনন্যা পাণ্ডে, আর মাধবন প্রমুখ।

আঘাতের পর

গত ১৬ জানুয়ারি বহিরাগতের ছুরির আঘাতে আহত হওয়ার পর প্রথমবার সইফ আলি খান জনসমক্ষে এলেন। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ তাঁর ওটিটি ডেবিউ করছেন জুয়েল থিফ—দ্য হেইস্ট বিগিনস দিয়ে। তারই ট্রেলার লঞ্চে অভিনেতাকে দেখা গেল। ডেনিম প্যান্ট ও শার্টে সপ্রতিভ অভিনেতা বলেছেন, এখানে ফিরে এসে খুব ভালো লাগছে।

বাংলাতেও হচ্ছে

হিন্দির মতো পুরনো বাংলা ছবির পুনর্মুক্তি হচ্ছে। সৌজন্য সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তিনি নিবেদন করছেন উত্তমকুমারের 'নায়ক', আসছে প্রিয়া সিনেমা হলে। সৃজিতের কথায়, 'নায়ক আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের নানা পরিস্থিতি ছবির সংলাপ বলে সামলেছি।' প্রিয়ার কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত বলেছেন, 'নায়ক চললে সত্যজিৎ রায়ের জন অরণ্য ছবিরও পুনর্মুক্তি হবে।

সমালোচিত উদিতের পাশে দাঁড়ালেন অভিজিৎ

উদিত নারায়ণ কোনও ভুল করেননি। তিনি ইচ্ছে করেও কিছু করেননি, পরিস্থিতিই এমন যে, এই ঘটনাটা ঘটে গেছে। এবার উদিতের চুম্বন বিতর্কে গায়কের পাশে দাঁড়ালেন আরেক কণ্ঠশিল্পী অভিজিৎ। তিনি বলেছেন, ঠিকমতো নিরাপত্তাকর্মীরা না থাকলে অনুরাগীদের অত্যাচারে সেলিব্রিটিদের জামাকাপড় ছিঁড়ে যায়, এমন নজিরও রয়েছে। সেখানে এ ঘটনা তো একেবারে মামুলি। তাছাড়া উদিতের স্ত্রী প্রতিটি অনুষ্ঠানে স্বামীর পাশে উপস্থিত থাকেন। সেখানে তাঁর সামনেই যখন এমন ঘটনা ঘটছে, তখন বুঝে নিতে হবে যে, এতে উদিতের কোনও দোষ নেই। অভিজিৎ আরও বলেন, পরিস্থিতি এমন থাকে, যেখানে অনেকসময় নিজেকে সরিয়ে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে উদিতের মতো রোমান্টিক গায়কের ক্ষেত্রে অনুরাগীরা তাঁদের পিছনে পড়ে থাকে। এখানেও তেমনই হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অভিজিৎ।

নিজের উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন, কিংবদন্তি লতা মঙ্গেশকরের সামনেই এমন এক অস্বস্তিকর দশায় পড়তে হয়েছিল তাঁকেও। আফ্রিকায় শো করতে গিয়ে কয়েকজন মহিলা ভক্তের হাতে নাজেহাল হয়েছিলেন তিনি। মঞ্চের ওপর লাফিয়ে এসে তাঁর গালে এমন গভীর চুম্বন বসিয়েছিলেন যে, এরপর অবশিষ্ট সময়টা লিপস্টিকের দাগ গালে নিয়েই গান গাইতে হয় তাঁকে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান চলাকালীন ঝুঁকে পড়ে এক মহিলা ভক্তের ঠোঁটে ঘনিষ্ঠ চুম্বন দেন উদিত নারায়ণ। ক্যামেরায় সে দৃশ্য ধরা পড়ার পরই জোরদার বিতর্ক শুরু হয়েছে।

১০ কোটি দূর, ১ কোটিও নেই : মমতা

অভিনেত্রী ১০ কোটি টাকা দিয়ে কিন্নর আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর পদটি কিনেছিলেন—এই খবর নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মহাকুম্ভে তিনি এই পদ পেয়েছিলেন। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই আখড়ার সদস্যদের ভিতরের দ্বন্দ্ব এবং অন্য ধর্মীয় সংস্থার কাছ থেকে আসা আপত্তির জন্য মমতাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন উঠে এসেছে এই ১০ কোটি টাকা দেবার কথা। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মমতা বলেছেন, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। আমার কাছে ১০ কোটি তো দূর, ১ কোটি টাকাও নেই। সরকার আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করছে। কীভাবে বেঁচে আছি, কেউ জানে না। একজনের কাছে ২ লক্ষ টাকা ধার করে গুরুকে দক্ষিণা দিয়েছি। আমার ৩টে অ্যাপার্টমেন্ট ২৩ বছর ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে। সেগুলোর ভগ্নদশা, উইয়ে খাচ্ছে। আমার টাকা নেই, তাই কোনও ব্যবস্থা করতে পারছি না।'

গুরু রনধাওয়া সেদিন চুম্বন করতে দেননি

গায়ক উদিত নারায়ণের গালে এক মহিলা অনুরাগী চুম্বন করতে যান সেলফি নেওয়ার সময়, তখন উদিত রীতিমতো তাঁর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুম্বন করেছেন। এই নিয়ে তোলপাড় নেটমহল। কেউ কেউ তাঁকে সমর্থন করেছেন। এই সময়ে পাঞ্জাবি গায়ক গুরু রনধাওয়ার এক ভিডিও নেটমহলে অন্যভাবে সাড়া ফেলেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক মহিলা অনুরাগী গুরুর ঠোঁটে চুম্বন করতে উদ্যত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দৃশ্যতই গুরু বিব্রত, তিনি অস্বস্তিতে পড়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই আচরণ নেটমহলে দারুণ প্রশংসা পাচ্ছে। একজন লিখেছেন 'গুরু রনধাওয়াকে শ্রদ্ধা জানাই'। কেউ লিখেছেন,'উদিতজি শেখো, ভিডিওটা ভালো করে দেখো।' কেউ আবার বলেছেন, 'মহিলা বা পুরুষ যাই হও না...আরে শিল্পীদের সম্মান দাও, কোথাও একটা সীমারেখা থাকা উচিত।' আরেকজন লিখেছেন, 'মহিলা অনুরাগীই তো আগে চুম্বন করতে গিয়েছিল।' সীমারেখা টানার কথা অনেকেই বলেছেন। এদিকে উদিত আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, 'আমার অনুরাগী আর আমার মধ্যে ভালোবাসা নিখাদ, সেখানে কোনও মালিন্য নেই। এটা তারই নমুনা। কেউ কেউ স্ক্যান্ডাল করার জন্য এই ভিডিও বানিয়েছে। আমার মধ্যে কোনও পাপ নেই। যারা এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে চাইছে, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। আবার তাদের ধন্যবাদও জানাই।'

ছোট্ট তারা

আরাধ্যা ঘোষ কোচবিহার অরবিন্দ পাঠভবনের এলকেজির ছাত্রী। পড়াশোনার সঙ্গে ভালোবাসে নাচ করতে। খেলায় বেশ কয়েকটি পুরস্কার রয়েছে তার।

সোমবার পলাশের দিনে মাথাভাঙ্গায় চড়া দামে বিক্রি হল গোলাপ। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

গোষ্ঠ পাল ভবন সংস্কারের দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠটি মেখলিগঞ্জের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজনের অন্যতম পছন্দের জায়গা। এই মাঠটি পুলিশ বা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চাকরির দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল সব কিছুর ঠিকানা। এমনকি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল প্রতিযোগিতাও এই মাঠে হয়ে থাকে। আর এই মাঠের পাশেই বাম জমানায় খেলোয়াড়দের পোশাক পরিবর্তনের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় গোষ্ঠ পাল ভবন। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে সংস্কার না হওয়ায় ভবনটির উপরে থাকা জলের ট্যাংক লতাপাতায় ঢাকা পড়েছে। ভবনের ভেতর মানুষ ও গবাদিপশুর বিষ্ঠা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পরিচর্যার অভাবে ভবনটি কার্যত বেহাল হয়ে পড়েছে। তাই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে ভবনটিকে সংস্কার করে সচল রাখার।

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক পুলক পালের বক্তব্য, 'গোষ্ঠ পাল ভবন সংস্কার ভীষণভাবে প্রয়োজন। এর আগেও সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি ভবনের বেহাল দশার কথা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, সমস্যা হল বছরের একটা নির্দিষ্ট মরশুমে ফুটবল ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়। তাই বেশিরভাগ সময় ভবনটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। কিছু মানুষ সেটির অপব্যবহার করছে। তাঁর আরও সংযোজন, 'গোষ্ঠ পাল ভবন সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবন থেকে মা ক্যান্টিন আসা খেলোয়াড়দের পোশাক পরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্য গোষ্ঠ পাল ভবন তৈরি করেন। ওই সময় সেখানে পানীয় জলের পাশাপাশি শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শৈলেন দাস মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন ২০০৮-২০০৯ সাল নাগাদ গোষ্ঠ পাল

মেখলিগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবের মাঠে বেহাল অবস্থায় গোষ্ঠ পাল ভবন।

সরিয়ে ভবনের ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে। ভবনটি সচল থাকলে খেলোয়াড়রাও অনায়াসে যে কোনও সময় সেটি ব্যবহার করতে পারবেন।'

দিলীপ বর্ধন চৌধুরী দ্বিতীয়বার মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার পর নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠে খেলতে ভবনের সংস্কার করা হয়। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে ভবনটি অব্যবহার ও উদাসীনতার ফলে বেহাল অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে।

ভবনটির সংস্কারের প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের সভাপতি মানিককুমার ঘোষ বলেন, 'মাঠের উন্নয়ন হচ্ছে। পুরসভার কাছে অনুরোধ গোষ্ঠ পাল ভবনের দিকে নজর দিলে ভালো হয়। ভবনটির দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।'

আজ শহরে

■ কম্পাস নাট্যোৎসবের চতুর্থ দিনে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন প্রযোজিত 'জাতক' এবং রাত ৮টা থেকে কলকাতা নান্দনিক প্রযোজিত 'আলাদিন' নাটক মঞ্চস্থ হবে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ২
ও পজিটিভ	- ১
ও নেগেটিভ	- ১

■ **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৩
বি নেগেটিভ	- ২
এবি পজিটিভ	- ২
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৩
ও নেগেটিভ	- ১

■ **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	- ১২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১০
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ১০
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ২৫
ও নেগেটিভ	- ০

সারস্বত উৎসব শুরু মাথাভাঙ্গায়

মাথাভাঙ্গা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে শুরু হল ৪৩তম বার্ষিক সারস্বত উৎসব। ৯ দিনের এই উৎসবের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। পুরসভার চার দশকের বেশি সময় ধরে এই সাংস্কৃতিক উৎসবকে মাথাভাঙ্গার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করেন শহরের সংস্কৃতিপ্রেমীরা। প্রতিযোগিতামূলক এই উৎসবে আবৃত্তি, অঙ্কন, বিভিন্ন সংগীত ও নৃত্যের পাশাপাশি তবলা লহরা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, তাৎক্ষণিক অভিনয়, বিতর্ক, কুইজ প্রতিযোগিতা ছাড়াও রয়েছে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা।

পড়তে হবে

সোমবার এই পাতায় 'বিজেপি নেতার বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদে 'সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে হুঁশিয়ারি'র বদলে 'তৃণমূল জেলা সভাপতির হুঁশিয়ারি' পড়তে হবে।

বসন্তপঞ্চমীতে পিছিয়ে পড়েছে পলাশ

নজর গোলাপে

ফেরার পথে পা বাড়িয়ে শীত। আর তার সঙ্গে প্রকৃতির মিষ্টি রোদে কলেজ পড়ুয়া তরুণ প্রজন্মের পলাশের কুঁড়ির মতো অস্ফুট আবেগ যেন সরস্বতীপুজো প্রাঙ্গণে এগিয়ে এসেছে গোলাপ হাতে। মাথাভাঙ্গার সরস্বতীপুজোর দ্বিতীয় দিনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরলেন বিশ্বজিৎ সাহা।

মাথাভাঙ্গা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজোর দিনটিকে এমনিতে বলা হয় 'বাঙালির ভালোবাসা দিবস'। এবার দু'দিন পুজোর তিথি পড়ায় রবিবারের পর সোমবারও তরুণ-তরুণীদের উৎসবের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর অন্য নাম পলাশপ্রিয়া। পলাশ ফুল এই পুজোর অন্যতম উপাচার। এর সঙ্গে এই পুজোর অনুষঙ্গ হিসেবে চাহিদা বেড়েছে রকমারি গোলাপের।

মাথাভাঙ্গা শহরে এদিন এক একটি ডাচ গোলাপ ১০০ টাকায় আর রানাঘাটের লাল গোলাপ এক একটি ৫০ টাকায় বিক্রি হল। শহরের ফুল বিক্রেতা দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, 'সরস্বতীপুজো বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তাই প্রতি বছরই প্রিয়জনকে দেবার জন্য গোলাপ ফুলের চাহিদা থাকে। এ বছর ডাচ গোলাপ এবং রানাঘাটের গোলাপ ছাড়াও স্থানীয় ফুলচাষিদের চাষ করা গোলাপ মিলিয়ে মোট তিন হাজার গোলাপ বিক্রির জন্য তুলেছিলাম। সন্ধের মধ্যে এসব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। মুনাফাও হয়েছে বেশ।'

ফেরার পথে পা বাড়িয়ে শীত। আর তার সঙ্গে প্রকৃতির মিষ্টি রোদে কলেজ পড়ুয়া তরুণ প্রজন্মের পলাশের কুঁড়ির মতো অস্ফুট আবেগ যেন সরস্বতীপুজো প্রাঙ্গণে এগিয়ে এসেছে গোলাপ হাতে। প্রেমের দিবস বলে কথা তাই গার্লফ্রেন্ডের হাতে পছন্দের গোলাপ তুলে দিতে সোমবার সকালেই ধূপগুড়ি থেকে মাথাভাঙ্গায় ছুটে এসেছেন সাগ্নিক মিত্র। সাগ্নিক স্বীকার করলেও শহর লাগোয়া হাজরাহাটের সুজন সরকার, অমিত সরকাররা প্রিয়জনের জন্য গোলাপ কিনলেও সংবাদমাধ্যমের কাছে বললে পাছে বাড়িতে ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে দুজনেই জানায় তাদের কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই।

যে সামনে নেই সে কী মনে থাকতে পারে না? কবি তো বলেছেন মনে তার নিত্য আসা যাওয়া। আর কবির কথা একটু

> এবছর ভেবেছিলাম বেশি ফুল তুললে বিক্রি নাও হতে পারে কিন্তু আমার ধারণা ভুল। গোলাপ না থাকায় অনেক ক্রেতাকেই ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।
>
> - সুনু দাস, *ফুল ব্যবসায়ী*

> এ বছর ডাচ গোলাপ এবং রানাঘাটের গোলাপ ছাড়াও স্থানীয় ফুলচাষিদের চাষ করা গোলাপ মিলিয়ে মোট তিন হাজার গোলাপ বিক্রির জন্য তুলেছিলাম। সন্ধের মধ্যে এসব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।
>
> - দিলীপ চক্রবর্তী, *ফুল বিক্রেতা*

ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, মুখ ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। কে না জানে বসন্ত মানেই গোলাপের দিন। শহরের অপর ফুল ব্যবসায়ী সুনু দাস এক হাজার গোলাপ তুলেছিলেন বিক্রির জন্য। এক কথায় নিঃশেষিত।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে পুরোনো বন্ধুদের দেখা পেয়ে। ছবি : অপর্ণা গুহরায়

সুনু বলেন, 'গত বছর সরস্বতীপুজো এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে একই দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি পড়েছিল বলে বেশি ফুল তুলেছিলাম। এবছর ভেবেছিলাম বেশি ফুল তুললে বিক্রি নাও হতে পারে কিন্তু আমার ধারণা ভুল। গোলাপ না থাকায় অনেক ক্রেতাকেই ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।'

তবে শুধু ছেলেরাই নয় এদিন গোলাপের দোকানে বিভিন্ন বয়সি মহিলা ক্রেতাদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। তবে ক্যামেরা দেখে অনেককেই আড়ালে চলে যেতে দেখা গেল।

বড়দের দখলে ছোটদের পার্ক

হলদিবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর দিন হলদিবাড়ি শহরে অবস্থিত শিশুদের পার্ক দুটি কার্যত তরুণ-তরুণীদের দখলে চলে যায়। এবারও শিশুদের বিনোদনের জন্য গড়ে ওঠা পার্ক দুটিতে শিশুরাই ছিল ব্রাত্য। রবিবার ও সোমবার শহরের শিশু পার্কগুলিতে ভিড় জমায় তারা। দখল নেয় শিশুদের খেলার যাবতীয় উপকরণ।

শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়া ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরপাড়ায় দুটো শিশু পার্ক তৈরি করা হয়েছে। এরমধ্যে উত্তরপাড়ার পার্কে রয়েছে শিশুদের খেলার জন্য দোলনা, ঢেকি, চরকি সহ আনুষঙ্গিক খেলার সামগ্রী। এছাড়া শিশুদের বিনোদনের জন্য উদ্যানটির সর্বত্র শোভা পাচ্ছে ফাইবারের তৈরি বাঘ, হরিণ, হাতি, ঘড়া প্রভৃতি বন্য জীবজন্তু। সেকারণেই বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডেতে এই পার্কটিই ছিল প্রধান ডেস্টিনেশন।

তরুণ পঙ্কজ সরকার বলেন, প্রায়দিন শিশুদের খেলার সরঞ্জাম কিশোর-কিশোরীদের দখলে চলে যায়। সরস্বতীপুজোর দিন তাদের উপস্থিতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে নিজের শিশুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

উত্তরপাড়া পার্কটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলা সদস্য জানান, আমরা সর্বদা পার্কেই থাকি। চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস জানান, এমন অভিযোগ জানা নেই। তবে পার্কে কোনও অশালীন আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।

রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী, দুর্ভোগ পথচারীদের

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় এক ব্যক্তি বাইক নিয়ে পড়ে গেলেন। যদিও বাইকের গতি বেশি না থাকায় গুরুতর আঘাত থেকে বেঁচে যান। তাঁর বাড়ি অন্দরান ফুলবাড়িতে, নাম সুরেন দাস। পেট্রোল পাম্প থেকে বাইকে তেল ভরে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়, 'এক সপ্তাহ থেকে পুরো রাস্তাজুড়েই গৃহনির্মাণের পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। বাইক, সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। গত পরশু রাতেও বাইকের চাকা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। রাস্তা বন্ধ করে এভাবে পাথর রাখা মোটেও উচিত হয়নি।'

সুরেনবাবুর সঙ্গে কথা শেষ হতে না হতেই সুবীর বর্মন নামে এক স্কুলছাত্র সাইকেল থেকে নেমে রাস্তা পার হচ্ছিল। সে জানায়, এমনভাবে পাথরগুলো রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয়েছে হেঁটে যেতেও ভয় করে। প্রথম দিন আমিও পড়ে গিয়েছিলাম। এখন সাইকেল থেকে নেমে রাস্তা পার হই। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।

তুফানগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ণ বর্মন চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ওপর গত এক সপ্তাহ ধরে এক ট্রাক পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে কেউ যদি বাইক, সাইকেল নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যান তাঁকে নির্ঘাত পড়তে হবে। এ পর্যন্ত বহু মানুষের সাইকেল বা বাইকের চাকা এখানে এসে আটকে গিয়েছে।

শুধু এখানেই নয়, পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার ধারে নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু নির্মাণসামগ্রী নয়,মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, রাস্তার ওপর বিবাহ,অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল করা হয়। এতে করেও অনেক সময় ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দা সুদন দেবনাথের কথায়, 'জনগণের যাতায়াতে যাতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয় এই বিষয়টি পুরসভার দেখা দরকার।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'যাঁরা নির্মাণসামগ্রী রেখেছেন, তাঁদের দ্রুত সরিয়ে দিতে বলা হবে।'

রাস্তাজুড়ে নির্মাণসামগ্রী রাখা তুফানগঞ্জের পূর্ণ বর্মন চৌপথি এলাকায়।

শিক্ষকের ছাদবাগান দেখতে ভিড় বাড়ছে

তুফানগঞ্জে শিক্ষক অসীম সাহার ছাদে শোভা পাচ্ছে রংবাহারি ফুল। - সংবাদচিত্র

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরা, ডালিয়া, পিটুনিয়া, জিনিয়া, গোলাপ সহ নানা প্রজাতির পাহাড়ি ফুল থেকে বিদেশি পাতাবাহার গাছের সম্ভার। থরে থরে সাজানো রয়েছে বাড়ির ছাদে। যা দেখতে ভিড় পাড়ার প্রতিবেশী থেকে প্রকৃতিপ্রেমীদের। শুধু দেখেই যে ক্ষান্ত হচ্ছেন এমনটা নয়। একইসঙ্গে ফুলের ছবিও নিতে দৈনিক ভিড় করছেন অসীমের ছাদবাগানে।

পুর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অমর্ত্য সরণির বাসিন্দা অসীম সাহা পেশায় ধলপল উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই গাছ লাগানো তাঁর নেশা। ধীরে ধীরে একসময় বাড়ির ছাদেই তৈরি করে ফেলেছেন ফুল, ফল থেকে পাতাবাহার গাছের উদ্যান। বর্তমানে তাঁর এই ছাদবাগান যেন এলাকার উদ্যান হয়ে উঠেছে। অনেকেই বাগান দেখতে এসে অসীমের কাছে গাছ পরিচর্যার কৌশল শিখছেন। এখন তিনি নিজেই গাছের চারা তৈরি করেন। অধিকাংশ গাছ তিনি টবে বসিয়েছেন। নিয়মিত টবের গাছ পরিচর্যা করে সেই গাছে ফুল, ফল ফোটাচ্ছেন। টানা দেড় দশক ধরে সকালে ও বিকেলে নিয়মিত গাছের পরিচর্যা করা এখন তার রুটিনে পরিণত হয়েছে।

গত ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি তুফানগঞ্জ হর্টিকালচার সোসাইটির পরিচালনায় কৃষিমেলা আয়োজিত হয়। সেখানকার ফুল, ফল ও সবজি প্রদর্শনীতে ২১টি পুরস্কার জিতে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। অসীমবাবু জানিয়েছেন, একমাত্র ফুলই মানসিক শান্তি এনে দিতে পারে। তাই মানুষের মধ্যে ফুলের আকর্ষণ বাড়াতেই এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে আমার মা ও সহধর্মিণীর সহযোগিতার জন্যই এই ছাদবাগান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষকের এমন উদ্যোগে প্রশংসা জানাচ্ছেন উদ্যানপালন বিভাগের কর্তারাও। কোচবিহার জেলা হর্টিকালচার আধিকারিক সত্যপ্রকাশ সিং জানান, একজন শিক্ষক যেভাবে ফুল, ফল ও গাছে সাজিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

স্কুলের জমিতে আবর্জনায় ক্ষোভ

মেখলিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জমিতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার দাবি তুললেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের দাবি ওই এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় সহ বেশ কিছু দোকান রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সার্কিট হাউস। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বহু মানুষ যাতায়াত করেন ওই এলাকা দিয়ে। অনেক সময় সরকারি বিভিন্ন অফিসাররা সার্কিট হাউসে আসেন। তাই ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলা বন্ধের পাশাপাশি সেখানকার আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে বিজেপির তরফে। পাশাপাশি, বিষয়টি নিয়ে সাধারণের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে।

মেখলিগঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি আশেকার রহমান বলেন, 'সার্কিট হাউসের সামনে বিদ্যালয়ের জমিতে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে বিজেপি কার্যালয় সহ কয়েকটি অনলাইন কাজের দোকান, সেলুন। আবর্জনা ফেলায় এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যার জেরে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।' স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় সরকার বলেন, 'সকলের স্বার্থে এখানে আবর্জনা না ফেললে ভালো হয়। পুর কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বললেন, এব্যাপারে এতদিন কোনও অভিযোগ পাইনি। এখন অভিযোগ পেয়েছি। তাড়াতাড়ি এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শুনসান চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর। সোমবার।

আমদানি, রপ্তানি বন্ধে ব্যবসায় ক্ষতি

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৩ ফেব্রুয়ারি : গত রবিবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ। সোমবার স্থলবন্দর দিয়ে শুধু ভুটান পাঁচ গাড়ি কমলালেবু রপ্তানি করেছে বাংলাদেশে। এছাড়া আর কোনও পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়নি। বৈদেশিক বাণিজ্য কবে স্বাভাবিক হবে তাও স্পষ্ট নয়। এতে একদিকে যেমন ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি সরকারের রাজস্ব আদায়েও প্রভাব পড়ছে।

চ্যাংরাবান্ধা সুবিধা পোর্টালের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রপ্তানি বাণিজ্যে রাজ্য সরকারের প্রায় গড়ে ১০ লক্ষের উপর প্রতিদিন রাজস্ব আদায় হয়। সেটা বন্ধ হওয়ায় সরকারের ক্ষতি তো হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবসা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

ওই ঘটনায় চিন্তায় ট্রাক মালিকরাও। চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এদিন চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে কিছু জানানো না হলেও চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আব্দুল সামাদ বলেন, 'ব্যবসা বন্ধ থাকায় ক্ষতির মুখে সকলেই পড়েছে। এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমরা চিঠি দিয়ে দাবি করেছি যতদিন না ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশে পাথর ব্যবসা স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন যেন অন্যান্য পণ্য রপ্তানি ও আমদানি বন্ধ থাকে। আমাদের অনুরোধ না মানা হলে পরবর্তীতে সংগঠনের তরফে পদক্ষেপ করা হবে। এই নিয়ে বৈঠক করা হবে বলে এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে।'

চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকদিন ভারত-ভুটান মিলে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ গাড়ি পণ্য বাংলাদেশে পাঠানো হয়। তখন ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে দেড় থেকে দুই কোটির ব্যবসা হত। এখন তা প্রায় বন্ধ।

গত শনিবার থেকে পাথরের দাম নির্দিষ্ট মূল্যে (প্রতি টন ১০ ডলার) বেঁধে দেওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ভারত ও ভুটান থেকে পাথর নেওয়া বন্ধ রেখেছে। সেদিন অন্যান্য পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়েছিল। তবে রবিবার থেকে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। এতে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর

এদিকে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র পাথর নিতে রাজি ছিল না। অন্য পণ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনও আপত্তি নেই বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে শুল্ক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণত চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন আমদানি জিএসটি শুল্ক প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এখন সেটা বন্ধ রয়েছে। শুল্ক দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ব্যবসা বন্ধ থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণ এক্সপোর্টারদের বিষয়। সে ব্যাপারে শুল্ক দপ্তরের কোনও ভূমিকা নেই।

ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়ি

বারবিশা, ৩ ফেব্রুয়ারি : একটি পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যান অসম থেকে বারবিশার দিকে যাচ্ছিল। জাতীয় সড়কে জোড়াই সেতুতে ওঠার মুখে আচমকা এক মোটরবাইকচালক গাড়ির সামনে চলে আসেন। ওই বাইকচালককে বাঁচাতে গিয়ে জোরে ব্রেক কষেন পিকআপ ভ্যানচালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছনে থাকা একটি ছোট ট্রাক পিকআপ ভ্যানের পেছনে ধাক্কা মারে। কপালজোরে প্রাণে বেঁচে দ্রুত এলাকা ছাড়েন বাইকচালক। ঘটনায় কেউ জখম হননি। কিন্তু গাড়ি দুটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ গাড়ি দুটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জলপ্রকল্প পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোমবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা এবং পিএইচই বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা জেলায় চালু হওয়া জলপ্রকল্পের বিভিন্ন কাজগুলি খতিয়ে দেখেন। এদিন বঞ্চুকামারি পঞ্চায়েতের ফোকসাডাঙ্গা, বাইরিগুড়ি, পাটকাপাড়া পঞ্চায়েতের নিমতিঝোরা, উত্তর ঢালকর, পুঁটিমারি, শ্রীনাথপুর, ও মাঝেরডাবরি পঞ্চায়েতের শামুকতলা এলাকাগুলিতে পরিদর্শনে যান তাঁরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজগুলি শেষ করার নির্দেশ দেন উপস্থিত আধিকারিকরা। জল জীবন মিশনের অধীনে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পগুলি করা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

ঝড় মদনের

প্রথম পাতার পর

অভিষেক হয়ে উঠেছিলেন সর্বেসর্বা। এখন মমতা আবার বলছেন, দলে তিনিই শেষ কথা।

এমন পরিস্থিতিতে আইপ্যাকের বিরুদ্ধে মদনের বিষোদ্গার যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। পদ পেতে দলে টাকার খেলা আইপ্যাকের কারণেই তৈরি বলে তাঁর অভিযোগ। কামারহাটির বিধায়কের দাবি, 'ভিনরাজ্যের লোক টিকিট পেতে ১-২ কোটি টাকা দিতে চাইছে। তাঁদের প্রার্থী করে দেওয়ার নামে টাকা চেয়েছে আইপ্যাক। ২০২১-এর আগে এসব শুরু হয়েছিল। টাকা নিয়েও নমিনেশন দেওয়া হয়নি। লোককে কাঁদতে দেখেছি।'

বিরোধীরা মানছে, তাদের কথাই এখন মদনের মুখে। কিন্তু তিনি সেই মন্তব্য অটল থাকবেন কি না, সংশয় আছে বিরোধীদের। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'মদন মিত্র সকালে যা বলেন, বিকালে তার উলটো বলেন। উনি নিজের মন্তব্যে এক মাস অটল থাকতে পারেন না। তবে ওঁর অভিযোগ যথাযথ।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি চেক নম্বর বলে দিতে পারি। প্রধানমন্ত্রী এবারের বাজেটে যে জল জীবন মিশন ২০২৮ সাল পর্যন্ত রেখে দিলেন, সেই প্রকল্পে এক ঠিকাদার আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে কাকদ্বীপ স্টেট ব্যাংক থেকে ১১ কোটি টাকা দিয়েছিলেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'সবাই জানেন, তৃণমূলে টাকা ছাড়া কাজ হয় না। সেটাই মদন মিত্র বলে দিলেন। উনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, এই দল সমাজকে পচিয়ে দিচ্ছে।' তৃণমূল নেতৃত্ব মদনের কথায় বিড়ম্বনা ঢাকতে প্রতিক্রিয়ায় সংযত। দলের রাজ্য শাখার সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার তো বলেই দিলেন, 'ওঁর মন্তব্য নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।' দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সংযমী মন্তব্য, 'মদন মিত্র আমাদের সিনিয়ার নেতা। তাঁর কথা আরও সিনিয়ার নেতাদের বিবেচ্য। তাই এ সম্পর্কে বলব না।' মদনের নিশানায় দলের কিছু মন্ত্রীও আছেন। তাঁর কথায়, 'এমন মন্ত্রী আছেন, যাঁরা দুধে-ভাতে আছেন। চকচকে জুতো পরে গাড়ি থেকে নামছেন। এতদিন রাজনীতির পর সব বাবা-মা ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী।'

ভারতে বাংকার, সুড়ঙ্গ তৈরির চেষ্টা

হেমতাবাদে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতাহাতি

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে কালিন্দ্রী নদীর কালভার্ট দখল করে বাংকার এবং পাশ দিয়ে সুরঙ্গ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বিজিবি। আর সেটা আটকাতে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। যা নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের মাকরহাট সীমান্ত চৌকি এলাকায় চূড়ান্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

হেমতাবাদ সদর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে চৈনগর। সেখান থেকে ৯ কিলোমিটার গেলে মাকরহাট সীমান্ত চৌকি। সোমবার দুপুরে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ভারতীয় গ্রামবাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে ভিড় করে আছেন। বিএসএফ জওয়ানরা বাড় সংখ্যায় সীমান্ত সড়কে টহল দিচ্ছেন। বিএসএফকর্তাদের অনুমতি নিয়ে গেট দিয়ে কাঁটাতারের সীমানা পেরোনো গেল। প্রায় দেড়শো গজ এগোতেই কালিন্দ্রী নদী। বাংলাদেশ থেকে আসছে। নদীর উপর বেশ বড়সড়ো কালভার্ট। তার উপর ইট, বালির স্তূপ। কালভার্টের এক পাশে কয়েক মিটার লম্বা একটা সুরঙ্গ কাটা। সদ্য কাটা হয়েছে। কাঁচা মাটির পাশে স্তূপ হয়ে আছে। সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে জিরো পয়েন্ট। তারপর বাংলাদেশ। জিরো পয়েন্ট ঘেঁষেই বিজিবি এবং ওপারের গ্রামবাসীরা মারমুখী মেজাজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে হাতে সরঞ্জাম নিয়ে রাজমিস্ত্রির দল। পাশে সার দিয়ে রাখা সুরঙ্গে ব্যবহারের জন্য বড় বড় হিউম পাইপ। এই দলটাই কিছুক্ষণ আগে বিএসএফের প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নিজেদের সীমান্তে দাঁড়িয়ে তখনও উত্তেজনাকর মন্তব্য সহ চিৎকার করে চলেছে। ঘটনাস্থলে ভারতীয়দের দেখতে পেয়ে বোধহয় বিজিবি জওয়ানরা চ্যাঁচিয়ে সংযোজন করলেন, 'কালভার্ট আমরা দখল করবই।'

হেমতাবাদ থানার মাকরহাট সীমান্তে বাংলাদেশিদের নির্মাণ।

বিএসএফ ও এপারের গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাঁটাতারের ওপারে মাঠের মধ্যে আলো এবং যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে গিয়েছিলেন। তখনই নির্মাণকাজগুলো দেখতে পান। বিএসএফ জওয়ানদের দেখে বাংলাদেশিরা কাজ বন্ধ করে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু সোমবার সকালে ফের ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে কালিন্দ্রী নদীর কালভার্টটি দখল করে কাজ শুরু হয়ে যায়। নির্মাণ শ্রমিক এবং বিজিবির পাশাপাশি তখন বাংলাদেশি নাগরিক। মিষ্টি কথায় কাজ হবেনা বুঝতে পেরে বেলা ন'টা নাগাদ বিএসএফের এক কোম্পানি জওয়ান ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে আলোচনা একসময় তর্কাতর্কি হয়ে হাতাহাতির রূপ নেয়। খবর পেয়ে ভারতীয় গ্রামবাসীরাও লাঠিসোটা যে যা হাতের সামনে পেয়েছেন তাই নিয়ে বিএসএফের পাশে দাঁড়াতে সীমান্তে চলে যান। কিন্তু বিএসএফ তাদের বুঝিয়ে সীমান্ত সড়কেই আটকে দেয়। ওদিকে বিএসএফ জওয়ানদের পাল্লা ভারী দেখে ততক্ষণে বাংলাদেশিরাও নির্মাণকাজ বন্ধ রেখে নিজেদের ভূখণ্ডে পিছিয়ে গেছে। কিন্তু দুই পারের গ্রামবাসীদের চিৎকার পালটা চিৎকার এবং বিএসএফ – বিজিবির টহলে সীমান্তে তখন যুদ্ধ যুদ্ধ উত্তেজনা।

হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাকরহাট এলাকায় সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও, পিরগঞ্জ, হরিপুর এলাকা। ওদিক থেকে বাংলাদেশি পাচারকারীরা পাচার করছে জাল নোট এদিক থেকে পাচার হচ্ছে কাফ সিরাপ সহ নানারকম মাদক। গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোর সন্দেহ বেশকিছু বাংলাদেশি দুষ্কৃতী হেমতাবাদ থানা এলাকার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে লুকিয়ে রয়েছে। বাসিন্দা বাবলু মণ্ডল বলেন, বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এসে কুলিক নদীর উপর কালভার্টের নীচে কাঁটাতারের বেড়া নেই। ওপারের দুষ্কৃতীরা রাতেরবেলা ওখান দিয়ে এপারে এসে গোরু, মোষ চুরি করে নিয়ে যায়। পাশেই নদীর নীচ দিয়ে সুরঙ্গ খুঁড়ে ফেললে তো আমাদের নিরাপত্তা বলেই কিছু থাকবে না। তাই বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে আমরাও এই লড়াইতে শামিল হতে চাই।'

স্মৃতি হয়ে থাকুক শৈশবের সরস্বতীপুজো।। সোমবার ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

পঞ্চায়েত সমিতির কাজ করতাম নিরপেক্ষভাবে

শেতাম যদি সিংহাসন

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতায় রয়েছে শাসকদল। আর সেই শাসকদলের বিরুদ্ধে কাজ পরিচালনা নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। বিরোধী দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যোগ্য সম্মান না দেওয়া থেকে শুরু করে এলাকার উন্নয়নে তারা কিছুই করেনি বলে অভিযোগ সামনে আসছে।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেখানে ১৩টি আসন পেয়েছে বিজেপি। ক্ষমতায় তাঁরা থাকলে ঠিক কী কাজ করতেন সেই পরিকল্পনা জানান বিরোধী দলনেতা অরবিন্দ বিশ্বাস। পঞ্চায়েত সমিতির কাজ নিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতেন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নানা সমস্যায় জর্জরিত। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে মানসাই, দোলং, ধরলা, শালটিয়া, আমতলা নদী রয়েছে। আর প্রতিটি নদীতেই রয়েছে পাড়ভাঙন সমস্যা। বর্ষাকালে আতঙ্কে থাকেন বাসিন্দারা। তবু সেই সমস্যা মেটাতে তৃণমূল কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ। অরবিন্দ বলেন, 'আমি ক্ষমতায় থাকলে এই নদীভাঙন রোধ করে কৃষিজমি বাঁচাতে প্রয়োজনীয় তদ্বির করতাম।'

ওই এলাকায় দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় তিন হাজার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। কান পাতলেই স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তাদের মহাসংঘ নিয়ে নানা অভিযোগ ও অনিয়মের কথা শোনা যায়। মহিলাদের সশক্তিকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প চালু করতে উদ্যোগী হতেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

অরবিন্দ বিশ্বাস।

আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজে দুর্নীতির ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে যা তৈরির ছয় মাসের মধ্যে ভেঙে যাচ্ছে। অরবিন্দ বলেন, 'আমি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলে দুর্নীতি রোধ করে মজবুত রাস্তা তৈরি করতাম।'

মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বিভিন্ন ছোট নদীতে সাঁকো বা দুর্বল সেতুর সমস্যা রয়েছে।

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই সাঁকো বা দুর্বল সেতু সংস্কারে কাজ করতেন বলে জানান। এছাড়া, পরিস্রুত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছানো, যোগ্যদের আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া সহ নানা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অরবিন্দের কথায়, 'প্রয়োজনে সুশীল বর্মনের বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় শিশু উদ্যান, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পথবাতি সারাইয়ের চেষ্টা করতাম।

বর্তমানে শাসকদল পছন্দের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বেশি কাজ করছে বলে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সমানভাবে উন্নয়ন হত বলে দাবি তাঁর।

তিনি বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের কাজের জন্য বিরোধী দলের পঞ্চায়েত-প্রধানকে বাধ্য করতাম না দলবদলে। বেশ কিছু হাট, বাজার পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। সেইসব বাজারের উন্নয়নের চেষ্টা করতাম। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে বেহাল পিকনিক স্পট সংস্কার ও নতুন পিকনিক স্পট তৈরির উদ্যোগ নিতাম।'

দলগুলোর আয় স্পষ্ট বোঝা যায়

প্রথম পাতার পর

মিডিয়া অডিটে ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

এবার আসা যাক নেতা-নেত্রীদের ভ্রমণের খরচে। তারকা প্রচারকদের জন্য দলের সদর দপ্তর থেকে খরচ করা হয়েছে ১৬৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। বড় বড় তারকার জন্য বিমান ভাড়াও রয়েছে এর মধ্যে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অমিত শা, জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং, পীযূষ গোয়েল, রবিশংকর প্রসাদরা। কংগ্রেসই বা কম যায় কীসে! তারা নেতা-নেত্রীদের ভ্রমণ খরচ দেখিয়েছে ১০৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা। তাঁদের মধ্যে আছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি। এ বাদেও মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, বাল্ক এসএমএস, টিভিতে প্রচারে কংগ্রেস খরচ করেছে ৪০৯ কোটি।

এছাড়াও টুপি, ফ্ল্যাগ, ন্যায় গ্যারান্টি কার্ডে খরচ আরও ৬৮ লক্ষ। তার আগের বছর রাহুলের দ্বিতীয় ভারত জোড়ো যাত্রায় খরচ হয়েছে ৪৯ কোটি ৬৩ লাখ। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর প্রথম ভারত জোড়ো যাত্রায় কংগ্রেস খরচ দেখিয়েছিল ৭১ কোটি ৮৪ লাখ।

লোকসভার ভোট, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল, ওডিশার বিধানসভা ভোট মিলিয়ে কংগ্রেস গতবছর খরচ করেছে ৬৮৬ কোটি।

তাদের ৩২৮ জন প্রার্থীর জন্য ৬৬ কোটি। হিসেব মিলাতে বসলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতা হারানোর মাশুল ভালোমতোই দিতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। ২০১৯ সালে তারা যে খরচ করেছে, গতবছর তা কমে গিয়েছে ১৬.৪ পার্সেন্ট। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল খরচ দেখিয়েছে ১৪৭ কোটি টাকা, ডিএমকে ১৪৫ কোটি। অখিলেশের সমাজবাদী পার্টির খরচ ৪৮ কোটি। সিপিএম খরচ করেছে ২৫ কোটি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৩ লাখ।

কারও বুঝতে অসুবিধে নেই, এই টাকা দেনেওয়ালারা নিছক আদর্শে গদগদ হয়ে মুক্তহস্তে দান করছেন এমনটা নয়।

আবার মান্ধাতার আমলের মতো চাঁদার বইয়ের পাতা কেটে কিংবা কৌটো নাড়িয়ে টাকা তোলার পাট চুকেছে কবেই।

যদিও রিপোর্টে বলা থাকে জনগণের কাছ থেকে আদায় হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। আর ফান্ডে যে টাকাটা আসে তার সবটাই ধবধবে সাদা এমনও নয়। নিজেদের স্বার্থে দাতা হন তাঁরা, ভবিষ্যতে কলাটা, মুলোটা বাগিয়ে নিতে চান সক্কলে।

উৎসবেও দ্বন্দ্ব

প্রথম পাতার পর

কিন্তু উদ্বোধনীতে এত মানুষের উপস্থিতি সাধারণত চোখে পড়ে না।' তবে মন্ত্রী যতই সাফল্যের কথা বলুন বিতর্ক পিছু ছাড়বার নয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলেরই একাংশের অনুপস্থিতিকে নিশানা করে পার্থপ্রতিম বলেন, 'কেউ কেউ শত ব্যস্ততার মধ্যে ভাওয়াইয়ার জন্য হয়তো সময় বের করে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভাওয়াইয়া গানের জাদু তাঁদের এই মঞ্চে টেনে নিয়ে আসবেই।' প্রকারান্তরে তিনি নেতাদের অনুপস্থিতিকে বুঝিয়েছেন।

যদিও রবীন্দ্রনাথকে নিশানা করে গিরীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা কেউ ঘরে বসে নেই। মাথাভাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী সারস্বত উৎসবে যোগ দিয়েছি। আর আমাদের কতটা ভাওয়াইয়া প্রীতি রয়েছে তার সার্টিফিকেট রবিবাবুর কাছ থেকে নিতে হবে না।'

ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের সময় উদয়নও সারস্বত উৎসবে ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার যদি ভাওয়াইয়ার প্রতি টান থাকে তাহলে বলরামপুরে গেলেই সেটা প্রকাশ পাবে এমন ভাবাটা ভুল। দিনহাটা উৎসবে আমি একদিন ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু সেটা আমি ঢাকঢোল পিটিয়ে বলিনি যে, আমি ভাওয়াইয়াকে কতটা ভালোবাসি। রাজবংশী সংস্কৃতি বা ভাওয়াইয়া কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না।' সম্প্রতি কোচবিহার জেলায় তৃণমূলের বিভিন্ন বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভায় দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। এখনও পর্যন্ত একটি সভাতেও কাকা-ভাইপো অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিম উপস্থিত হননি। যা নিয়ে উদয়ন, সাংসদ জগদীশচন্দ্র, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বারবার তোপ দেগেছেন। সেই কোন্দল রাজ্য ভাওয়াইয়ার উদ্বোধনেও বজায় রইল।

নমোর 'হ্যাংলামি'

প্রথম পাতার পর

আমাদের কনসাল জেনারেলের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম। কোনও পর্যায়েই প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র নিয়ে আলোচনা হয়নি। রাহুল গান্ধির বক্তব্য মিথ্যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হতে পারে। কিন্তু এটা দেশের ক্ষতি করেছে।'

রাহুলের অভিযোগ ছিল, চিন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান ভারতীয় সেনাবাহিনীর। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলে চলেছেন চিনা আগ্রাসন হয়নি। অথচ ভারতীয় সেনা বলছে, আমাদের ৪০০০ বর্গকিমি এলাকা দখল করে রেখেছে চিন।' তখন অবশ্য লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা পালটা বলেন, 'আপনি যা বলছেন, তার প্রমাণ দেখাতে হবে সভাকে।'

অধ্যক্ষের কথার তোয়াক্কা না করে রাহুল বলতে থাকেন, 'ভারতে শিল্প ও উৎপাদন খাতের বিকাশ না হওয়ায় দেশ ক্রমশ চিনা পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি স্বরূপ। উৎপাদনে ব্যর্থ ভারত চিনের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক।'

রাহুলের অভিযোগ, 'দেশ বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ। শুধু এনডিএ নয়, ইউপিএ সরকারও কর্মসংস্থান নিয়ে দেশের যুবসমাজকে স্পষ্ট দিশা দেখাতে পারেনি। ২০১৪-তে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন ক্ষেত্রের অংশীদারি ছিল ১৫.৩ শতাংশ, যা কমে ১২.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এটা মেক ইন ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার প্রমাণ।' তাঁর বক্তব্য, 'মেক ইন ইন্ডিয়া ভালো উদ্যোগ ছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ।'

দ্বিগুণ বরাদ্দ, ৮ স্টেশনের কাজ শেষের সম্ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : গত বছরের তুলনায় আগামী অর্থবর্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য বরাদ্দ বাড়ল অনেকটাই। এছাড়াও পুরোনো যে কাজগুলো চলছে নতুন আর্থিক বছরে সেগুলো দ্রুত শেষ করার ভাবনা রয়েছে রেলের। অমৃত ভারত প্রকল্পে এই ডিভিশনে ১৫টি স্টেশন সংস্কারের কাজ চলছে। আগামী অর্থবর্ষে তার মধ্যে অন্তত ৮-৯টি স্টেশনের কাজ শেষ করতে চায় রেল।

গত অর্থবর্ষে এই ডিভিশনে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে রেল ২৪৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। আর আগামী অর্থবর্ষে সেই বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ, ৪৫৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পর আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেলের বিভিন্ন কাজ নিয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। সেইসঙ্গে এদিন ভার্চুয়ালি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোও। রেলমন্ত্রী এরাজ্যে রেলের কাজের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। এরপরই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন ডিআরএম। অমরজিৎ বলেন, '৪৫৮ কোটি টাকা খরচ করার জন্য আমাদের দেওয়া রয়েছে। সেই টাকা কীভাবে খরচ করা যায়, সেটা দেখা হচ্ছে।'

রেল সূত্রে খবর, ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে ১২২ কোটি টাকা, ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে ১২৮ কোটি টাকা, ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ২৪১ কোটি টাকা খরচ করেছিল আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। এই টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করা হয়। ফুট ওভারব্রিজ তৈরি, সেতু তৈরি, প্ল্যাটফর্ম সংস্কারের মতো কাজ করা হয়। এবার বরাদ্দ করা টাকায় কী কী কাজ করা হবে, সেব্যাপারে এদিন স্পষ্ট করে বলতে পারেননি রেলকর্তারা। আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন।

ডিআরএম অফিসে রেলমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু স্টেশনে কাজ চলছে। চালসা, রাজভাতখাওয়া স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মাদারিহাট, ক্যারন, চালসার মতো কয়েকটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ হয়েছে। লো ও মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্মকে হাই লেভেল করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দুটো লিফট লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। চলতি বছরে ওই স্টেশনে আরও দুটো লিফট লাগানো হবে। কামাখ্যাগুড়ি ও নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনেও দুটো করে লিফট লাগানো হবে। রাজাভাতখাওয়া, হ্যামিল্টনগঞ্জ, মুজনাই, বিন্নাগুড়ি, নাগরাকাটার মতো স্টেশনগুলোর প্ল্যাটফর্ম সাজানো হয়েছে।

এদিন রেলকর্তা জানিয়েছেন, আগামী অর্থবর্ষে বীরপাড়া ও কামাখ্যাগুড়িতে রেল ওভারব্রিজের (আরওবি) কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়া ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের জন্য জোর দেওয়া হবে কালচিনি ও বিন্নাগুড়ি স্টেশনের ওপর। এসব কাজের পাশাপাশি অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশন সংস্কারের কাজ আরও দ্রুত করতে চাইছে রেল। এই প্রকল্পে এই ডিভিশনের স্টেশন সংস্কারের কাজ কতদিনের মধ্যে শেষ হবে? এই প্রশ্ন করলে ডিআরএম অমরজিৎ বলেন, 'এক-একটি স্টেশনের কাজ এক-এক পর্যায় রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সেগুলো শেষ করার। এবছর ৮-৯টি স্টেশনের কাজ শেষ হবে।' রেল সূত্রে খবর, কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের কাজ আগামী দু'মাসের মধ্যে শেষ হতে পারে। দ্রুত শেষ হতে পারে গৌরীপুর স্টেশনের কাজও।

রেললাইনের পাশে হাতি চলে এলে যাতে নিকটবর্তী স্টেশনে খবর চলে যায়, সেজন্য রেললাইন বরাবর একটি সিস্টেম বসানোর কাজ করছে রেল। আগামী অর্থবর্ষে সেই সিস্টেম বসানো হবে দমনপুর থেকে শিলিগুড়ি অবধি। এছাড়া, জন বারলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন আলিপুরদুয়ারে রেলের মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা নিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই হাসপাতাল নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে। তাতে জানানো হয়েছে, রেল হাসপাতালের জন্য জমি দিতে রাজি। তবে পরিকাঠামো গড়ার দায় ঝেড়ে ফেলেছে।

প্রতিযোগিতা শুরু

প্রথম পাতার পর

কাটোয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জেলা লোকসংগীতের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান এখানেও করা হল। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সারা জেলার লোকসংগীতের শিল্পীরা প্রাণভরে আনন্দ করল। আমাদের আনন্দ তখন বাঁধনছাড়া।

অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব অবতারে ১৯৮৬-তে মহাকরণে পোস্টিং। কলকাতার বহু গুণী মানুষের পাশাপাশি আমার জন্মভূমি কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার মানুষ মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার সঙ্গেও আলাপ হল। উত্তরবঙ্গের নানা সমস্যার আলোচনায় ভাওয়াইয়ার কথা উঠে এল।

উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদেরকে এই গানের প্রতি আকৃষ্ট করার বিষয়ে আলোচনা হল। সম্ভাব্য উপায় হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে তিনি আমাকে একটি প্রোজেক্ট জমা দিতে বললেন। অর্থ বিভাগের 'নো অবজেকশন' নিয়ে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের সেন্ট্রালি স্পনসরড স্কিম হিসাবে রাজ্যব্যাপী ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন এল। উদ্দেশ্য ভাওয়াইয়ার উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচার। ১৯৯০ সালে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্লক নিয়ে প্রথম প্রতিযোগিতা হল। কারণ তখন উত্তরবঙ্গের সব ব্লক থেকে প্রতিযোগী পাওয়া সম্ভব ছিল না।

পরবর্তীতে সব ব্লক শুধু নয়, পুর এলাকাকেও আলাদা একক হিসাবে এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রতিযোগীদেরকে অনুষ্ঠানে শামিল করা হয়।

ব্লক স্তর থেকে পাশ করে আসা প্রতিযোগীদের নিয়ে বিশাল মেলাস্থল- ভাওয়াইয়ামেলা, কৃষিমেলা, সঙ্গে পঞ্চানন বর্মা ও আব্বাসউদ্দিনকে নিয়ে দুটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনী কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার স্থান হয়ে ওঠে। এখন নিশ্চয়ই তা আরও ব্যাপক হয়েছে। অসুস্থ দীনেশদা বিছানায় শুয়ে তাঁর স্বপ্নপূরণ কল্পনা করছেন। দূর থেকে আমিও সেই স্বপ্নপূরণের আশায়।

৪-১ ব্যবধানে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টি২০ সিরিজ জয়ের পর ভারতীয় দল। মুম্বইয়ে।

কনকাশন বিতর্কে জসদের কটাক্ষ কোচ গম্ভীরের

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থ ম্যাচে শিবম দুবের কনকাশন পরিবর্ত হিসেবে হর্ষিত রানাকে খেলানো নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরও। ইংল্যান্ড ক্রিকেটমহল তো বটেই, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পর সুনীল গাভাসকারও তুলোধোনা করেছেন গৌতম গম্ভীরদের।

গাভাসকারের দাবি, থিংকট্যাংকের সিদ্ধান্তে কালিমালিপ্ত হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটই। চালাকি করে ম্যাচ জেতার কোনও দরকার ছিল না। শিবম ও হর্ষিতের মধ্যে শারীরিক উচ্চতাটুকু ছাড়া কোনও মিল নেই। ইংল্যান্ডের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে।

গতকাল যে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন গম্ভীর। মুম্বই ম্যাচ শেষে কেভিন পিটারসেনের এক প্রশ্নের জবাবে ইংল্যান্ডের ১০.৩ ওভারে গুটিয়ে যাওয়া নিয়ে খোঁচাও দেন। গম্ভীর বলেছেন, ‘আজ ঠিক ৪ ওভার বল করতই শিবম (শিবম ২ ওভারে ২ উইকেট নেন)। কিন্তু...। তাছাড়া শিবমের পরিবর্ত হিসেবে হর্ষিতের খেলার সমস্যা কোথায়? মূল কথা তো ৪ ওভার বোলিংই।’

‘হারতে ভয় পাই না আমরা’

বিতর্ক সরিয়ে ম্যাচের নায়ক অভিষেক শর্মা। আর অভিষেকদের মতো তরুণ তুর্কির কাঁধে চেপে আগ্রাসী ক্রিকেটই যে ভারতের পাখির চোখ, পরিষ্কার করে দিলেন হেডকোচ। গম্ভীরের দাবি, তাঁর দল হারতে ভয় পায় না। টি২০-তে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে বদ্ধপরিকর। লক্ষ্য নিয়মিত ২৫০-২৬০ স্কোর করা। তবে ঝুঁকির শট খেলতে গিয়ে ১২০-১৩০ রানে গুটিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। চিন্তিত নন একটা-আধটা ম্যাচ হারলেও। গত ৬ মাস ধরে যে স্ট্র্যাটেজি ক্রমশ রপ্ত করে নিয়েছে তাঁর তরুণ টি২০ ব্রিগেড।

বোলিং পরিকল্পনা নিয়ে অভিষেকদের হেডস্যারের যুক্তি, ইংল্যান্ডের যা ব্যাটিং লাইনআপ, তাতে পাওয়ার প্লে-তে ঝড় উঠবেই। কিন্তু ৭-১৫ ওভারে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ করাই লক্ষ্য ছিল ভারতের। রবি বিষ্ণোয় ও বরুণ চক্রবর্তী, দুই স্পিন ফলাকে লক্ষ্যপূরণে ব্যবহার করা হয়েছে। যে স্ট্র্যাটেজি সফল।

পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে বোলিংয়ে তুরুপের তাস বরুণ চক্রবর্তী। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘আইপিএল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, যেভাবে পালাবদল ঘটিয়েছে, দুর্দান্ত। ইংল্যান্ড অত্যন্ত ভালো দল। সেদিক থেকে এই সিরিজ বরুণের জন্য বেঞ্চমার্ক। যেভাবে কঠিন সময়ে বল করেছে, তা প্রশংসার যোগ্য।’

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও একই সুরে বলেছেন, ‘টিম মিটিংয়ে এনিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। সবার কাছে পরিষ্কার বার্তা, আগ্রাসী ক্রিকেট খেলব। নিশ্চিতভাবে এটা করে দেখানো অত্যন্ত ঝুঁকি সাপেক্ষ। কিন্তু দিনের শেষে যে স্ট্র্যাটেজির সুফল পাচ্ছি আমরা। অতএব এটা বজায় থাকবে।’

সূর্যর মুখে ফিল্ডার বরুণের কথা। দলের সবচেয়ে দুর্বল ফিল্ডার থেকে ক্রমশ ধারালো হয়ে ওঠার নেপথ্যে প্রচুর পরিশ্রম, ঘাম ঝরানো। সূর্য জানান, ফিল্ডিং কোচের কাছে লম্বা সময় পড়ে থাকে রহস্য স্পিনার। যার ঝলক দুরন্ত দুই ক্যাচে। সিরিজ সেরার পুরস্কার হাতে সেই খুশিটা ঝরে পড়ল বরুণের কথাতেও।

বলেছেন, ‘আমার ফিল্ডিংয়ের জন্য সবাই হাততালি দিচ্ছে, প্রশংসা করছে, দেখে দারুণ লাগছে। দলের প্রত্যেকে ফিল্ডিং উন্নতিতে খাটছে। আমিও। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ স্যারের সঙ্গে পরিশ্রম করছি। সুফল পাচ্ছি। আর বোলিংয়ে হয়তো কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছে এই মুহূর্তে। তবে উন্নতির সুযোগ সবসময় থাকে। সেটাই আমার মূল লক্ষ্য।’

দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞ অভিষেকের বাবা

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : কীভাবে খুশিটা প্রকাশ করবেন বুঝতে পারছেন না। গোটা স্টেডিয়াম, প্রত্যেক দর্শক যেভাবে ছেলেকে সমর্থন জুগিয়েছেন, সবার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। রবিবার ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথের পর এই কথা বলতে শোনা গেল ম্যাচের নায়ক অভিষেক শর্মার গর্বিত বাবাকে।

অভিষেকের মা-বোন মাঠে ছিলেন। টিভিতে চোখ রাখেন বাবা রাজকুমার। প্রতিটি শটের পর যেভাবে ‘অভিষেক অভিষেক’ আওয়াজ উঠেছে, গর্বে বুক ফুলে গিয়েছে। আবেগতাড়িত প্রাক্তন রনজি ক্রিকেটার রাজকুমার বলেছেন, ‘মেয়ে এবং স্ত্রী ওয়াংখেড়েতে বসে অভিষেকের ব্যাটিং দেখেছে। আমি টিভিতে। আমাদের জন্য সত্যিই গর্বের মুহূর্ত। দর্শকরা যেভাবে ওকে সমর্থন করেছে, খুশি প্রকাশের ভাষা জানা নেই।’

গর্বিত কোচ, মেন্টর তথা অভিষেকের সবথেকে বড় সমালোচক যুবরাজ সিংও। উনিশ-বিশ হলেও কড়া সমালোচনা। শুধরে দেন ভুলও। তবে ওয়াংখেড়ে স্পেশালে ভুল খুঁজে পাচ্ছেন না ভারতীয় ক্রিকেটের ‘সিক্সার কিং’ যুবি। সামাজিক মাধ্যমে ‘ছাত্রের’ প্রশংসায় লিখেছেন, ‘দুর্দান্ত খেলেছ অভিষেক। আজ তুমি ঠিক যে জায়গায় পৌঁছেছ, বরাবর সেখানেই তোমাকে দেখতে চেয়েছি।’

হাজারো প্রশংসার মধ্যেও অভিষেকও তাকিয়ে ছিলেন যুবি পাজির কী প্রতিক্রিয়া থাকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, আশা করি আজকের ইনিংসে খুশি হবেন যুবি পাজি। প্রশংসা করে যুবির পোস্টের পরে অভিষেকের মজার প্রতিক্রিয়া, ‘সম্ভবত প্রথমবার যুবি পাজি কোনও তীর্যক মন্তব্য ছাড়াই পোস্ট করলেন আমাকে নিয়ে। অবশেষে আমাকে নিয়ে গর্বিত। আমি খুশি, দারুণ খুশি।’

এভাবেই দেখতে চেয়েছি : যুবি

অভিষেকের গুণমুগ্ধের তালিকায় কেভিন পিটারসেন, মাইকেল ভনরাও। ৫৪ বলে ১৩৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস নিয়ে কেপি বলেছেন, ‘আমার দেখা সেরা টি২০ ইনিংস। আগামীদিনে অভিষেক এর চেয়ে ভালো ইনিংস খেলতে পারে কিনা, তাকিয়ে থাকব। তবে আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভালো খেলা সম্ভব। রবিবার কার্যত অপ্রতিরোধ্য ছিল। অনায়াস দক্ষতায় অসাধারণ সব শট খেলল। কার্যত চার-ছক্কার বন্যা।’

মুগ্ধ ভনের কথায়, দুর্দান্ত প্লেয়ার। এর চেয়ে ভালো খেলা বোধহয় সম্ভব নয়। তাঁর দেখা সেরা ইনিংসও। নিখুঁত ব্যাটিং, পাওয়ার, দক্ষতার সঙ্গে স্টাইলের কম্বিনেশন। ভারতীয় ক্রিকেটের কট্টর সমলোচক ভন নিশ্চিত নন ফের এমন ইনিংস দেখতে পাবেন কি না।

ভন বলেছেন, ‘স্পিন এবং পেস, দুইয়ের বিরুদ্ধে অনায়াস শট খেলার দক্ষতা রয়েছে অভিষেকের মধ্যে। ক্রিকেট মস্তিষ্কও দুর্দান্ত। জোফ্রা আর্চারকে কাট শটে ছক্কা মারল। বুঝে গিয়েছিল এরপর ওপরের দিকে বল রাখবে। সেইমতো পিচ ছেড়ে এক্সট্রা কভারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দিল! যথার্থ অর্থেই অলরাউন্ড ব্যাটার।’

> আমার দেখা সেরা টি২০ ইনিংস। আগামীদিনে অভিষেক এর চেয়ে ভালো ইনিংস খেলতে পারে কিনা, তাকিয়ে থাকব। তবে আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভালো খেলা সম্ভব। রবিবার কার্যত অপ্রতিরোধ্য ছিল। অনায়াস দক্ষতায় অসাধারণ সব শট খেলল। কার্যত চার-ছক্কার বন্যা। -কেভিন পিটারসেন

টাটা স্টিল দাবায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে উত্তেজিত প্রজ্ঞানানন্দ

আমস্টারডাম, ৩ ফেব্রুয়ারি : ‘আজকের দিনটা আমার কাছে খুব স্পেশাল’- বক্তা রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ। সদ্যসমাপ্ত টাটা স্টিল দাবায় তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। হারিয়েছেন স্বদেশীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশকে। এটাই তাঁর কেরিয়ারের প্রথম টাটা স্টিল মাস্টার্স শিরোপা।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রজ্ঞা বলেছেন, ‘আমি এখনও উত্তেজনায় কাঁপছি। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। দিনটা আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ, আমি এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তবে সেই সঙ্গে দিনটা খুব চাপেরও ছিল।’

শেষ রাউন্ডের শেষে প্রজ্ঞা ও গুকেশ দুইজনেই ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন। ফলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করতে দুই ভারতীয়ের মধ্যে টাইব্রেকার হয়। টাইব্রেকারে ফলাফল ১-১ থাকায় খেলা গড়ায় সাডেন ডেথে। সেখানে শেষ হাসি হাসেন প্রজ্ঞানানন্দ। টাইব্রেকারে কঠিন লড়াই সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রজ্ঞা বলেছেন, ‘এটা কঠিন ম্যাচ ছিল। আমি ভিনসেন্ট কেইমারের বিরুদ্ধে যে পারফরমেন্স করেছিলাম, তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম গুকেশ আরও ভালো ফল করবে।’

শেষ রাউন্ডের খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ পরাজিত হন স্বদেশীয় অর্জুন এরিগাইসির কাছে। তাই শেষ রাউন্ডে ভিনসেন্টের বিরুদ্ধে অন্ততপক্ষে ড্র করে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ছিল প্রজ্ঞার কাছে। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ হাতছাড়া করে ভিনসেন্টের কাছে পরাজিত হন।

ধোঁয়াশা বাড়িয়ে এনসিএ-তে বুমরাহ

বেঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহ কি ফিট? আরও কতদিন লাগতে পারে তাঁর ফিট হতে?

অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ টেস্টে সিডনিতে পিঠে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। সেই চোট পাওয়ার পর থেকেই তিনি ক্রিকেট মাঠের বাইরে। ভারতীয় ক্রিকেটমহল এখনও জানে না বুমরাহ কবে ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবেন। অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বুমরাহকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে রেখেছেন। কিন্তু বুমরাহ ফিট হয়ে দুবাই যেতে পারবেন কিনা, এখনও অজানা দুনিয়ার।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই পিঠের চোট নিয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আজ বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হাজির হয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর বোলার। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন বুমরাহ থাকবেন এনসিএ-তেই। সেখানেই তাঁর পিঠের চোটের অবস্থা খতিয়ে দেখবেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসক, ফিজিওরা। বুমরাহর যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার পর তাঁরা সরাসরি সেই রিপোর্ট দেবেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে। সেই রিপোর্টে বুমরাহ ফিট হচ্ছেন, পিঠের চোটের সমস্যা কমেছে, এমনটা হলে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি খেলতে দুবাই যেতে পারেন ভারতীয় পেসার। কিন্তু রিপোর্টে সমস্যা থাকলে হয়তো বুমরাহকে পিঠে অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সিডনিতে পিঠে চোট পাওয়ার পর বিসিসিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক রোয়ান শাওটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে বুমরাহর পিঠে যে স্ক্যান হয়েছিল, তার রিপোর্ট দেখার পর মনে করা হয়েছিল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়তো পড়বে না ভারতীয় পেসারের। কিন্তু মাঝে এক মাস পার হয়ে যাওয়ার পর চোটের পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হল, তার পর্যবেক্ষণের জন্যই বুমরাহ হাজির হয়েছেন এনসিএ-তে। শেষ পর্যন্ত তাঁর চোটের পরিণতি কী হয়, সেটাই এখন দেখার। বুমরাহর পিঠে ফের অস্ত্রোপচার করতে হলে তিনি দীর্ঘসময়ের জন্য ক্রিকেটের বাইরে চলে যাবেন। ভারতীয় ক্রিকেটমহল মনে করছে, দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহ না খেলতে পারলে শুরুর আগেই ধাক্কা খাবেন রোহিত শর্মার ভারত। শেষ পর্যন্ত বুমরাহর ক্রিকেট ভাগ্যে কী অপেক্ষা করে রয়েছে, আগামী দুই-তিনদিনের স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে খবর।

> প্রাথমিকভাবে বুমরাহর পিঠে যে স্ক্যান হয়েছিল, তার রিপোর্ট দেখার পর মনে করা হয়েছিল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়তো পড়বে না ভারতীয় পেসারের। কিন্তু মাঝে এক মাস পার হয়ে যাওয়ার পর চোটের পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হল, তার পর্যবেক্ষণের জন্যই বুমরাহ হাজির হয়েছেন এনসিএ-তে।

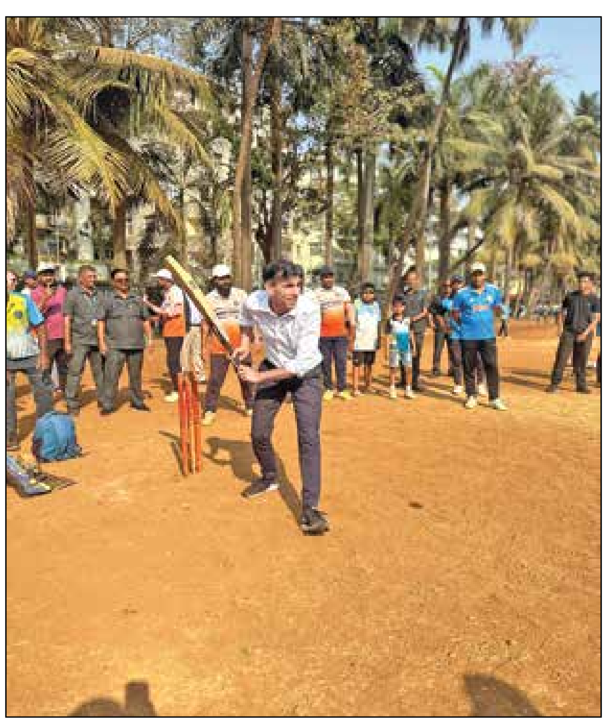

মুম্বইয়ে পার্সি জিমখানা ক্লাবের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে ব্যাট হাতে ঋষি সুনক।

ব্যাট হাতেও কামাল সুনকের

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : সকালে কচিকাঁচাদের সঙ্গে ব্যাট হাতে চুটিয়ে ক্রিকেট। রাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড-ভারত টি২০ দ্বৈরথে দর্শকের ভূমিকায়। মুকেশ আম্বানির সঙ্গে খোশমেজাজে ম্যাচের স্বাদ নিলেন। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের রবিবারের মুম্বই সফরের বেশিরভাগ সময় কাটল ক্রিকেটকে ঘিরেই।

‘ক্রিকেট ছাড়া মুম্বই সফর অসম্পূর্ণ’

ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা, প্রতিষ্ঠা লাভ। কিন্তু শিকড় ভারতেই। ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিকই। উনবিংশ শতাব্দীকে আরবসাগরের কোলের মায়ানগরীতে গড়ে ওঠা পার্সি জিমখানা ক্লাবের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সপরিবারে। তার মঝেই ব্যাট ঘোরালেন। মুম্বই সফরের ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পেজে পোস্ট করেছেন সুনক।

ঋষি সুনক আরও বলেছেন, ‘পার্সি জিমখানা ক্লাবে আসতে পেরে ভালো লাগছে। ১৪০তম বর্ষপূর্তি। দুর্দান্ত। পরতে পরতে ইতিহাস। আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানানোয় সবাইকে ধন্যবাদ। দারুণ সময় কাটল। চেষ্টা করেছি আউট না হতে। আগামী দিনে আবার আসব।’ পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে সুনক লিখেছেন, টেনিস বল, ক্রিকেট ছাড়া কোনও মুম্বই সফর সম্পূর্ণ নয়।

মিনিট ৪৫ ক্লাবে সময় কাটান সুনক। খুদে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দেখা করেন স্কাউট গ্রুপের সঙ্গেও। ব্যাটিং তো ছিলই। ক্লাবের এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, ‘তাঁর ব্যাটিং স্টান্সই বুঝিয়ে দিচ্ছিল, অল্প বয়সে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন ঋষি সুনক।’

বিরাট-রোহিতরা রানে ফিরবেই : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান নেই। দীর্ঘসময় পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নেমেও সফল হননি। সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির।

তাঁদের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়েও কম চর্চা হচ্ছে না। রোহিত-বিরাটরা কবে রানে ফিরবেন? তাঁদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎই বা কী? বহু চর্চিত বিষয় নিয়ে আজ মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজ আজ হাজির হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের স্কুলের সরস্বতীপুজোর আসরে। সেখানে পুজোর শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সৌরভ। সেখানেই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিরাট-রোহিতদের মতো চ্যাম্পিয়নদের রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। হয়তো ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ অথবা দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরেই রানে ফিরবেন কোহলিরা। সৌরভের কথায়, ‘বিরাট-রোহিতরা চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। নতুনভাবে ওদের কিছুই প্রমাণ করার নেই। সাদা বলের ক্রিকেটেও ওরা সেরা। আমি নিশ্চিত যে, বিরাট-রোহিতরা খুব দ্রুত রানে ফিরবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় ওদের রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা।’

টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া কোহলি-রোহিতদের জন্য ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। দেশে ফিরে রনজি খেলতে নেমেও বিরাটরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের খেলা দেখার জন্য মাঠে উপচে পড়েছিল ভিড়। কিন্তু রোহিত-বিরাটরা সেখানেও রান পাননি। সমস্যাটা কী রোহিতদের? সৌরভ বলছেন, ‘দীর্ঘসময় দাপটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পর খারাপ সময় সবার জীবনে আসে। বিরাট-রোহিতরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ওদের খারাপ সময় চলছে ঠিকই। কিন্তু এই অবস্থা থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসতে হবে, ভালোই জানে ওরা। একটা বড় ইনিংসই পুরো ছবিটা বদলে দেবে।’ কবে দেখা যেতে পারে রোহিত-বিরাটদের ব্যাটে রান? এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দেননি সৌরভ। বলেছেন, ‘কবে কোন ম্যাচে রোহিতরা রান করবে, এভাবে বলা যায় না। তবে আবারও বলছি, দ্রুত ওরা ছন্দে ফিরবে।’

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজ জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গতরাতে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আছড়ে পড়েছিল ওপেনার অভিষেক শর্মা ‘সুনামি’। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনারের আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে ভালো লেগেছে সৌরভেরও। বলেছেন, ‘দুর্দান্ত ব্যাটিং করল অভিষেক। কুড়ির ক্রিকেটে এমন অবিশ্বাস্য শতরানের জন্য ওকে অভিনন্দন।’ উল্লেখ্য, ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি২০ সিরিজ শেষ। বৃহস্পতিবার থেকে নাগপুরে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ।

নাগপুরে বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ওডিআই সিরিজ। তার আগে অনুশীলনের ফাঁকে বিরাট কোহলির সঙ্গে ঋষভ পন্থ। প্রস্তুতির জন্য তৈরি হচ্ছেন রোহিত শর্মাও।

ভিলায় র‍্যাশফোর্ড

লন্ডন, ৩ ফেব্রুয়ারি : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছাড়লেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। লোনে বাকি মরশুমের জন্য অ্যাস্টন ভিলাতে যোগ দিলেন তিনি। গত কয়েকদিন ধরে এই ইংলিশ তারকার লাল ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল।

রুবেন অ্যামোরিম ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার পর র‍্যাশফোর্ড দলে একপ্রকার ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল। অ্যামোরিমও জানিয়ে দিয়েছিলেন, র‍্যাশফোর্ড এই মুহূর্তে তাঁর পরিকল্পনায় নেই। তাই ইংরেজ তারকার এজেন্ট অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। এর মধ্যে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও অ্যাস্টন ভিলা ছিল। কিন্তু র‍্যাশফোর্ডের সাপ্তাহিক বেতন সাড়ে তিন লক্ষ ইউরো, যা ডর্টমুন্ড দিতে পারবে না। তাই শেষপর্যন্ত অ্যাস্টন ভিলাতে যোগ দিলেন এই ইংলিশ তারকা।

নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর র‍্যাশফোর্ড বলেছেন, ‘ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও অ্যাস্টন ভিলাকে ধন্যবাদ এই লোন ট্রান্সফারটি হওয়ার জন্য। আমাকে অনেক দলই প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু অ্যাস্টন ভিলার কোচের চিন্তাভাবনা আমার ভালো লেগেছে। তাই এখানে যোগ দিয়েছি। অ্যাস্টন ভিলার জার্সিতে খেলতে মুখিয়ে রয়েছি।’ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পক্ষ থেকেও র‍্যাশফোর্ডকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

অ্যাস্টন ভিলার জার্সি তুলে দেওয়া হচ্ছে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের হাতে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **রানা** ঃ জন্মদিনের অফুরান শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই বর। ইতি-**তোমার বউ (মৌমিতা)** মালবাজার।

‘পদত্যাগী’ ভিভিএসের সঙ্গে নয়া চুক্তি বোর্ডের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : তিনি পদত্যাগ করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্ব পালন আর সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারকে আরও বেশি করে সময় দিতে চান তিনি।

দিন কয়েক আগে আচমকাই ভিভিএস লক্ষ্মণের এমন পদত্যাগপত্র ভারতীয় ক্রিকেটমহলে হইচই ফেলে দিয়েছিল। যদিও বোর্ডের তরফে বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়। দেওয়া হয়নি কোনও প্রতিক্রিয়া। অপেক্ষা করা হচ্ছিল, মুম্বইয়ে দিন কয়েক আগে হয়ে যাওয়া বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। কারণ, বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মঞ্চে ভিভিএস হাজির থাকবেন। তাঁর সঙ্গে তখন বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা আলোচনা করবেন। একান্তই ভিভিএস রাজি না হলে তাঁর পরিবর্ত হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের

> ভিভিএস পরিবারকে আরও বেশি সময় দেওয়ার কারণে এনসিএ প্রধানের দায়িত্ব ছাড়তে চেয়েছিল। আমরা প্রাথমিকভাবে ওকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলি। পরে বোর্ডের সঙ্গে ওর বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত বদলেছেন ভিভিএস।
>
> **-ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তা**

কথাও ভাবা হয়েছিল।

ছবিটা বদলে দিলেন বোর্ডের প্রাক্তন সচিব তথা আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা। মুম্বইয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের রাতে এক পাঁচতারা হোটেলে জয় গোপন বৈঠক সারেন ভিভিএসের সঙ্গে। আর সেই বৈঠকের পরই তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হন ভিভিএস। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, জয় বর্তমান সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, সভাপতি রজার বিনিকে সঙ্গে নিয়ে ভিভিএসের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানেই ভিভিএসকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার পাশে তাঁর দেওয়া কিছু শর্তও মেনে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। আজ রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে বিস্তর চেষ্টার পর ভিভিএসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। সঙ্গে এনসিএ প্রধান হিসেবে তিনিই থাকছেন, এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, ‘ভিভিএস পরিবারকে আরও বেশি সময় দেওয়ার কারণে এনসিএ প্রধানের দায়িত্ব ছাড়তে চেয়েছিল। আমরা প্রাথমিকভাবে ওকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলি। পরে বোর্ডের সঙ্গে ওর বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত বদলেছেন ভিভিএস।’ জানা গিয়েছে, এনসিএ প্রধান হিসেবে বোর্ডের সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত নয়া চুক্তিও সেরে ফেলেছেন দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার ভিভিএস।

ডিফেন্স নিয়ে নতুন চিন্তা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা সবুজ-মেরুনে।

এদিন তাই নানাভাবে ডিফেন্স সাজিয়ে অনুশীলনে দেখে নিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এই মুহূর্তে পাঞ্জাব এফসি ভালো ফর্মে আছে। আগের ম্যাচেই পিছিয়ে থাকা অবস্থায় বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারায় পাঞ্জাব। আর এরকম একটা ম্যাচের আগে টম অ্যালড্রেড ও আপুইয়ার মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে না পাওয়া নিশ্চিতভাবেই ভাবাচ্ছে বাগান কোচকে এবং এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি শেষপর্যন্ত দীপেন্দু বিশ্বাসকে স্টপারে নামাবেন কিনা, প্রশ্ন সেটাই। কারণ এদিনের অনুশীলনে নানারকমের পারমুটেশন-কম্বিনেশন করতে দেখা গেল তাঁকে। শুভাশিস বসুকে স্টপারে এনে বাঁদিকে আশিক কুরুনিয়নকে খেলাতে পারেন। আবার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে অভিষেক সূর্যবংশীকে দিয়ে শুরু করাতে পারেন আপুইয়ার জায়গায়। তাঁর সঙ্গে দীপক টাংরিকে জুড়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনকি এদিন সবাইকে অবাক করে তিনি গ্লেন মার্টিন্সকেও বহুক্ষণ প্রথম দলে খেলালেন। তবে এতসব সমস্যার মধ্যে সুখবর, দ্রুত ফিট হওয়ার পথে আলবার্তো রডরিগেজ। তিনি খেলবেন বলেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টের ধারণা। সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে শুভাশিস বসুকে স্টপারে নিয়ে আসলে অসুবিধা কিছু হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

মোলিনা অবশ্য প্রতিপক্ষকে অসম্ভব গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, ‘পাঞ্জাবকে আমরা যখন দিল্লিতে হারাই তখন ওই ম্যাচে ছিল না লুকা মাজসেন। ও পাঞ্জাবের খুব গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। লুকা থাকলে দলটাকে অন্যরকম দেখায়। এই যে ওরা বেঙ্গালুরুর মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আমাদের ম্যাচের ঠিক আগেই, এর থেকেই ওদের শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়।’ চ্যাম্পিয়নশিপের পথে এই ম্যাচটাই যে এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন সেটা মেনে নিয়ে সবুজ-মেরুন কোচ বলেছেন, ‘সত্যিই ম্যাচটা খুব কঠিন হতে চলেছে আমাদের কাছে। নিজেদের মাঠে খেললেও নিজেদের নিংড়ে দিতে হবে ম্যাচটা জিততে হলে। তবে আমার নিজের ছেলেদের উপর আস্থা আছে।’

৫০ মিটারে রুপো সৌবৃতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : সোনার হ্যাটট্রিক হল না সৌবৃতি মণ্ডলের। ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল বাংলার সাঁতারুকে। তবে এদিন বিতর্ক তৈরি হল ২০০ মিটার রিলেতে বাংলার সাঁতার দলকে বহিষ্কার করে দেওয়া নিয়ে।

রিলেতে নামতেই পারল না বাংলা

উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে মিশ্র ছবি বাংলার সাঁতারে। ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জিতেছেন সৌবৃতি। সোমবার রুপো জিতলেন ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে। সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক হল না। তবুও আক্ষেপ নেই বঙ্গকন্যার। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সৌবৃতি বলেছেন, ‘৫০ মিটার আমার বিভাগ নয়। তবুও রুপো জিতেছি, খুব খুশি।’

এদিকে সাঁতারেরই ২০০ মিটার রিলেতে দলই নামাতে পারল না বাংলা। তার কারণ নিয়ে দুই পক্ষের দুই মত। একপক্ষের দাবি, রিলে ইভেন্টে প্রতিযোগীদের মধ্যে পজিশন নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। সেই থেকেই নিজেদের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়েন প্রতিযোগীরা। গণ্ডগোল এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আয়োজকরা বাংলাকে ইভেন্ট থেকে বাতিল করে দেয়। উত্তরাখণ্ড থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সৌবৃতি বলেছেন, ‘দলের মধ্যেই কিছু বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কলরুমে সিনিয়ারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এক জুনিয়ার সাঁতারু। সেজন্যই কেউ নামেনি। নামলেও আমাদের পদক জেতার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।’

বেঙ্গল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্যায় বলছেন, ‘দল নামেনি কারণ প্রয়োজনও ছিল না। এন্ট্রি ভুল গিয়েছিল। এই ভুলের দায় আমার।’

আসতে চান ফুটবল ম্যানেজমেন্টে

স্ত্রী-র সঙ্গে বইমেলায় স্মৃতির সরণিতে প্রীতম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে বলে কথা!

লোকাল ট্রেন থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। দুইদিন ধরে থিকথিকে ভিড় শুধুই কিশোর-কিশোরী থেকে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ছেলেমেয়েদের। এবার আবার সরস্বতীপুজো দু’দিনের। স্বাভাবিকভাবেই একটা দিন বাড়তি পেয়ে তা কাজে লাগাতে কসুর করেনি বঙ্গ প্রেমিক-প্রেমিকার দল। এই সময়েই চলছে আবার বইমেলাও। তাই সেখানেও দলে দলে ভিড় জমাল তারা। যাঁদের এই সময়টা পেরিয়ে যায়, তাঁদেরও মনে থেকে যায় সরস্বতীপুজোয় বান্ধবীকে নিয়ে বেড়ানোর সুখস্মৃতি। আর এদিন সেই স্মৃতির সরণি বেয়ে বইমেলায় ঘুরে বেড়ালেন সম্ভবত বাংলার শেষ তারকা ফুটবলারদের অন্যতম প্রীতম কোটাল ও তাঁর স্ত্রী সোনেলা পাল।

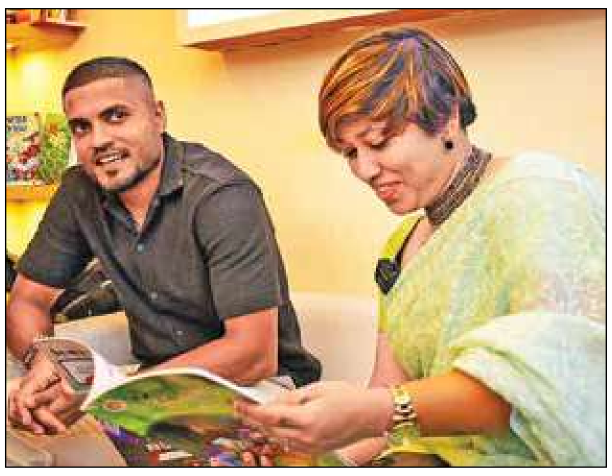

কলকাতা বইমেলায় প্রীতম কোটাল ও তাঁর স্ত্রী সোনেলা। সোমবার।

এবারই প্রথম আইএফএ স্টল দিয়েছে বইমেলাতে। আমন্ত্রণ ছিল তাদের তরফে। ব্যক্তিগত কাজে দিন দুয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছেন প্রীতম। কিছু কাজ ছিল সল্টলেকেই। তাই আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তের আমন্ত্রণ পেয়ে আর দুইবার ভাবেননি। স্ত্রী সোনেলাকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ২৭৬ নম্বর স্টলে। প্রীতম বলেই ফেললেন, ‘অ্যারোজে থাকার সময়ে সোনেলার সঙ্গে পরিচয় হয় সল্ট লেক স্টেডিয়ামে। ও তখন ওখানে অ্যাথলেটিক্স অনুশীলন করত। সেই তখন ছোটবেলাতেই বলতে পারেন, সুযোগ পেলে সরস্বতীপুজোয় বেড়াতে বেরোতাম। তারপর এই আবার। মাঝে তো খেলার জন্য সময়ই হত না কোনওদিন। নতুন করে যেন সেই বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আমেজটা ফিরে পেলাম।’ তিনি যখন এসব বলছেন তখন পাশে হালকা সবুজ শাড়ি আর বয়েজ কাট চুলের সোনেলার মুখে তখন লাজুক হাসি।

> অ্যারোজে থাকার সময়ে সোনেলার সঙ্গে পরিচয় হয় সল্টলেক স্টেডিয়ামে। ও তখন ওখানে অ্যাথলেটিক্স অনুশীলন করত। সেই তখন ছোটবেলাতেই বলতে পারেন, সুযোগ পেলে সরস্বতী পুজোয় বেড়াতে বেরোতাম। তারপর এই আবার। মাঝে তো খেলার জন্য সময়ই হত না কোনওদিন। নতুনকরে যেন সেই বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আমেজটা ফিরে পেলাম।
>
> -প্রীতম কোটাল

আইএফএ-র স্টলে প্রীতমকে দেখে ভিড়ে ভিড়াক্কার এদিন বইমেলাতে। দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে মোহনবাগানে খেলার সময়কার অনেক সুখস্মৃতি ভাগ করে নিলেন এদিন।

বাংলা সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় খুশি তিনি। বলছিলেন, ‘যখন সঞ্জয়দা-র (সেন) নাম কোচ হিসাবে ঘোষণা করা হয় তখনই সোনেলাকে বলেছিলাম, এবার বাংলা ভালো কিছু করতে পারে। কারণ উনি বড় ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। ফুটবলার চেনেন, মঞ্চটা বোঝেন। আর এই যে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হল এখান থেকে অনেক বাঙালি ফুটবলার উঠে আসবে। রবি হাঁসদা, চাকু মান্ডি, জুয়েল আহমেদদের খেলার সুযোগ দরকার। আর সেই দায়িত্ব বাংলার ক্লাবগুলোকেই নিতে হবে।’

এখনও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়া তাঁকে কষ্ট দেয়, একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে আপাতত যেখানেই খেলুন, সেখানেই নিজের সেরাটা মেলে দিতে চান প্রীতম। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, জানতে চাইলে সেখানেও নেই কোনও অস্বচ্ছতা। দিব্যি জানিয়ে দিলেন, ‘এখন খেলব। লাইসেন্সিংও শুরু করব। কিন্তু আমি কোচিং নয়, ম্যানেজমেন্টে আসতে চাই।’ এখানেও সম্ভবত তিনি আর পাঁচটা বাঙালি ফুটবলারের থেকে আলাদাই।

রনজি কোয়ার্টারে সূর্য-শিবম

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শেষ।

সম্পন্ন ঘরের মাঠে একটানা ১৭তম সিরিজ জয়ের নজির। কুড়ি-কুড়ি ফরম্যাট ছেড়ে এবার লড়াই ওডিআই সিরিজে। প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। তবে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে বদল ঘটছে। দলের চেহারাতেও বড়সড়ো পরিবর্তন।

টি২০ সিরিজে খেলা ৬ জন ক্রিকেটার (হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি, ওয়াশিংটন সুন্দর, হর্ষিত রানা, অক্ষর প্যাটেল, অর্শদীপ সিং) রয়েছেন ৬ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে শুরু ওডিআই সিরিজে। বাকিরা ছুটিতে।

সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবেরা অবশ্য ছুটি নয়, মুম্বইয়ের হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি লাহলিতে শুরু রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে অংশ নেবেন। হরিয়ানার বিরুদ্ধে ১৮ জনের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সূর্য ও শিবমকে।

লিগপর্বে নিজেদের গ্রুপে জম্মু ও কাশ্মীরের পিছনে থেকে দ্বিতীয় হয়ে শেষ আটে পা রাখে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। খেতাব ধরে রাখতে আর তিন ম্যাচের বাধা টপকাতে সেরা দল নামাতে বদ্ধপরিকর। সূর্য এবং শিবমের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে শক্তি বৃদ্ধি করবে মুম্বইয়ের।

আঙুল ভেঙে মাস দেড়েক মাঠের বাইরে সঞ্জু

সঞ্জু স্যামসনের অবশ্য ইচ্ছে থাকলেও কেরলের হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা হচ্ছে না। আঙুল ভেঙে প্রায় মাস দেড়েকের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন। ইংল্যান্ড সিরিজে রান পাননি। গোদের ওপর বিষফোড়া চোট। পঞ্চম টি২০ ম্যাচে ব্যাটিং করার সময় জোফ্রা আর্চারের এক্সপ্রেস গতির বাউন্সার সঞ্জুর হাতে গিয়ে লাগে। স্ক্যান রিপোর্টে আঙুলে (তর্জনী) চিড় ধরা পড়েছে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি২০ ম্যাচের মাঝে আঙুলের শুশ্রূষায় সঞ্জু স্যামসন।

চিকিৎসকদের মতে, ক্রিকেটে সপ্তাহ ৫-৬ লাগবে। ইংল্যান্ড ইনিংসের সময় মাঠে ছিলেন না সঞ্জু স্যামসন। পরিবর্তে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলান ধ্রুব জুরেল। টিম সূত্রে জানানো হয়েছে, তিরুবনন্তপুরমের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়েই বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব শুরু করবেন সঞ্জু।

ফলে ৮ ফেব্রুয়ারি শুরু জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে কেরলের হয়ে খেলতে পারছেন না সঞ্জু। আইপিএলের আগে অধিনায়কের যে চোট চিন্তায় ফেলল রাজস্থান রয়্যালসকেও। তবে বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক জানান, ৫-৬ সপ্তাহের আগে নেট প্র্যাকটিস শুরু করতে পারবে না। তারপর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট। একেবারে হয়তো আইপিএলেই ফিরবে।

টি২০ সিরিজের বিজয়রথ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর গৌতম গম্ভীররা। যে টক্করে মহম্মদ সামির অভিজ্ঞতা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। থাকছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সমীকরণও। রবিবার মুম্বই দ্বৈরথে দ্বিতীয় স্পেলে চেনা সামিকে পাওয়া স্বস্তি দিচ্ছে থিংকট্যাংককে। প্রথম ওভারে ১৭ রান দিলেও শেষ স্পেলে ৮ রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়েছেন। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেলও মনে করেন, ৪৪৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শিকার। প্রথম ওভার খারাপ কাটলেও শেষটা দারুণ করেছে। দীর্ঘদিন মাঠে ফেরা সহজ নয়। তার ওপর উইকেট যদি পাটা হয়। সেদিক থেকে মুম্বই ম্যাচের সাফল্য সামিকে মানসিক রসদ জোগাবে।

শেষ ২৫ মিনিটের খেলায় আক্ষেপ সিটি কোচের

লন্ডন, ৩ ফেব্রুয়ারি : ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল হজম। ৫৫ মিনিটে সেই গোল শোধ করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন সিটি সমর্থকরা। কিন্তু পরের মিনিটেই আর্সেনালের গোলে সব স্বপ্ন চুরমার। এরপর আরও তিনটি গোল। গানারদের কাছে ৫-১ গোলে লজ্জার হার পেপ গুয়ার্দিওলার দলের। গুয়ার্দিওলাও মানছেন ম্যাচটা কঠিন ছিল। তবে আক্ষেপ শুধু শেষ ২৫ মিনিট নিয়ে।

রবিবার ম্যাচের পর ম্যান সিটি কোচ বলেছেন, ‘আমার আক্ষেপ শুধু শেষ ২৫ মিনিটের জন্য। ৬৫-৭০ মিনিট পর্যন্ত যা খেলেছি তার সবটাই শেষ হয়ে গিয়েছে কয়েকটা ভুলে। এটা এই মরশুমে প্রথম নয়।’ পেপের সংযোজন, ‘১০-১৫ মিনিটের পর থেকে আমরা সত্যিই ভালো খেলছিলাম। ম্যাচে দ্বিতীয় গোলটা হজমের পরই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। সেখানেই আমরা ব্যর্থ।’

এদিকে এই জয়ের সুবাদে লিগ শীর্ষে থাকা লিভারপুলের ওপর চাপ বাড়িয়েছে আর্সেনাল। ম্যাচের পর মিকেল আর্তেতা বলেছেন, ‘একটা দুর্দান্ত ম্যাচ। প্রথমার্ধেই আমরা আরও একটা গোল করতে পারতাম।’ সেটা না হওয়ার কারণেই সিটি খেলায় ফিরতে পেরেছিল বলে মত আর্সেনাল কোচের।

বাবার জেদেই তৃষার সাফল্য টি২০ বিশ্বকাপে

হায়দরাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি : মাত্র দুই বছর বয়সে বাবা তাঁর হাতে প্লাস্টিকের ব্যাট তুলে দেন। চার বছর বয়স থেকে বাবার হাত ধরে জিমে যাওয়া শুরু। বাবার এই জেদ বৃথা হতে দেননি গোনগাড়ি তৃষা। সদ্যসমাপ্ত অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর তিনি। ব্যাট হাতে ৩০৯ রানের পাশাপাশি ১০ উইকেট নিয়ে প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি।

তৃষার বাবা রামি রেড্ডি নিজে হকি খেলোয়াড় ছিলেন। তবে বেশি দূর যেতে পারেননি তিনি। সেই আক্ষেপ মেটাতেই মেয়েকে ক্রিকেটার বানানোর স্বপ্ন দেখা শুরু করেন রামি রেড্ডি। এক্ষেত্রে সেরেনো উইলিয়ামস কিংবা আন্দ্রে আগাসির মতো কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড়ের বাবার সঙ্গে তাঁর মিল পাওয়া যায়।

সেরেনার বাবা রিচার্ড উইলিয়ামস তাঁর প্রথম সন্তান জন্মানোর অনেক আগেই টেনিস র‌্যাকেট কিনে এনেছিলেন। রিচার্ডের সেই জেদের ফসল হিসেবে সেরেনা ও ভেনাস দুই বোন টেনিস বিশ্ব দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। আগাসির বাবা আবার ছোটবেলায় আগাসির বিছানার পাশে টেনিস বল ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে বলের নড়াচড়া বুঝতে আগাসির কোনও অসুবিধা না হয়। তেমনই রামি রেড্ডিও দুই বছর বয়স থেকেই মেয়ের হাতে ক্রিকেট ব্যাট তুলে দেন।

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্মারক হাতে প্রতিযোগিতার সেরা গোনগাড়ি তৃষা।

মেয়ে বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাওয়ার পর আবেগে ভেসে যান রামি রেড্ডি। তিনি বলেছেন, ‘সাধারণত সবাই আট বছর বয়স থেকে খেলা শুরু করে। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম ওই বয়সের আগেই তৃষা তৈরি হয়ে যাক। আমি সেটা করতে পেরেছি। মেয়ের জন্য আমার গর্ব অনুভব হচ্ছে।’

তৃষাকে ক্রিকেটার বানানোর নেশায় নিজের বাড়ির পাশে সিমেন্টের পিচ তৈরি করেছিলেন রামি রেড্ডি। এমনকি তৃষার স্কুলের সঙ্গেও কথা বলে নিয়েছিলেন যে, তিনঘণ্টার বেশি তৃষা স্কুলে ক্লাস করবে না। মেয়েকে পরে সেন্ট জন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দেন রামি রেড্ডি। এখানে থাকতেই মিতালি রাজের সঙ্গে খেলেছেন তৃষা।

তৃষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিতালিও। তিনি বলেছেন, ‘তৃষাকে অনেক ছোট থেকে দেখছি। ও খুব পরিশ্রমী ক্রিকেটার। তৃষা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে, উচ্চ পর্যায়ে খেলার জন্য ও তৈরি। তবে সিনিয়ার দলে জায়গা পেতে হলে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে হবে।’

বেতন বাকি, দাবি মহমেডান ফুটবলারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : হাজারো প্রতিকূলতা। তার মাঝেও শিবিরে ফিল গুড পরিবেশ ফেরাতে মরিয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু।

রবিবার মহমেডানের তরফে দাবি করা হয় অধিকাংশ ফুটবলারের বেতন কিছুটা হলেও মেটানো হয়েছে। কিন্তু দলের বেশ কয়েকজন বিদেশি ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাঁদের এখনও তিন মাসের বেতনই বাকি। মঙ্গলবারের মধ্যে নাকি তার কিছুটা মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এরই মাঝে আবার মিরজালোল কাশিমভকে নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে মহমেডান শিবির। তিনি টম অলড্রেডকে যেভাবে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন তাতে বড়সড়ো শাস্তির আশঙ্কা ছিলই। এবার সেটাই সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে। আর্থিক জরিমানা সহ এক ম্যাচেরও বেশি নির্বাসিত করা হতে পারে কাশিমভকে।

কাশিমভকে নিয়ে অস্বস্তি

এদিকে, সোমবার অনুশীলনে গরহাজির অ্যালেক্সিস গোমেজ। আর্জেন্টাইন মিডিওর অনুপস্থিতি নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। আরেক ফুটবলার সামাদ আলি মল্লিককেও এদিন মাঠে দেখা গেল না। তবে সাদা-কালো শিবিরে স্বস্তির খবর একটাই। জোসেফ আদজেই চোট সারিয়ে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। অনুশীলনও করছেন দলের সঙ্গে। এদিন প্রস্তুতি শেষে কোচ মেহরাজকে দেখা গেল দীর্ঘক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। পাশাপাশি গোটা অনুশীলনে বাকি ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টাতেও ত্রুটি রাখলেন না মহমেডানের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ। দলের ফুটবলারদের একাংশও কোচ হিসাবে মেহরাজকে পেয়ে খুশি। শিবিরের অন্দরে কান পাতলে এমনটাও শোনা যাচ্ছে। আসলে মহমেডানের এই দলের অনেক ফুটবলার যখন এসেছিলেন তখন কোচ ছিলেন মেহরাজই।

উত্তরের খেলা

মানিকের ৯৫

তুফানগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি : এনপিএস কাপ ক্রিকেটে সোমবার বালাকুঠি সৎসঙ্গ ক্লাব ৮৭ রানে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে বালাকুঠি টসে জিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মানিক দত্ত ৯৫ রান করেন। জবাবে বিবেকানন্দ ১১৭ রানে গুটিয়ে যায়। এদিকে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে রসিকবিল বড় শালবাড়ি বয়েজ ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়।

প্রথমে রসিকবিল ১৯.৩ ওভারে ৭৮ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা ধনঞ্জয় দেবনাথ ১২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে চিলাখানা ১১.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৯ রান তুলে নেয়। মঙ্গলবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্রিকেট ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন ও তুফানগঞ্জ মাস্টার্স।

ফুটবল ট্রায়াল

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি : সেইল ফুটবল অ্যাকাডেমির ট্রায়াল ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি সূর্যনগর মাঠে হতে চলেছে। সূর্যনগর ফুটবল অ্যাকাডেমির কোচ প্রভঞ্জন সেন জানিয়েছেন, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীরা ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবে। গোলকিপারদের ক্ষেত্রে ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি ও বাকিদের ক্ষেত্রে ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা হতে হবে।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস সুপার কিংসের ক্রিকেটারদের। ছবি : রাকেশ শা

চ্যাম্পিয়ন সুপার কিংস

ঘোকসাডাঙ্গা, ৩ ফেব্রুয়ারি : ঘোকসাডাঙ্গা সুপার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বাউন্ডারি সুপার কিংস। সোমবার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে ব্লাইন্ড হিট সিক্সার্সকে হারিয়েছে। ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে সিক্সার্স ১৫.১ ওভার ১৬৪ রানে অল আউট হয়। প্রতিযোগিতার সেরা ঋজু বর্মন ৮২ রান করেন। জবাবে কিংস ১৫.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৫ রান তুলে নেয়। অভিজিৎ বর্মন ৪৯ রান করেন। ফাইনালের সেরা কিংসের রাজু বিশ্বাস।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মধুবাণী-এর এক বাসিন্দা

বিহার, মধুবাণী - এর একজন বাসিন্দা রামচন্দ্র যাদব - কে 27.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86G 36546 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি যখনই পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোনও লটারি বিক্রির রাজ্যে যাই তখনই লটারির টিকিট কেনার অভ্যাস আছে, কারণ আমি অনেক সাধারণ মানুষকে কোটি কোটি টাকা জিততে দেখেছি। এইবার আমি বিজয়ী এবং এটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত করে তুলেছে। আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।